উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

MLD

সেনসেক্স : ৮০,২৮৮.৩৮ (+৭০.০১)

নিফটি : ২৪,৩৩৫.৯৫ (+৭.৪৫)

যথেচ্ছ বালি তোলায় ক্ষতির মুখে সেতু

বালুরঘাটে শিয়ালা কিসমত রামকৃষ্ণপুর ব্রিজ সংলগ্ন এলাকা থেকে দেদার বালি তোলা হচ্ছে। যার ফলে চলাচলের একমাত্র ব্রিজ ও আইসিডিএস সেন্টার ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। » ৫

গৌড়বঙ্গে আইসি-কে শোকজ

গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের আইসি অপূর্ব চক্রবর্তীকে শোকজ করেছেন উপাচার্য পবিত্র চট্টোপাধ্যায়। সাতদিনের মধ্যে তাঁকে উত্তর দিতে বলা হয়েছে। » ৬

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

মালদা		রায়গঞ্জ		বালুরঘাট		শিলিগুড়ি	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
৩২°	২১°	২৯°	২২°	৩১°	২২°	৩২°	২২°

১০ বছরেই ৯০ মিটার ছক্কা মারত বৈভব » ১২

১৬ বৈশাখ ১৪৩২ বুধবার ৫.০০ টাকা 30 April 2025 Wednesday 14 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 340

গরমে অসুস্থ ১১২ শিশু ভর্তি রায়গঞ্জ মেডিকেলে

বিশ্বজিৎ সরকার

রায়গঞ্জ, ২৯ এপ্রিল : গত সাতদিনে রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে তীব্র তাপপ্রবাহে অসুস্থ হয়ে প্রায় ১১২ জন শিশু চিকিৎসার জন্য ভর্তি হয়েছে। শিশু বিভাগে চিকিৎসা চলছে তাদের। ছোটদের পাশাপাশি বড়রাও তীব্র গরমে পেটের অসুখ সহ একাধিক রোগে আক্রান্ত হয়ে ৭২ জন মহিলা পুরুষ রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের মেডিসিন বিভাগে চিকিৎসাধীন। সর্দিকাশি, পেটের সমস্যার পাশাপাশি শিশুদের হাত-পায়ে র‍্যাশ, ধুম জ্বর, মুখের ভিতরেও ঘা।

কেন এমনটা হচ্ছে? প্রশ্নের জবাবে শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ

তীব্র গরমে জ্বর, সর্দিকাশি, পেটের সমস্যার পাশাপাশি বাড়ছে হ্যান্ড ফুট অ্যান্ড মাউথ ডিজিজ। ফি বছর এই এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি থেকেই মাথাচাড়া দেয় এই রোগ। এই অসুখ ভাইরাস ঘটিত।

এনসি পাল, চিকিৎসক

চিকিৎসক এনসি পাল বলেছেন, 'তীব্র গরমে জ্বর, সর্দিকাশি, পেটের সমস্যার পাশাপাশি বাড়ছে হ্যান্ড ফুট অ্যান্ড মাউথ ডিজিজ। ফি বছর এই এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি থেকেই মাথাচাড়া দেয় এই রোগ। এই অসুখ ভাইরাস ঘটিত।' তিনি আরও জানাচ্ছেন, 'এর নেপথ্যে কক্সাকি ভাইরাস। যে ভাইরাস শরীরে প্রবেশ করলেই হাত-পায়ে র‍্যাশ বের হচ্ছে। সঙ্গে ধুম জ্বর। তার ওপর তীব্র গরমে পেটের সমস্যা, সর্দিকাশি লেগে রয়েছে।' শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ নীলাঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের মতে, 'এই উপসর্গ দেখা দিলে শিশুকে চিকিৎসকের কাছে নিয়ে আসুন। এটা ভাইরাস ঘটিত অসুখ। কোনওভাবেই দোকান থেকে অ্যান্টিবায়োটিক কিনে খাওয়াবেন না।' শিশুরোগ বিশেষজ্ঞদের কথায়, মারাত্মক ছোঁয়াচে এই অসুখ। আক্রান্ত হলেই শিশুকে আলাদা রাখতে হবে। আর পাঁচজনের সঙ্গে মিশতে দেওয়া যাবে না। অনেকেই হাত-পায়ে র‍্যাশ দেখে চিকেন পক্সের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেন। কিন্তু হ্যান্ড ফুট অ্যান্ড মাউথ ডিজিজে হাতের তালু-পায়ের পাতায় র‍্যাশ বেরোয়। এমনটা দেখা যায় না পক্সের ক্ষেত্রে। লালারস, শিশুর মল, এমনকি এরপর দশের পাতায়

তাল লয়ের ছন্দে ...। আন্তর্জাতিক নৃত্য দিবসে। মঙ্গলবার বালুরঘাটে। - মাজিদুর সরদার

পনেরোদিনের সন্তানকে নিয়ে অসহায় দিদা

চিকিৎসার পথে ট্রেনে কাটা পড়ে দম্পতির মৃত্যু

সৌম্যজ্যোতি মণ্ডল

চাঁচল, ২৯ এপ্রিল : পনেরোদিন আগে সন্তানের জন্ম হয়। ইতিমধ্যে মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন স্ত্রী। তাঁর চিকিৎসার জন্যে সন্তানকে সঙ্গে নিয়েই যাচ্ছিলেন স্বামী। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাসে ট্রেনে কাটা পড়ে মৃত্যু হল দম্পতির। মঙ্গলবার ওই ঘটনায় শোকের ছায়া চাঁচল থানার বিষ্টুপুরে। ঘটনাটি ঘটেছে বিহারের আজিমনগর স্টেশনের রেলগেটের কাছে। মৃত দম্পতির নাম সাজাউল হোসেন (২২) ও রুবেদা খাতুন (১৯)।

রুবেদা মানসিক রোগে ভুগছিলেন কিছুদিন ধরে। যার জন্য সমস্যা হচ্ছিল। একদিকে ছোট্ট সদ্যোজাত। তার মধ্যে স্ত্রীর মানসিক সমস্যা। স্বামী সিদ্ধান্ত নেন চিকিৎসার জন্য। এদিন রুবেদা তাঁর মা, স্বামীর সঙ্গে শালমারীতে মানসিক চিকিৎসার জন্য ডাক্তার দেখাতে যাচ্ছিলেন অটোয় চেপে। অটোটি রেলগেটের অদূরে দাঁড়ায়। নাতিকে কোলে নিয়েছিলেন তার দিদা। তাঁর স্বামী সন্তানের জন্যে প্রয়োজনীয় সামগ্রী কিনতে যায় দোকানে। সেসময় হঠাৎ অটো থেকে নেমে দৌড় দেন রুবেদা। তা দেখে পিছনে ছোটেন তাঁর স্বামীও। রেললাইন ধরে দৌড়াচ্ছিলেন রুবেদা। অপরদিক থেকে আসছিল চলন্ত ট্রেন। স্ত্রীকে প্রাণপণ বাঁচানোর চেষ্টা করেন স্বামী। কিন্তু শেষরক্ষা হল না। চলন্ত ট্রেনে কাটা পড়েন দম্পতি।

দুর্ঘটনার পরে রেল পুলিশ এসে দুজনের মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। এদিকে ছোট্ট নাতিকে কোলে নিয়ে অসহায় হয়ে সেই দৃশ্য দেখেন সালেহা বিবি। তাঁর কথায় আতঙ্ক স্পষ্ট। শোকগ্রস্ত সালেহার কথায়, 'মেয়েটার মানসিক সমস্যা চলছিল কিছুদিন ধরে। জামাই নিয়ে যাচ্ছিল চিকিৎসার জন্যে। বাচ্চাটার ডাইপার প্রয়োজন। তাই জামাই অটো থেকে নেমে কিনতে গেল দোকানে। হঠাৎ মেয়ে নেমে দৌড় দেয়। জামাই দেখতে পেয়ে দৌড় দেয় পেছনে। তার মাঝে এই ঘটনা। আমার আর কিছু বলার অবস্থা নেই।'

প্রতিবেশী আব্দুর রহিম জানান, 'খবর শোনা মাত্র আমরা হতবাক হয়ে গিয়েছি। কোলের শিশুটার যে কী হবে। সকালেই দেখা হল, বলল চিকিৎসার জন্যে যাচ্ছে। আমরা মৃতদেহ ফেরানোর ব্যবস্থা করছি।' বিষ্টুপুরের পঞ্চায়েত সদস্য বেলাল হোসেন বলেন, 'মর্মান্তিক ঘটনা। সরকারিভাবে ওই পরিবারকে যাতে সাহায্য করা হয় প্রশাসনকে অনুরোধ করব। ছোট্ট শিশুটার কথা ভেবে খারাপ লাগছে।'

দেশের বিভিন্ন জায়গায় অরক্ষিত রেলগেট নিয়ে বারবার নানা অভিযোগ উঠেছে। এক্ষেত্রে অবশ্য ঘটনাটির মাত্রা অন্যরকম। মৃতের ভাই আব্দুল বলেন, 'এরকম একটা খবর আসবে ভাবতে পারিনি। কিছুদিন আগেই বাচ্চাটা হল। আমরা সকলে কত আনন্দে ছিলাম।বৌদি মানসিক অবসাদে ভুগছিল। তাই চিকিৎসা করাতে নিয়ে যাচ্ছিল।'

মালদা জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি এটিএম রফিকুল হোসেন জানান, 'যে ঘটনা শুনলাম অত্যন্ত দুঃখজনক। আমরা স্থানীয় নেতৃত্বকে বলব খোজ নিতে। সময় করে আমি সেখানে যাব। যেভাবে প্রয়োজন পাশে দাঁড়াব।'

মর্মান্তিক পরিণতি

- রুবেদা মানসিক রোগে ভুগছিলেন কিছুদিন ধরে। যার জন্য সমস্যা হচ্ছিল। একদিকে ছোট্ট সদ্যোজাত, তার মধ্যে স্ত্রীর মানসিক সমস্যা
- স্বামী সিদ্ধান্ত নেন চিকিৎসার জন্য। মঙ্গলবার রুবেদা তাঁর মা, স্বামীর সঙ্গে শালমারীতে মানসিক চিকিৎসার জন্য ডাক্তার দেখাতে যাচ্ছিলেন অটোয় চেপে
- অটোটি রেলগেটের অদূরে দাঁড়ায়। নাতিকে কোলে নিয়েছিলেন তার দিদা। তাঁর স্বামী সন্তানের জন্যে প্রয়োজনীয় সামগ্রী কিনতে যায় দোকানে
- সেসময় হঠাৎ অটো থেকে নেমে দৌড় দেন রুবেদা। তা দেখে পিছনে ছোটেন তাঁর স্বামীও। রেললাইন ধরে দৌড়াচ্ছিলেন রুবেদা
- অপরদিক থেকে আসছিল চলন্ত ট্রেন। স্ত্রীকে প্রাণপণ বাঁচানোর চেষ্টা করেন স্বামী। কিন্তু শেষরক্ষা হল না। চলন্ত ট্রেনে কাটা পড়েন দম্পতি

প্রত্যাঘাতের জল্পনা

তিন বাহিনীকে পূর্ণ স্বাধীনতা প্রধানমন্ত্রীর

নিজস্ব সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ২৯ এপ্রিল : পহলগামের কঠোর প্রত্যাঘাত আর হয়তো মাত্র কিছু সময়ের অপেক্ষা। পড়শি দেশ পাকিস্তানকে সেই জবাব কবে, কোন পথে, কী ভাষায় দেওয়া হবে সেটা অবশ্য এখনও স্পষ্ট নয়। কিন্তু মঙ্গলবার দিনভর কেন্দ্রের অলিন্দে একের পর এক ঘটনাপ্রবাহ থেকে স্পষ্ট ইঙ্গিত মিলেছে, জঙ্গি ও তাদের মদতদাতাদের আর রেয়াত করা হবে না। এদিন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নিজের সরকারি বাসভবনে একটি উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে বসেন। সেখানে প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং, জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল, চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ অনিল চৌহানের পাশাপাশি ভারতীয় সেনাপ্রধান জেনারেল উপেন্দ্র দ্বিবেদী, নৌসেনা প্রধান অ্যাডমিরাল দীনেশ কে ত্রিপাঠী এবং বায়ুসেনা প্রধান অমরপ্রীত সিং হাজির ছিলেন। প্রায় দেড় ঘণ্টা ওই বৈঠক চলে। সেখানে জম্মু ও কাশ্মীরের সামগ্রিক নিরাপত্তা এবং হামলার পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনা হয়। বৈঠকে রাজনাথ সিং হামলার পালটা জবাব দেওয়ার বার্তা দেন।

সেখানে সন্ত্রাসবাদকে প্রবল ধাক্কা দেওয়ার বার্তা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। সূত্রের খবর, ওই বৈঠকে তিন বাহিনীকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। মোদি বলেছেন, 'সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে কঠোর জবাব দেওয়ার ব্যাপারে জাতীয় সংকল্প নেওয়া হয়েছে। কীভাবে, কবে, কখন ও কোথায় প্রত্যাঘাত করা হবে সেই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য

জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল ও সেনাপ্রধানদের সঙ্গে জরুরি বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। মঙ্গলবার নয়াদিল্লিতে।

সশস্ত্র বাহিনীকে পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া আছে।' পূর্ণ শক্তি দিয়ে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে ভারত যে অঙ্গীকারবদ্ধ, সেই বার্তাও এদিনের বৈঠকে দেন মোদি। ভারতীয় সেনা, বায়ুসেনা এবং নৌসেনার পেশাদারিত্ব ও সক্ষমতার ওপর তাঁর ও গোটা দেশের পূর্ণ আস্থা রয়েছে বলে সাফ জানিয়ে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। ওই বৈঠকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা অবশ্য ছিলেন না। বৈঠক শেষ হওয়ার পর শা যান প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে। মোদির বাসভবনে যান আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবতও। এদিন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রককে পৃথক একটি বৈঠক বসে। সেখানে অমিত শা, এনএসজি, বিএসএফ, সিআরপিএফের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন।

বুধবার প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে ক্যাবিনেট কমিটি অন সিকিউরিটি বা মন্ত্রীসভার নিরাপত্তা বিষয়ক কমিটির বৈঠক এরপর দশের পাতায়

অনির্দিষ্টকাল ৪৮ পর্যটনস্থল বন্ধ কাশ্মীরে

শ্রীনগর, ২৯ এপ্রিল : ১৯১৯ থেকে ২০২৫। মাঝে কেটে গিয়েছে ১০৬ বছর। কিন্তু স্থান-কাল আলাদা হলেও পঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে কোথায় যেন মিলে গিয়েছে পহলগামে পর্যটকদের ওপর বেনজির জঙ্গি হামলা। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, পহলগামের বৈসরণ উপত্যকায় রীতিমতো রেইকি চালিয়েছিল জঙ্গিরা। এলাকার খুঁটিনাটি তাদের নখদর্পণে ছিল। পর্যটকরা যাতে পালাতে না পারেন, সেজন্য হামলার ঠিক আগে বৈসরণে ঢোকা ও বের হওয়ার রাস্তা ২টি বন্ধ করে দিয়েছিল আততায়ীরা। ঠিক যেভাবে জালিয়ানওয়ালাবাগের প্রবেশপথ অবরুদ্ধ করেছিলেন জেনারেল ডায়ার।

এদিকে জঙ্গি হামলার আশঙ্কায় মঙ্গলবার থেকেই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে জম্মু ও কাশ্মীরের ৪৮টি পর্যটনস্থল। এই তালিকায় রয়েছে সিনথান টপ, ইউসমার্গ, বাঙ্গাস উপত্যকা, শ্রুঞ্জ জলপ্রপাত, গোগালদারা, কামানপোস্ট, রাজপোরা, চিয়ারহার, মুন্দিজ-হামাম-মারকুট জলপ্রপাত, খাম্পু, বর্সনিয়া, সূর্য মন্দিরের মতো পর্যটকদের প্রিয় গন্তব্য। এক সপ্তাহ কেটে গেলেও পহলগামে হামলাকারী কোনও জঙ্গির খোঁজ মেলেনি। একাধিক গোয়েন্দা রিপোর্টে এরপর দশের পাতায়

বেনিয়মে ভূমি দপ্তরে ধর্না রাতেও

সৌরভকুমার মিশ্র

হরিশ্চন্দ্রপুর, ২৯ এপ্রিল : চলতি মাসের শেষে বদলি হয়ে যাবেন হরিশ্চন্দ্রপুর-২ নম্বর ব্লকের ভূমি সংস্কার আধিকারিক সুরজিৎ দাস। তার ঠিক আগে পাট্টা বিলিতে বেনিয়ম, শাসকদলের জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার সহ একাধিক দুর্নীতির অভিযোগ তুলে রাতভর ভূমি সংস্কার আধিকারিক এর বারান্দায় ধর্নায় বসে পড়লেন হরিশ্চন্দ্রপুর দুই নং পঞ্চায়েত সমিতির শাসকদলের সভাপতি, কর্মাধ্যক্ষ এবং অন্যান্য সদস্যরা। সোমবার গভীর রাত পর্যন্ত দপ্তরের বারান্দায় ধর্নায় বসে থাকেন তারা।

সেসময় দপ্তরেই ছিলেন ভূমি সংস্কার আধিকারিক সুরজিৎ দাস। ঘটনার খবর পেয়ে বিশাল পুলিশবাহিনী নিয়ে এলাকায় যান হরিশ্চন্দ্রপুর থানার আইসি মনোজিৎ সরকার। আসেন হরিশ্চন্দ্রপুর দুই নম্বর ব্লকের বিডিও তাপসকুমার পাল। তাঁরা দীর্ঘক্ষণ শাসকদলের পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ এবং সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা করেন এবং ধর্না তুলে নেওয়ার জন্য আবেদন জানান। কিন্তু বরফ গলেনি। রাত একটা নাগাদ ভূমি সংস্কার আধিকারিককে নিয়ে পরদিন প্রশাসনিক আলোচনায় বসার প্রতিশ্রুতি দিলে ধর্না ওঠে।

ভূমি সংস্কার দপ্তরে ধর্নায় পঞ্চায়েত সমিতির কর্তারা। হরিশ্চন্দ্রপুরে।

জনপ্রতিনিধিদের অভিযোগ, ২০২৩ সালে পঞ্চায়েত সমিতি গঠন হওয়ার পর থেকে পাট্টা প্রদান নিয়ে একটিও সভা করেনি বন ও ভূমি স্থায়ী সমিতি এবং ভূমি সংস্কার আধিকারিক। তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্যদের দাবি ছিল, এলাকায় ঘুরে যোগ্য ব্যক্তিদের পাট্টা দেওয়া হোক। কিন্তু পঞ্চায়েত সমিতির মৎস্য কর্মাধ্যক্ষ নজিবুরের অভিযোগ, 'ভূমি সংস্কার আধিকারিক অত্যন্ত দুর্নীতিপরায়ণ। জনপ্রতিনিধিদের অন্ধকারে রেখে পয়সার বিনিময়ে তিনি পাট্টা বিলি করেছেন। দৌলতনগর এলাকার একটি ফুটবল মাঠকেও তিনি পয়সার বিনিময়ে পাট্টার মধ্যে ঢুকিয়েছেন। গরিব মানুষদেরকে হেনস্তা করা হচ্ছে। তার বিরুদ্ধেই আমাদের এই ধর্না।'

পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রিজিয়া সুলতানার প্রতিনিধি মণিরুল ইসলামের বক্তব্য, 'আমরা ঠিক করেছিলাম উপযুক্ত লোকজনকে পাট্টা দেব। কিন্তু এই ভূমি সংস্কার আধিকারিক সকলকে অন্ধকারে রেখে বন ও ভূমি স্থায়ী সমিতিকে ভুল বুঝিয়ে টাকার বিনিময়ে পাট্টা বিলি করেছেন। সভাপতি, কর্মাধ্যক্ষরা আলোচনা করতে চাইলে তাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছেন।'

যদিও তার বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছেন ভূমি সংস্কার আধিকারিক সুরজিৎ দাস। তাঁর দাবি, 'আমাকে ষড়যন্ত্র করে ফাঁসানো হচ্ছে, নিয়ম মেনেই পাট্টা বিলি হয়েছে।' মহকুমা ভূমি সংস্কার আধিকারিক পীযূষ বন্দ্যোপাধ্যায় সমস্ত অভিযোগ খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন। বিডিও তাপস পাল বলেন, 'আজ মঙ্গলবার দুই পক্ষের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে আমরা সমস্ত বিষয় জেলা এবং মহকুমা প্রশাসনকে জানাব।'

KHOSLA ELECTRONICS

এই অক্ষয় তৃতীয়ায় সমৃদ্ধি আসুক আপনার ঘরে

FIRST TIME EVER ON AC

2 EMI OFF WORTH ₹ 4,000

EXCLUSIVE AT KHOSLA ONLY FOR 2 DAYS

ALL BANK DEBIT & CREDIT CARDS ACCEPTED HDFC AXIS BANK SBI HSBC standard chartered citibank ICICI Bank kotak

Easy Finance by

HIGHEST CASHBACK Upto ₹ 45,000

HIGHEST EXCHANGE Upto ₹ 6,000

0 INTEREST* DOWN PAYMENT* PROCESSING FEES* DOCUMENT*

LOWEST EMI STARTS from ₹ 660

Upto **36 MONTHS EMI**

5 YEARS COMPREHENSIVE WARRANTY*

SURESHOT **FREE GIFT COUPON** WORTH ₹ 1,800

অক্ষয় তৃতীয়ার বিশেষ ঘামে সকল BRAND -এর এসি, কুলার এবং ফ্রীজ এক ছাদের নিচে,

DAIKIN HITACHI Carrier BLUE STAR VOLTAS LG SAMSUNG Panasonic LLOYD Godrej Haier Whirlpool IFB GENERAL

1 Ton 3* Inv. EMI ₹ 1,955*

1.5 Ton 3* Inv. EMI ₹ 1,955*

2 Ton 3* Inv. EMI ₹ 1,999*

1 Ton 3* EMI ₹ 2,317*

1.5 Ton 3* EMI ₹ 2,608*

BAJAJ KGA USHA HAVELLS VOLTAS Godrej BLUE STAR Symphony

ALL DESERT COOLERS ARE WITH HONEYCOMB PAD

80 Ltr. EMI ₹ 852

65 Ltr. EMI ₹ 834

50 Ltr. EMI ₹ 660

FREE CHOPPER

LG SAMSUNG Godrej Whirlpool Haier LLOYD Panasonic IFB BOSCH BLUE STAR

600 Ltr SBS EMI ₹ 2,525

237 Ltr Bottom Mount EMI ₹ 1,944

396 Ltr DD EMI ₹ 2,990

233 Ltr DD EMI ₹ 1,833

180 Ltr SD EMI ₹ 1,166

7 KG FRONT LOAD EMI ₹ 2,525

7 KG TOP LOAD EMI ₹ 1,124

7 KG SEMI AUTO EMI ₹ 833

LG SAMSUNG SONY Panasonic Haier LLOYD KGA

75 4K ₹ 69,990

55 4K QLED ₹ 36,990

43 4K ANROID ₹ 18,990

SAMSUNG

A 36 (8/256GB) ₹ 28,999* CASHBACK/UPGRADE ₹ 4,000

iPhone

iPhone 16 (128GB) ₹ 68,500* CASHBACK ₹ 4,000 on CC

vivo

V50E (8/128GB) ₹ 27,499* CASHBACK ₹ 1,500

oppo

F 29 (8/256GB) ₹ 23,499* CASHBACK 10%

motorola

Edge 60 Fusion (8/256GB) ₹ 20,999* CASHBACK ₹ 2,000

FREE NECK BAND WITH EVERY MOBILE

Lenovo

i5 12th Gen, RTX 2050 4GB, 12GB RAM, 512GB SSD, 15.6"FHD, Win 11 + MSO ₹ 58,900*

hp

i5 13th Gen 16GB RAM, 512GB SSD, RTX 2050 4GB GRAPHICS ₹ 61,900*

ASUS

Rizen 7 7435HS, 16GB RAM, 512GB SSD, RTX 3050 4GB GRAPHICS ₹ 66,900*

FREE BAGPACK, MOUSE, BLUETOOTH SPEAKER & PENDRIVE worth ₹ 3,499

FREE DATA TRANSFER & BACKUP SERVICES

STARTING EMI ₹ 4,908

A TATA Product

Presenting **VOLTAS SMARTAIR™ INVERTER AC**

VOLTAS

Less Noise, More Work.

INDIA'S NO.1 AC BRAND

SMART IOT

ALEXA & GOOGLE ASSISTANT

SUPER SILENT OPERATION 28dbA

SLEEP MODE

HIGH AMBIENT COOLING

5 STEP ADJUSTABLE

10% CASHBACK UPTO ₹4000 ON ALL MAJOR BANKS

POWERED BY pine labs Paytm

NO COST EMI

IDFC FIRST Bank

Scan to locate your nearest Khosla store

CUSTOMER CARE NO. 95119 43020 enquiry@khoslaelectronics.com | BUY 24 X 7 @ khoslaonline.com

*Terms & Conditions apply. Pictures are mere indicative. Finance at the sole discretion of the financer. Offer is at the sole discretion of Khosla Electronics. Price Includes Cashback & Exchange Amount, *Offers are not applicable on Samsung Products..

COOCHBEHAR Rail Gumti Ph : 9147417300 | RAIGANJ Mohonbati Bazar Ph : 9147393600 | ALIPURDUAR Shamuktala Road Ph : 9874287232 | SILIGURI Sevoke Road, 2nd Miles Ph: 9874241685 | BALURGHAT Hili More Ph: 98742 33392 | MALDAH 15/1, Pranth Pally Ph : 98742 49132

Reliance
Growth is Life

SMART BAZAAR

আমাদের দাবি,
মূল্য পয়সা উসুল
করবে পুরো ইন্ডিয়া।

ফুল পয়সা উসুল সেল
30th APR - 4th MAY

গুড লাইফ আমন্ড / কাজু (W320) 500 g
স্মার্ট প্রাইস ₹409/₹439
এমআরপি ~~₹620~~ / ~~₹725~~
সঞ্চয় ₹211 / ₹286

লুজ চিনি M / লুজ মুগ ডাল 1 kg
স্মার্ট প্রাইস ₹47/₹111
বাজার মূল্য ~~₹50~~ / ~~₹116~~

কল্যানী'জ নেচার পিওর রিফাইণ্ড রাইস ব্রান অয়েল 1 L / চাক্কি আটা 5 kg
স্মার্ট প্রাইস ₹132/₹199
এমআরপি ~~₹163~~ / ~~₹250~~
সঞ্চয় ₹31 / ₹51

গুড লাইফ পপুলার মিনিকেট / লালবাবা বাঁশকাঠি রাইস 10 kg
স্মার্ট প্রাইস ₹499/₹699
এমআরপি ~~₹650~~ / ~~₹1050~~
সঞ্চয় ₹151 / ₹351

ন্যূনতম 25% ছাড়
ডেয়ারি / ফ্রোজেন ও বেকারি (নির্বাচিত রেঞ্জ)
এমআরপি ₹25 থেকে শুরু

স্মার্ট প্রাইস ₹127/₹139
মহাকোষ রিফাইন্ড সয়াবিন অয়েল 840 g / গুড লাইফ কাচ্চি ঘানি মাস্টার্ড অয়েল 1 L
এমআরপি ~~₹164~~ / ~~₹190~~
সঞ্চয় ₹37 / ₹51

Scan & Unlock Secret Offers

BUY ANY 3 GET ANY 1 FREE
কোল্ড ড্রিঙ্ক & জ্যুস 600 ml থেকে শুরু (নির্বাচিত সম্ভার)
এমআরপি ₹40 থেকে শুরু / ইউনিট

BUY ANY 2 GET ANY 1 FREE
বিস্কুট / চকলেট / রাস্ক 118 g থেকে শুরু (নির্বাচিত সম্ভার)
এমআরপি ₹100 থেকে শুরু / ইউনিট

টাটা টী গোল্ড লীফ 500 g
সঞ্চয় ₹65
এমআরপি ~~₹280~~ থেকে শুরু
স্মার্ট প্রাইস ₹215 থেকে শুরু

হরলিক্স ক্লাসিক মল্ট হেল্‌থ ড্রিঙ্ক পাউডার 1 kg
সঞ্চয় ₹200
এমআরপি ~~₹600~~ থেকে শুরু
স্মার্ট প্রাইস ₹400 থেকে শুরু

সাবান 125 g থেকে শুরু (মাল্টি প্যাক) (নির্বাচিত সম্ভার)
এমআরপি ₹175 থেকে শুরু
ন্যূনতম 40% ছাড়

শ্যাম্পু 580 ml থেকে শুরু (নির্বাচিত সম্ভার)
ন্যূনতম 55% ছাড়
এমআরপি ₹890 থেকে শুরু

এমআরপি ₹208 থেকে শুরু
ন্যূনতম 40% ছাড়
টুথপেস্ট 300 g থেকে শুরু (নির্বাচিত সম্ভার)

ন্যূনতম 33% ছাড়
এমআরপি ₹770 থেকে শুরু
ডিটারজেন্ট পাউডার 5 kg থেকে শুরু / লিকুইড 4 L থেকে শুরু (নির্বাচিত সম্ভার)

স্মার্ট প্রাইস ₹1999 থেকে শুরু
এমআরপি ₹7560 থেকে শুরু
3 বার্নার গ্লাস টপ গ্যাস স্টোভ

স্মার্ট প্রাইস ₹999
এমআরপি ₹1825 থেকে শুরু
16 / 18 পিস ওপালওয়্যার ডিনার সেট

2000+ ফ্যাশন স্টাইল ₹399 এর মধ্যে
টি-শার্টস ₹199 | শার্টস ₹299
কুর্তা ₹299 | শর্টস ₹299 | জিন্স ₹399

পান ফ্রি এলইডি টিভি 80 cm (32 inch)
এমআরপি ₹55999 থেকে শুরু
স্মার্ট প্রাইস ₹32990 থেকে শুরু
ব্র্যান্ডেড 1.5 ক্রন 3 স্টার ইনভার্টার এয়ার কন্ডিশনার (নির্বাচিত রেঞ্জ)

ফ্ল্যাট 70% ছাড়
এমআরপি ₹1199 থেকে শুরু
স্মার্ট প্রাইস ₹360 থেকে শুরু
কটন বালিশের কভার সহ ডবল বেডশীট

স্মার্ট প্রাইস ₹3999
পান ফ্রি ডাফল ট্রলি ব্যাগ
ক্রুজার হার্ড ট্রলি সেট 2
এমআরপি ~~₹12800~~

এখন খোলা
• মালদা এম কে রোড, 420 মোড়

• শিলিগুড়ি : কসমস মল • স্কাই স্টার বিল্ডিং, সেবক রোড • জলপাইগুড়ি : পিআরএম মার্কেট সিটি, কদমতলা মোড় • দার্জিলিং : রিঙ্ক মল • গ্যাংটক : নামনাং কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স, নামনাং রোড • সিসা গোলাই, লালবাজার, গ্রীনডেল হোটেলের কাছে, পানি হাউস রোড • বালুরঘাট : টাউন ক্লাব গ্রাউন্ডের সামনে • কার্শিয়াং : প্রাজা বিল্ডিং, হিল কার্ট রোড, এইচডিএফসি ব্যাঙ্কের কাছে • ময়নাগুড়ি : নিউ ময়নাগুড়ি স্টেশন রোড • কোচবিহার : সিটি মল, পূর্ব খগড়াবাড়ি, পাওয়ার স্টেশনের কাছে • শিলিগুড়ি : সেবক রোড, আনন্দলোক হাসপাতালের কাছে • দ্বারিকা ডেভেলপার্স, বর্ধমান রোড, হেরিটেজ হাসপাতালের কাছে, সোলুগাড়া, 4র্থ মাইল • সেবক রোড, নর্দান ফ্লাওয়ার মিলসের বিপরীতে • দার্জিলিং : হিমালয়ান থিয়েটার, ছোট কাকঝোরা • গ্যাংটক : বাজরা ওয়ার্ল্ড • রায়গঞ্জ : মার্কেট সিটি মল, এন এস রোড, আশা টকিজের কাছে • জয়গাঁও : দুর্গা হৃদয় মেগা মল, এন এস রোড • কোচবিহার : নৃপেন্দ্র নারায়ণ রোড, এসিডিসি ক্লাবের বিপরীতে

10% INSTANT DISCOUNT* SBI card
*Min. Trxn.: ₹3,000; Max. Discount: ₹500 per Credit Card; Validity: 30 Apr - 04 May 2025. T&C Apply.

অফার এছাড়াও উপলব্ধ
fresh Signature. SMART SUPERSTORE

নিয়ম এবং শর্তাবলী প্রযোজ্য। স্টক থাকা পর্যন্ত অফারটি বৈধ।সমস্ত অফার কোনোরূপ বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই পরিবর্তন সাপেক্ষে। পণ্যসমূহের প্রদর্শিত ছবি / চিত্র কেবলমাত্র নিদর্শনস্বরূপ প্রদত্ত। হোমওয়্যার এবং অ্যাপারেলস্ উপরে অফারগুলি কেবলমাত্র স্মার্ট বাজার এবং স্মার্ট সুপারস্টোর-এ বৈধ।সমস্ত পণ্যের এমআরপি সমস্ত কর সহ। ডিসকাউন্ট পার্সেন্টেজ অফার মূল্যের নিকটতম পার্সেন্টেজের রাউন্ডেড অফ। সমস্ত অফার 4ই মে 2025 তারিখ পর্যন্ত বৈধ। সমস্ত বিরোধ বা বিতর্ক মুম্বই আদালতের এক্তিয়ারের অধীন।

SMART BAZAAR

প্রতিবাদে র‍্যালি

বীরপাড়া, ২৯ এপ্রিল : কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদী হানার প্রতিবাদে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বীরপাড়ায় র‍্যালি করল বীরপাড়া মুসলিম সোসাইটি। এলাকার মসজিদ কমিটিগুলি সংগঠনটি গড়েছে। এদিন তাঁরা পুরানো বাসস্ট্যান্ড চত্বরে মোমবাতি জ্বালিয়ে মৌনমিছিল করে নিহতদের আত্মার শান্তি কামনা করেন। সংগঠনের এক সদস্য হাকিম খান বলেন, 'ভারতীয় মুসলিমরা ওই সন্ত্রাসবাদী হানার তীব্র বিরোধী। ঘটনার পর থেকে আমাদের বাঁকা কথা শুনতে হচ্ছে। কিন্তু আমরা আমরা ওই ঘটনার বদলা চাই।

কর্মখালি

উত্তরবঙ্গ সংবাদ চাইছে

শিলিগুড়ি অফিসের জন্য সাব-এডিটর এবং ডিটিপি অপারেটর

সাব-এডিটর

ন্যূনতম যোগ্যতা : স্নাতক। বর্তমান জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক বিষয়ে সচেতন, সাবলীল বাংলা লেখার দক্ষতা, ইংরেজি থেকে বাংলায় অনুবাদ করার ক্ষমতা, কম্পিউটারে পারদর্শিতা। পূর্ব অভিজ্ঞতা বাঞ্ছনীয় হলেও আবশ্যিক নয়। অনভিজ্ঞ প্রার্থীদের শিক্ষানবিশ হিসেবে গণ্য করা হবে। কর্মদক্ষ অবসরপ্রাপ্তরাও আবেদন করতে পারেন।

ডিটিপি অপারেটর

ইনডিজাইনে কাজের অভিজ্ঞতা থাকা আবশ্যিক। ফোটোশপ এবং কোরেল ড্র জানা থাকলে তা অতিরিক্ত যোগ্যতা হিসেবে গণ্য হবে।

উভয় ক্ষেত্রে কর্মস্থল : শিলিগুড়ি
কাজের সময় : বিকেল তিনটে থেকে রাত এগারোটা।

যোগ্য ও আগ্রহী প্রার্থীরা ৬ মে, ২০২৫-এর মধ্যে আবেদন করুন।

ubs.torchbearer@gmail.com

মার্কিন চলচ্চিত্রে উৎসবে তিব্বতের গণ অভ্যুত্থান

সেরার শিরোপা কার্সিয়াংয়ের ছেলের

ব-এ বিনোদন

শিলিগুড়ি, ২৯ এপ্রিল : সালটা ১৯৫৯। তিব্বতের স্বাধীনতার পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন চতুর্দশ দলাই লামা। চিনের পিপলস লিবারেশন আর্মি (পিএলএ) তাঁকে গ্রেপ্তার করতে উদ্যত হয়। কিন্তু তিব্বতি জনগণ তা হতে দেননি। শুরু হয় প্রতিবাদ। প্রতিবাদ চলাকালীন পিএলএ দমনপীড়ন নীতি অবলম্বন করে। দলাই লামা শেষ পর্যন্ত প্রাণ বাঁচিয়ে ভারতে চলে আসতে সক্ষম হলেও হাজারো তিব্বতি মানুষের প্রাণ চলে যায়। ইতিহাসে এই ঘটনা তিব্বত গণঅভ্যুত্থান হিসেবে পরিচিত। এই অভ্যুত্থানের কাহিনী এবার ক্যামেরায় তুলে ধরলেন কার্সিয়াংয়ের ছেলে শেমপেন খিমসার।

আমেরিকায় সতীর্থদের সঙ্গে কার্সিয়াংয়ের শেমপেন খিমসার (মাঝে)।

সম্প্রতি তাঁর ছবি 'ফোর রিভার্স, সিক্স রেঞ্জেস' আমেরিকার লোয়ায় আয়োজিত জুলিয়ান ডুবুকুই আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে ফিচার ফিল্ম ক্যাটিগোরিতে সংগীতের জন্য সেরা নির্বাচিত হয়েছে। খিমসার নিজেই ছবির সংগীত পরিচালক। চলতি মাসের ২১ তারিখ থেকে শুরু হওয়া এই চলচ্চিত্র উৎসবের সমাপ্তি ঘটেছে গত রবিবার। সেদিনই খিমসারের হাতে সেরার শিরোপাটি উঠেছে।

খিমসার তিব্বতের গণ অভ্যুত্থানের কাহিনী বেছে নেওয়ার নেপথ্যে রয়েছেন তাঁর দাদু। তিনি জানান, তাঁর দাদু গণ অভ্যুত্থানে অংশ নিয়েছিলেন। পরে তাঁর পরিবার দার্জিলিংয়ে এসে বসবাস শুরু করে। পরিচালক তাঁর দাদুর থেকে, পরে পরিবারের অন্য সদস্যদের থেকেও অভ্যুত্থানের নানা কাহিনী শুনেছেন। খিমসার তাঁর ছবিতে তিব্বতকে একটি স্বাধীন দেশ হিসেবে উপস্থাপন করেছেন।

চিন সরকার তাঁর ছবির বিষয়বস্তু হজম করতে পারেনি। প্রিমিয়ারের পরেই খিমসারকে 'বিচ্ছিন্নতাবাদ' প্রচারকারী হিসেবে দাগিয়ে দেয় বেজিংয়ের মিডিয়া গ্রুপ চায়না গ্লোবাল টেলিভিশন নেটওয়ার্ক (সিজিটিএন)। তারা গত ফেব্রুয়ারি মাসে একটি বিবৃতিতে জানায়, 'খিমসার তাঁর ফেসবুক অ্যাকাউন্টে ঘোষণা করেছেন যে, ছবিটি চতুর্দশ দলাই লামাকে তাঁর ৯০তম জন্মদিনে উৎসর্গ করা হয়েছে।' পাশাপাশি সিজিটিএন দাবি করে, 'খিমসার তাঁর ছবিতে ঐতিহাসিক বাস্তবতাকে বিকৃত করেছেন। শিজাং এলাকা চীনের অংশ ছিল না এবং কখনও হবেও না।'

এই প্রথম নয়, খিমসারের সিনেমা আগেও বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে এসেছে। তাঁর হিন্দি-নেপালি দ্বিভাষিক ছবি 'ব্রোকেন উইংস' মুক্তি পেয়েছিল ২০২২ সালে। ১৯৮৬ সালের রক্তক্ষয়ী গোর্খাল্যান্ড আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে আবর্তিত হয় এই ছবির কাহিনী। মূলত প্রেমের ছবি হলেও এতে ব্যবহৃত একটি গান নিয়ে তীব্র আপত্তি ওঠে। শেষমেশ কপিরাইট ইস্যুর জেরে আর মুক্তি পায়নি ছবিটি।

তবে এবার খিমসার তাঁর 'ফোর রিভার সিক্স রেঞ্জ' সিনেমাটি নিয়ে বেশ আশাবাদী। এটাকে তিনি নিজের 'কামব্যাক' হিসেবে দেখছেন। কার্সিয়াংয়ে বাড়ি হলেও বছরের বেশিরভাগ সময়টা এখন তিনি আমেরিকায় থাকেন। তাঁর নতুন ছবিটি ইতিমধ্যেই হল্যান্ডের রটেরডামে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শিত হয়েছে।

কর্মখালি

Malda Institute of Education (H.S.) Old Malda need Teacher for Eng. Hist. Geo. Phy. Chem. Bio. & Math. Salary 10K + send CV-Chairman. Mier@gmail.com/M - 97334 33300/ 94345 11270 (M-ED)

●

Wanted R.M.O MBBS Dr. Mob No. - 9734190447 (M-114082)

ড্রাইভার চাই

লোকাল নিবাসী ড্রাইভার চাই। কাজের সময় ১২ ঘণ্টা। বেতন : 18000/- Plus, Whatsapp Resume : 8293041651. (C/116240)

Require

Require, One Experienced, Multilingual, Male/Female Sales Executive/Manager for Real Estate Field and One Junior Advocate with knowledge/experience of handling all kinds of documents related to land/property, Send CV at- realofficehr2025@gmail.com

শুভ অক্ষয় তৃতীয়ার মাঙ্গলিক আশীর্বাদ গ্রহণ করুন
ভাগ্য ফেরে সঠিক জ্যোতিষ বিচারে
3 4 5 MAY
জলপাইগুড়ি
হোটেল জেলা প্রিতম
৫ই মে দুপুর ২টো পর্যন্ত
বাকসিদ্ধা জ্যোতিষী
দেবযানী
FOR BOOKING CALL 9830192259

অভিমানে দুই কিশোর ঘর ছাড়া

দেবাশিস দত্ত

পারডুবি, ২৯ এপ্রিল : স্কুলে যেতে না চাওয়ায় মা খানিক বকাবকি করেছিলেন। তাতেই রাগ করে ঘর ছাড়ে দুই কিশোর। আলিপুরদুয়ার জেলার কাঁঠালবাড়ি এলাকা মঙ্গলবার এই ঘটনার সাক্ষী থাকল। এদিন সকালে দুই ছেলে অসীম ব্যাপারী (১০) ও অনির্বাণ ব্যাপারীকে তাদের মা বাসন্তী স্নান করে স্কুলে যেতে বলেন। তবে দুই ভাই স্কুল যেতে রাজি হয়নি। তাতেই রেগে গিয়ে মা দুই ছেলেকে বকাঝকা ও মারধর করেন। তার জেরে অভিমান করে চুপিসারে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায় দুজন। তারা মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের পারডুবিতে এসে পৌঁছোয়। অবশেষে স্থানীয়দের দুই কিশোরকে ঘোরাফেরা করতে দেখে সন্দেহ হয়। পরে তাদের আটক করে পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। ছেলেদের ফিরে পেয়ে কাঁদতে কাঁদতে এদিন বাসন্তী ব্যাপারী বলেন, 'ছেলেরা না বলে এত দূরে চলে আসবে তা বুঝতেই পারিনি। ছেলেদের খুঁজে পেয়েছি, আমি তাতেই খুশি।'

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বাসন্তীর বড় ছেলে অনির্বাণ অষ্টম ও ছোট ছেলে অসীম চতুর্থ শ্রেণিতে পড়ে। বাসন্তী মঙ্গলবার সকালে ছেলেদের স্নান করে স্কুলে যেতে বলেন। দুই ভাই জানায়, তারা স্কুলে যাবে না। তাতেই মা প্রথমে কিছুটা বকেন ও তারপর মারধর করেন। এরপর দুই ভাই অভিমানে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে। পায়ে হেঁটে তাঁরা কোচবিহার জেলার মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের কুশিয়ারবাড়ি, রুইডাঙ্গা হয়ে পারডুবি চলে যায়। পরে দুই কিশোরকে ঘোরাঘুরি করতে দেখে স্থানীয়দের সন্দেহ হয়। তাঁরা দুজনকে আটক করে পারডুবি গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়েও নিয়ে যায়। খবর পেয়ে আসে স্থানীয় সিভিক পুলিশ ও ভিলেজ পুলিশ। দুই কিশোর জানায় ওই গ্রাম পঞ্চায়েতের খাটেরবাড়ি এলাকায় তাদের মামার বাড়ি।

এরপর স্থানীয় পারডুবি উচ্চবিদ্যালয়ের এক শিক্ষক কাঁঠালবাড়ি এলাকার এক শিক্ষকের সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করেন। অন্যদিকে, স্থানীয়রাও কিশোরদের মামাবাড়িতে যোগাযোগের চেষ্টা চালান। সন্ধান পেয়ে বাসন্তী পারডুবিতে আসেন। ছেলেদের ফিরে পাওয়ায় তিনি খুশি।

নেশার জন্য মায়ের ঘরে আগুন ছেলের

সুভাষ বর্মন

শালকুমারহাট, ২৯ এপ্রিল : নেশার টাকা নিয়ে মায়ের সঙ্গে বচসার পরে রাগে মায়ের ঘরে আগুন লাগিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠল ছেলের বিরুদ্ধে। সোমবার রাতে আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের শালকুমার-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের কলাবাড়িয়া গ্রামের এমন ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। খবর পেয়ে রাতেই অভিযুক্ত ছেলে মধুসূদন ছেত্রীকে সোনাপুর ফাঁড়ির পুলিশ গ্রেপ্তার করে। অভিযোগ, মধুসূদন নেশার টাকা জোগাড় করার জন্য গোপনে মা চকমায়া ছেত্রীর কিছু চেরাই কাঠ বিক্রি করে। এজন্য মা তাকে বকাবকি করেন। তার জেরে ছেলে রাতে মায়ের ঘরে আগুন ধরিয়ে দেয়। ফলে বৃদ্ধার একমাত্র টিনের ঘরটি পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়ায় বর্তমানে ষাটোর্ধ্ব মহিলা সহায়সম্বলহীন হয়ে পড়লেন। গোটা ঘটনায় প্রতিবেশীরা হতবাক। সকলেই অভিযুক্তের কড়া শাস্তি চাইছেন। সোনাপুর ফাঁড়ির পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্তকে মঙ্গলবার আদালতে পাঠানো হয়। এর আগেও অভিযুক্ত মধুসূদন মথুরা চা বাগান এলাকায় নেশা করে ঝামেলা করেছিল বলে পুলিশ জানিয়েছে। রাতে অবশ্য দমকলকে খবর দেওয়া হয়নি। প্রতিবেশীরাই আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত মধুসূদন মদ ও গাঁজার নেশায় আসক্ত। সে কোনও কাজ করে না। তার অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে স্ত্রীও বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। কিন্তু ছেলেকে ছাড়তে পারেননি ষাটোর্ধ্ব মা চকমায়া। সোমবার নিজের বাড়িতেই মায়ের সঙ্গে মধুসূদনের ঝামেলা হয়। ঘরের কাজের জন্য চকমায়া কিছু চেরাই করা কাঠ রেখেছিলেন। সেই কাঠই বিক্রি করে নেশা করে ছেলে। সেই নিয়ে মা বকাবকি করতেই রাতে হঠাৎ দাউদাউ করে ওই প্রৌঢ়ার ঘর জ্বলতে থাকে। তিনি কোনওরকমে প্রাণে বাঁচেন। অগ্নিকাণ্ডের সময় ছেলেও নিজের ঘরে শুয়েছিল। চকমায়ার কথায়, 'আমার ছেলেই ঘরে আগুন ধরিয়ে দেয়। নেশা করে সে এরকম করেছে। আমি এখন চাই যে, ওর শাস্তি হোক।'

খবর পেয়ে মঙ্গলবার দুপুরে শালকুমার-২ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সঞ্জয় রাভা চকমায়ার সঙ্গে দেখা করেছেন। তাঁর কথায়, 'গ্রাম পঞ্চায়েত

আগুনে ভস্মীভূত বৃদ্ধার ঘর। শালকুমারহাটের কলাবাড়িয়ায়।

> আমার ছেলেই ঘরে আগুন ধরিয়ে দেয়। নেশা করে সে এরকম করেছে। আমি এখন চাই, ওর শাস্তি হোক।
>
> **– চকমায়া ছেত্রী**
> *ক্ষতিগ্রস্ত প্রৌঢ়া*

থেকে ত্রিপল, বস্ত্র ও কিছু খাদ্যসামগ্রী দেওয়া হল। প্রয়োজন হলে আরও সহযোগিতা করা হবে।' কলাবাড়িয়া গ্রামে তৃণমূলের শালকুমার-২ অঞ্চল সভাপতি মুকুলচন্দ্র বর্মন ওই মহিলার বাড়ির পাশেই থাকেন। তিনি বলেন, 'ওই প্রৌঢ়ার ঘরের অধিকাংশই পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। মধুসূদনকে নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই সমস্যা। কিন্তু এবার নেশার টাকার জন্য মায়ের ঘরে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার বিষয় মেনে নেওয়া যায় না। তাই পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। তা না হলে আগামীদিনে সে গ্রামের আরও অনেকের ক্ষতি করতে পারে।' এদিন অভিযুক্তের শাস্তির দাবিতে সরব হয়েছেন আরেক গ্রামবাসী তসবির আহমেদও। তিনি বলেন, 'বৃদ্ধার ছেলে সবসময় মদ ও গাঁজার নেশা করে। ওর জন্য আমরা অতিষ্ঠ।' ছেলের অনেক অত্যাচারের পরেও চকমায়া ছেলেকে ছাড়তে পারেনি। নিজের সন্তান বলে কথা! ষাটোর্ধ মা নেশার জগত থেকে যাতে সন্তান ফিরে আসে সেই চেষ্টা দীর্ঘদিন ধরেই করছিলেন। কিন্তু তাতে কাজ হয়নি। মাঝেমধ্যেই বিভিন্ন এলাকায় নেশা করে ঝামেলায় পড়ত ছেলে। তবু সব সহ্য করতেন মা।

অ্যাফিডেভিট

আমি ইয়াসমিন বেগম আজ বৃহস্পতিবার ২৪ এপ্রিল ২০২৫ শিলিগুড়ি নোটারি পাবলিকের সামনে অ্যাফিডেভিটের মাধ্যমে জানান দিচ্ছি যে আমার নামের ইংরেজি উচ্চারণ 'YASMEEN BAGUM'।

e-Tender Notice
Office of the Block Dev. Officer,
Manikchak Dev. Block, Malda.
ABRIDGED COPY OF N.I.T No. 03(e)/MDB/2025-26 Dt. 29/04/2025 & 04(e)/MDB/2025-26 Dt. 29/04/2025 (Online e-Tender)
Above mentioned e-Tender for the Construction works are invited by the U/S. Details may be seen in at http://wbtenders.gov.in & all other details will be available from Notice board of the U/S.
Sd/-
Block Dev. Officer
Manikchak Dev. Block, Malda

TENDER NOTICE
The undersigned invites e-Tender vide e-NIT No. 17/ e-Chl -I /PS / 2025-26 Dated - 29.04.2025 for civil / Electrical works / Item procurement.
The details may be obtained from the Office or e-Tender portal www.wbtenders.gov.in
Sd/-
Executive Officer
Chanchal-I Panchayat Samity

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৬৫০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৭০০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯২২০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৯৭৮৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৯৭৯৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

ABRIDGE TENDER NOTICE
Sealed Tenders are hereby invited by the undersigned for 2 nos work as per NIT No-01 & 03/HRP/PS/DD, Dt-24.04.2025.
Last date of submission- 05.05.2025 upto 15.00 PM
Date of opening tender- 07.05.2025 after 15.00 PM & Sealed Tenders are hereby invited by the undersigned for 1 nos work as per NIT No-02/HRP/PS/DD, Dt- 24.04.2025. Last date of submission- 13.05.2025 upto 15.00 PM Date of opening tender-15.05.2025 after 15.00 PM
Sd/-
Block Development Officer
Harirampur Development Block
Dakshin Dinajpur

আজ টিভিতে

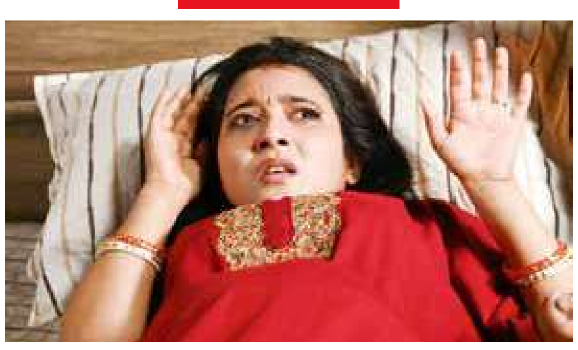

নিজের মানসিক শক্তিতে ভর করে রাই কি পারবে এই যুদ্ধে জয়ী হতে? **মিঠিঝোরা** রাত ১০.১৫ **জি বাংলা**

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৭.০০ দাদার আদেশ, ১০.০০ শিবা, দুপুর ১.০০ চোরে চোরে মাসতুতো ভাই, বিকেল ৪.১৫ গ্রেফতার, সন্ধে ৭.১৫ এমএলএ ফাটাকেষ্ট, রাত ১০.১৫ চ্যালেঞ্জ-টু, ১.০০ মহানগর
জলসা মুভিজ : সকাল ১০.৩০ কর্ণসুবর্ণের গুপ্তধন, দুপুর ১.৩০ সিঁদুরের বন্ধন, বিকেল ৪.৪৫ অচেনা অতিথি, সন্ধে ৭.৪৫ লভ স্টোরি, রাত ১০.৩০ ভিলেন
জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.৩০ অনুতাপ, দুপুর ২.৩০ টক্কর, বিকেল ৫.০০ আশ্রয়, রাত ১.০০ প্রতিঘাত
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ স্বপ্ন নিয়ে
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ মায়ের বন্ধন
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ অবুঝ মন
জি অ্যাকশন : বেলা ১১.১৫ বঙ্গারাজু, দুপুর ২.১৯ কিশন কানহাইয়া, বিকেল ৫.২০ ভূতমামা, সন্ধে ৭.৩০ দবং-টু, রাত ১০.২২ মজাল
অ্যান্ড পিকচার্স এইচডি : বেলা ১১.১৪ ফুকরে রিটার্নস, দুপুর ২.০৭ টয়লেট-এক প্রেম কথা, বিকেল ৫.১০ আইপিসি ৩৭৬, সন্ধে ৭.৩০ সিম্বা, রাত ১০.৩৯ রাবণাসুরা
অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : বেলা ১১.৫৯ পরমাণু, দুপুর ২.১৩ মিসেস চ্যাটার্জি ভার্সেস নরওয়ে, বিকেল ৪.২৬ হোটেল মুম্বই, সন্ধে ৬.৩১ মণিকর্ণিকা : দ্য কুইন অফ ঝাঁসি, রাত ৯.০০ সজনী শিন্ডে কা ভাইরাল ভিডিও
রমেডি নাউ : দুপুর ১.০৫ দ্য ওয়ে, ওয়ে ব্যাক, ২.৪৫ সেন্ট ভিনসেন্ট, সন্ধে ৬.১০ দ্য গোল্ড রাশ, ৭.২৫ দ্য বুক অফ লাইফ, রাত ৯.০০ দ্য রিরাইট

লাখ টাকার লক্ষ্মীলাভ
সন্ধে ৬.০০ **সান বাংলা**

এমএলএ ফাটাকেষ্ট
সন্ধে ৭.১৫ **কালার্স বাংলা সিনেমা**

প্রথম কদম ফুল সন্ধে ৭.৩০ **আকাশ আট**

JALPAIGURI MUNICIPALITY
It is notified that due to certain omission in the audited statement of accounts of Jalpaiguri Municipality for the year 2022-23.we have decided vide resolution no 10 dated 5.03.2025 to rectify the error so noticed . The revised statement of accounts will be made available shortly. Anybody having any objection to the referred revision of accounts may contact the undersigned .
The earlier audited statement is hereby cancelled
SD/-
Chairman
Jalpaiguri Municipality

বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ স্থানে ফর্মেশনের স্থিতিশীলতা
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : জিএমডব্লিউ-০২২০২৫-এমএলজি, তারিখ : ২৫-০৪-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা নিম্নোক্ত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে; কাজের নাম : উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়েতে স্টোন ডাস্ট সরবরাহের মাধ্যমে (পাকুড় এলাকা) বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ স্থানে ফর্মেশনের স্থিতিশীলতা প্রদান করা। টেন্ডার মূল্য : ৪,২৬,৫৫,৬৬৯.৮৮/- টাকা; বায়না মূল্য : ৩,৬৩,৩০০/- টাকা; টেন্ডার নথি ১৬-০৫-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টা পর্যন্ত গ্রহণ করা যেতে পারে এবং খোলা ১৬-০৫-২০২৫ তারিখে ১৫:১৫ টা। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
জিএম (ডব্লিউ), মালিগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

১০০টি এসি এলএইচবি কোচের শৌচাগারের উন্নয়ন
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: ০৩-টয়লেট-আপগ্রেড-কেআইআর-২৫; তারিখ: ২৪-০৪-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা "টু প্যাকেট সিস্টেম"-এ মুক্ত টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। কাজের নাম: কাটিহার ডিভিশনে ১০০টি এসি এলএইচবি কোচের টয়লেটের আপগ্রেডেশন। টেন্ডার মূল্য: ১১,৩০,৭২,৩১৭.৮৩ টাকা; বিড সিকিউরিটি: ৭,১৫,৪০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার ২৩-০৫-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘটিকায় বন্ধ হবে এবং ২৩-০৫-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘটিকায় খোলা হবে। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
সিনি. ডিএমই, কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

দ্য জুট কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড
(ভারত সরকারের একটি উদ্যোগ)
কোচবিহার, আঞ্চলিক কার্যালয়
আর.এন রোড, কোচবিহার, পিন নং-৭৩৬১০১
আইনসংগতভাবে গঠিত পরিচয় নং-ইউ ১৭২৩২ ডব্লিউবি ১৯৭১ জিও আইও২৭৯৫৮
পুরাতন পাট সংভারের নিলাম বিজ্ঞপ্তি
সমস্ত ইচ্ছুক অংশগ্রাহক/নিলামদাতাগণদের পুরাতন পাট সংভার (শিথিল/দড়ি) জেসিআই কোচবিহার আঞ্চলিক কার্যালয় এবং কর্পোরেশনের ওয়েবসাইট www.jutecrop.in-এ-উপলব্ধ বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত শর্তাবলি নির্ভরের মাধ্যমে বিক্রয়ের জন্য আহ্বান করা হচ্ছে।
ইচ্ছুক অংশগ্রাহকদের অনুরোধ করা হচ্ছে, তাদের নিলাম সঙ্গে ইএমডি এবং সমস্ত প্রয়োজনীয় নথিপত্র এবং নিলামের দর (ভিত্তি অর্থমূল্য টাঃ ৯১৭৪-এর উপর) জিসিআই কোচবিহারের আঞ্চলিক কার্যালয়ে ২৩.০৫.২০২৫ তারিখে অথবা এর পূর্বে বিকেল ৫:০০ পর্যন্ত জমা করার জন্য।
জমাপ্রাপ্ত অধ্যাহারটি ২৬.০৫.২০২৫ বিকেল ৪:০০ টা কোচবিহার আঞ্চলিক কার্যালয়ে খোলা হবে। নিম্নে স্বাক্ষরকারীর সমস্ত জমাপ্রাপ্ত টেন্ডারগুলির মধ্যে যে কোনও টেন্ডার গ্রহণ অথবা প্রত্যাখান করার অধিকার রয়েছে, কোনওপ্রকার কারণ আরোপ না করার মাধ্যমে।
আরও বিস্তারিত তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে আমাদের ওয়েবসাইট www.jutecrop.in-এ পরিদর্শন করুন।
আঞ্চলিক কার্যাধীন
জুট কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেডে
কোচবিহার আঞ্চলিক কার্যালয়
CBC 41122/12/0001/2526

পূর্ব রেলওয়ে
ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি
সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, অফিস বিল্ডিং, পোস্ট-ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন-৭৩২১০২ (প.ব.) (অকশন পরিচালনাকারী আধিকারিক) মালদা ডিভিসনের নোনীহাট (এনএনএইচটি), রাজমহল (আরজেএল) রেলওয়ে স্টেশনে পার্কিং লট পরিচালনার জন্য www.ireps.gov.in-এ ই-অকশন ক্যাটালগ আহ্বান করছেন। অকশন ক্যাটালগ নং : ০৫-২০২৫-পার্কিং। অকশন শুরুর তারিখ : ১৪.০৫.২০২৫ বেলা ১১.৪৫ মিনিট। ক্র. নং-১। লট নং : পার্কিং-এমএলডিটি-এনএনএইচটি-এমএক্স-৭৩-২৫-১। স্টেশন : নোনীহাট (এনএনএইচটি)। ক্র. নং-২। লট নং : পার্কিং-এমএলডিটি-আরজেএল-পিসিসিভি-৭৪-২৫-১। স্টেশন : রাজমহল (আরজেএল)। সম্ভাব্য বিডারদের আরও বিস্তারিত জানতে আইআরইপিএস ই-অকশন মডিউল দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে।
(MLD-33/2025-26)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway easternrailwayheadquarter

এক হোয়াটসঅ্যাপেই বিজ্ঞাপন
জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।
আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।
আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।
ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।
হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে
উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : মায়ের শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা। বিতর্কে জড়িয়ে মানসিক শান্তি নষ্ট হতে পারে। বাবার রোগমুক্তিতে স্বস্তিলাভ। **বৃষ :** বিদ্যার্থীরা উচ্চশিক্ষার সুযোগ পাবেন। সামান্য কারণে উত্তেজিত হয়ে শরীর খারাপ হতে পারে। **মিথুন :** দূরের কোনও বন্ধুর সহায়তায় চাকরিক্ষেত্রে উন্নতি। ক্রীড়াজগতের ব্যক্তিরা নতুন সুযোগ পাবেন। **কর্কট :** সারাদিন কর্মব্যস্ততায় কাটবে। সামান্য অলসতায় বড় সুযোগ হাতছাড়া হবে। দাম্পত্যে সমস্যা। **সিংহ :** সংসারের সমস্যা বাইরের কারও কাছে প্রকাশ করবেন না। প্রিয় কোনও ব্যক্তির সঙ্গে সময় কাটিয়ে আনন্দ। **কন্যা :** কর্মক্ষেত্রে কোনও কারণে আইনি পরামর্শ গ্রহণ করতে হতে পারে। অযথা কথা বলে সমস্যায়। শিক্ষার্থীরা সফল হবেন। **তুলা :** শরীর নিয়ে অহেতুক উৎকণ্ঠা। পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে বিবাদের মীমাংসা হতে পারে। চিকিৎসায় সুফল মেলায় স্বস্তি। **বৃশ্চিক :** কর্মক্ষেত্রে সমস্যা তীব্র হতে পারে। কর্মপ্রার্থীরা ভালো খবর পেতে পারেন। দাম্পত্যের সমস্যা কাটবে। কন্যার বিবাহ স্থির হতে পারে। **ধনু :** কোনও শুভ যোগাযোগ। বাড়ি সংস্কারে অধিক ব্যয়। **মকর :** অন্যায়কে সমর্থন করে সমস্যায়। সন্তানের ব্যবহারে মানসিক যন্ত্রণা। **কুম্ভ :** কর্মক্ষেত্রে সাহায্য পাবেন সহকর্মীদের। হঠাৎ কোনও নতুন কাজে যোগ দিতে পারেন। **মীন :** পেটের কারণে গুরুত্বপূর্ণ কাজ বন্ধ রাখতে হতে পারে। বাতের ব্যথা বাড়বে। নিজের সিদ্ধান্তে অটল থাকুন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১৬ বৈশাখ, ১৪৩২, ভাঃ ১০ বৈশাখ, ৩০ এপ্রিল, ২০২৫, ১৬ বহাগ, সংবৎ ৩ বৈশাখ সুদি, ১ জেল্কদ। সূঃ উঃ ৫।৯, অঃ ৬।০। বুধবার, তৃতীয়া সন্ধ্যা ৬।১২। রোহিণীনক্ষত্র রাত্রি ৮।১৯। শোভনযোগ দিবা ৩।৪৯। তৈতিলকরণ দিবা ৭।১৮ গতে গরকরণ সন্ধ্যা ৬।১২ গতে বনিজকরণ। জন্মে- বৃষরাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী রবির ও বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা, রাত্রি ৮।১৯ গতে দেবগণ বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা। মৃতে- দোষ নাই। যোগিনী- অগ্নিকোণে, সন্ধ্যা ৬।১২ গতে নৈরৃঋতে। কালবেলাদি ৮।২২ গতে ৯।৫৮ মধ্যে ও ১১।৩৫ গতে ১।১১ মধ্যে। কালরাত্রি ২।২২ গতে ৩।৪৬ মধ্যে। যাত্রা- শুভ উত্তরে দক্ষিণে ও পশ্চিমে নিষেধ, দিবা ২।৩৬ গতে অগ্নিকোণে ঈশানেও নিষেধ, সন্ধে ৬।১২ গতে মাত্র উত্তরে দক্ষিণে ও পশ্চিমে নিষেধ, রাত্রি ৮।১৯ গতে যাত্রা নাই। শুভকর্ম- দীক্ষা, দিবা ৩।৪৯ মধ্যে গাত্রহরিদ্রা অব্যূঢ়ান্ন দ্বিরাগমন সাধভক্ষণ নামকরণ নিষ্ক্রমণ অন্নপ্রাশন চূড়াকরণ গৃহারম্ভ দেবগৃহারম্ভ গৃহপ্রবেশ দেবগৃহপ্রবেশ নববস্ত্রপরিধান নবশয্যাসনাদ্যুপভোগ পুংরত্নধারণ জলাশয়ারম্ভ জলাশয়প্রতিষ্ঠা দেবতাগঠন দেবতাপ্রতিষ্ঠা বিষ্ণুপ্রতিষ্ঠা শিবপ্রতিষ্ঠা বৃক্ষপ্রতিষ্ঠা বিপণ্যারম্ভ পুণ্যাহ গ্রহপূজা শান্তিস্বস্ত্যয়ন হলপ্রবাহ বীজবপন বৃক্ষাদিরোপণ ধান্যরোপণ ধান্যস্থাপন ধান্যবৃদ্ধিদান নবান্ন যবশ্রাদ্ধ কারখানারম্ভ কুমারীনাসিকাবেধ বাহনক্রয়বিক্রয় কম্পিউটার নির্মাণ ও চালন। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- তৃতীয়ার একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ – দিবা ৬।৪৪ মধ্যেও ৯।২১ গতে ১১।৬ মধ্যে ও ৩।২৮ গতে ৫।১১ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।৪৯ গতে ৯।০ মধ্যে ১।২১ গতে ৫।৯ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ১।৪৪ গতে ৩।২৮ মধ্যে এবং রাত্রি ৯।০ গতে ১০।২৭ মধ্যে।

সতর্কীকরণ : উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সত্যতা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

বধূ নির্যাতনের অভিযোগ থানায়

বুনিয়াদপুর, ২৯ এপ্রিল : স্বামী, শ্বশুর, শাশুড়ি, ননদ সহ আত্মীয়দের বিরুদ্ধে উঠল বধূ নির্যাতনের অভিযোগ। ঘটনা গঙ্গারামপুর জাহাঙ্গিরপুরের। বধূ নির্যাতনের অভিযোগ তুলেছেন ২৪ বছরের শাবানা পারভিন। গৃহবধূর বাবার বাড়ি বংশীহারী থানার চামারডাঙ্গা গ্রামে। সোমবার তিনি বংশীহারী থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

ছয় বছর আগে শাবানার সঙ্গে বিয়ে হয় মাইনুর মিয়াঁর। বিয়েতে পণ হিসেবে দেওয়া হয় নগদ তিন লক্ষ টাকা, দুই ভরি সোনা ও আসবাব। দম্পতি এক কন্যাসন্তানের জন্ম দেন। সন্তানের জন্মের পর থেকে শুরু হয় অত্যাচার। বাবার বাড়ি থেকে আরও এক লক্ষ টাকা আনার জন্য শাবানাকে চাপ দিতে থাকে। বাবার অসামর্থ্যের কথা বললে অত্যাচারের মাত্রা বাড়তে থাকে।

বুনিয়াদপুর

পরে এ নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে আপস-মীমাংসাও হয়। পরবর্তীতে পুনরায় গৃহবধূ দ্বিতীয় কন্যাসন্তানের মা হন। তারপর থেকেই গৃহবধূর উপর অত্যাচারের মাত্রা চরমে ওঠে। ২৭ জানুয়ারি অত্যাচারের প্রতিবাদ করতে গেলে গৃহবধূকে চড়-ঘুসি মারতে থাকে। অভিযোগ, স্বামী সহ পরিবারের সকলে মিলে ফাঁস লাগিয়ে শাবানাকে খুন করার চেষ্টা করে। প্রাণভয়ে কোনওরকমে বাড়ির বাইরে চলে আসেন গৃহবধূ। দুই কন্যাসন্তানকে শ্বশুরবাড়ি থেকে বের করে দেওয়া হয়। নিরুপায় হয়ে মেয়েদের নিয়ে বাবার বাড়ি চলে আসেন গৃহবধূ শাবানা। বিবাদ মিটিয়ে নেবার চেষ্টা করে গৃহবধূর বাবার বাড়ির লোকজন। গত রবিবার কন্যাসন্তানদের নিয়ে পুনরায় স্বামীর বাড়ি গেলে তাঁকে মারধর করে বাড়ি থেকে বের করে দেয় বলে অভিযোগ। বাধ্য হয়ে সোমবার সুবিচারের আশায় থানার দ্বারস্থ হন গৃহবধূ। বংশীহারী থানার আইসি অসীম গোপ জানিয়েছেন, 'অভিযোগ পেয়েছি। তদন্ত চলছে। অভিযুক্তদের শনাক্ত করে খুব শীঘ্রই তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

নাবালিকাকে যৌন নিগ্রহে ধৃত তরুণ

লালগোলা, ২৯ এপ্রিল : এক তরুণের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠল নাবালিকাকে আম খাওয়ানোর লোভ দেখিয়ে যৌন নিগ্রহের। ঘটনাটি ঘটে মুর্শিদাবাদের একটি শহরে। পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তরুণকে গ্রেপ্তার করেছে। পকসো আইনে মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

দিন দুয়েক আগে লালগোলার একটি গ্রামের আট বছরের ওই নাবালিকা বাড়ির সামনে অন্য বাচ্চাদের সঙ্গে খেলছিল। অভিযুক্ত তরুণ নাবালিকাকে আম খাওয়ানোর টোপ দিয়ে ঘরে নিয়ে গিয়ে যৌন নিগ্রহ করে। ঘটনার দিন বাড়ি ফিরে সে কিছু বলেনি। পরের দিন থেকে তার আচার-আচরণে অস্বাভাবিকতা লক্ষ্য করে পরিবার। মায়ের সন্দেহ হয়। মেয়ে তখন মাকে সব কিছু খুলে বলে। নির্যাতিতার মা থানায় অভিযোগ দায়ের করেন।

নাবালিকার মা বলেন, 'ঘটনার পর থেকেই মেয়ে বাইরে বেরোতে চাইছিল না। কেমন সিঁটিয়ে গিয়েছিল। দুপুরে মেয়ে চাপাচাপি করলে ও পরে সমস্ত ঘটনা খুলে জানায়। মেয়ের এতবড় সর্বনাশ করেছে তার চরম শাস্তি চাই। পুলিশ কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করুক।' ধৃতকে লালবাগ মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক তাকে জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।

জারুলের ছায়ায়...। মঙ্গলবার বালুরঘাটের গোবিন্দপুরে। - মাজিদুর সরদার

পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ হয়ে ভারতে পাচার

জাল টাকার কারবারে জেহাদি-যোগের সন্দেহ

বিশ্বজিৎ সরকার

রায়গঞ্জ, ২৯ এপ্রিল : পাঁচশো টাকার পর সম্প্রতি উদ্ধার হয়েছে ২০০ টাকার জাল নোট, আর তাতে পাওয়া যাচ্ছে জেহাদি-যোগ। সম্প্রতি জাল টাকা পাচারে ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে গোয়েন্দারা জানতে পেরেছে, পাকিস্তানের করাচি থেকে বাংলাদেশের কক্সবাজারে ঢুকছে ভারতীয় জাল নোট। সেই টাকা চলে যাচ্ছে ঢাকাতে এরপর যমুনা, ময়মনসিংহ, নাটোর সর্বশেষ রাজশাহী পৌঁছে যাচ্ছে। রাজশাহীর বাগমারা এলাকায় রয়েছে জাল নোটের হাব। আর সেখান থেকে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত টপকে ভারতে প্রবেশ করছে জাল নোট। আর এ থেকেই জাল নোট পাচারের সঙ্গে জেহাদি-যোগ পাচ্ছে গোয়েন্দারা।

গোয়েন্দা সূত্রে আরও খবর, মালদার মতো উত্তর দিনাজপুর জেলার বাংলাদেশ সীমান্তে সক্রিয় ওই জাল নোট পাচার সিন্ডিকেট।

গোয়েন্দারা আরও জানাচ্ছেন, জঙ্গি সংগঠনগুলি জাল নোট ছড়াতে এপারের গ্রামীণ দোকানের হালখাতা, মেলা আর হাট, বাজারকে

রায়গঞ্জ

টার্গেট করেছে। সম্প্রতি জাল নোট সহ তিনজন গ্রেপ্তার হওয়ার পর এমন তথ্য পেয়েছে গোয়েন্দারা।

গোয়েন্দাদের সন্দেহ, সংশ্লিষ্ট সিন্ডিকেটের সঙ্গে সংস্রব রয়েছে পাক গুপ্তচর সংস্থা আইএসআইয়ের মদতপুষ্ট ডি-কোম্পানির। যারা বাংলাদেশের লালমণিরহাটে স্ট্যাকইয়ার্ড চালু করেছে।

সম্প্রতি গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে এসটিএফের আধিকারিক উত্তম শর্মার নেতৃত্বে পানিশালা এলাকা থেকে এক মহিলা সহ তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতদের কাছ থেকে ৮০ হাজার ৫০০ টাকার নোট জাল নোট উদ্ধার হয়েছে। ধৃতদের প্রত্যেকের বাড়ি মালদা জেলার বৈষ্ণবনগর থানার আবদুলপুর সংলগ্ন মোহনপুর গ্রামে। গোয়েন্দাদের আরও দাবি, চোরাপথে মালদা, মুর্শিদাবাদ হয়ে উত্তর দিনাজপুর জেলায় জাল নোট ঢোকানোর চেষ্টা চালান হচ্ছে। পুলিশের একটি সূত্রে জানা গিয়েছে, উত্তর দিনাজপুর জেলার বিভিন্ন বাজার ও সংলগ্ন এলাকায় জাল নোট কারবারিদের গতিবিধির উপর নজরদারি বাড়িয়েছে এসটিএফ ও গোয়েন্দা পুলিশ।

যথেচ্ছ বালি তোলায় ক্ষতির মুখে সেতু

রূপক সরকার

বালুরঘাট, ২৯ এপ্রিল : বালুরঘাট ব্লকের চিঙ্গিশপুরে শিয়ালা কিসমত রামকৃষ্ণপুর ব্রিজ সংলগ্ন এলাকা থেকে দেদার বালি তোলা হচ্ছে। শুধুমাত্র ব্রিজ নয়, ওই এলাকার একটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের পাশ থেকেও বালি তোলা হচ্ছে। যার ফলে চলাচলের একমাত্র ব্রিজ ও আইসিডিএস সেন্টার ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এনিয়ে সরব হয়েছে স্থানীয় বাসিন্দারা। আগেও বিভিন্ন দপ্তরে বিষয়টি জানানো হয়েছিল। পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস প্রশাসনের।

জানা গিয়েছে, চিঙ্গিশপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কিসমত রামকৃষ্ণপুর এলাকায় রয়েছে ঘাগর খাঁড়ি। ২০১৩ সালে তৎকালীন পূর্তমন্ত্রী শংকর চক্রবর্তীর উদ্যোগে ওই

খাঁড়ির উপর কংক্রিটের সেতু তৈরি করা হয়। আপাতত যেভাবে খাঁড়ি সংলগ্ন এলাকা থেকে মাটি ও বালি তোলা হচ্ছে সেই জায়গা থেকে আগামীদিনে সেতুটিও ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। পাশাপাশি খাঁড়ির পাশে শ্মশান রয়েছে, তাও তলিয়ে যেতে পারে। ওই এলাকায় থাকা একটি আইসিডিএস কেন্দ্রের পাশে বালি তোলার ফলে যেকোনও সময় ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে ভবনটি, দাবি স্থানীয়দের। এলাকাবাসীদের দাবি, অবিলম্বে মাটি ও বালি কাটা বন্ধ করা হোক।

শুধু মাত্র অবৈধভাবে বালি তোলা নয়, চিঙ্গিশপুরের বিভিন্ন এলাকায় অবৈধভাবে বালি মজুত করে রাখা হয়েছে। এবিষয়ে স্থানীয় বাসিন্দা গৌতম বর্মন বলেন, 'ব্রিজ ও আইসিডিএস সেন্টারের পাশে বালি তোলা হচ্ছে। এতে আগামীদিনে ওই সমস্ত এলাকা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। যেটা করলে ভালো হয় সে আবেদন প্রশাসনের কাছে জানাচ্ছি।' অবশ্য চিঙ্গিশপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান রঞ্জন মাহাতোর বক্তব্য, 'এনিয়ে পঞ্চায়েতে কেউ অভিযোগ করেনি। অভিযোগ করলে ভূমি রাজস্ব দপ্তরে বিষয়টি আমরা জানাব। পাশাপাশি বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে।' অন্যদিকে, এবিষয়ে বিএলআরও রণেন্দ্রনাথ মণ্ডল বলেন, 'খোঁজখবর নিচ্ছি। পাশাপাশি পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

লরি-বাইকের সংঘর্ষে মৃত্যু

কালিয়াচক, ২৯ এপ্রিল : লরি ও বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক তরুণের। মঙ্গলবার এই ঘটনাকে ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় বালিয়াডাঙ্গা, গোলাপগঞ্জ রাজ্য সড়কের শেরশাহি এলাকায়। মৃতের নাম আবদুল রহিম (৩৫)। বাড়ি কালিয়াচকের গোলাপগঞ্জ পঞ্চায়েতের ষাড়দাহ গ্রামে। ঘাতক লরিটিকে আটক করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে কালিয়াচক থানার পুলিশ।

এদিন রাজ্য সড়কে কালিয়াচক থেকে গোলাপগঞ্জগামী একটি লরি, মোটরবাইক ও একটি টোটোতে ধাক্কা মেরে পালিয়ে যায়। ঘটনাস্থলে টোটোর তিনজন যাত্রী এবং একজন বাইকচালক আহত হন। সকলকে উদ্ধার করে স্থানীয় সিলামপুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। যদিও প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁদের ছেড়ে দেওয়া হয়। বাইকচালকের অবস্থা আশঙ্কাজনক থাকায় তাঁকে মালদা মেডিকেলে রেফার করে দেওয়া হয়। কিন্তু সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আবদুলের মৃত্যু হয়।

নিম্নমানের কাজ, ঠিকাদারকে ধমক

পুরাতন মালদা, ২৯ এপ্রিল : রাস্তার কাজের শিলান্যাসে গিয়ে নিম্নমানের সামগ্রী দেখে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন মালদা বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক গোপালচন্দ্র সাহা। মঙ্গলবার দুপুরে পুরাতন মালদা ব্লকের সাহাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের রশিলাদহ বিবেকানন্দ স্কুল সংলগ্ন মোড়ে পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৫৬ মিটার কংক্রিট ঢালাই রাস্তার শিলান্যাস অনুষ্ঠানে এই ঘটনা ঘটে। এদিন শিলান্যাসের জন্যে আমন্ত্রিত ছিলেন বিধায়ক গোপালচন্দ্র সাহা। সঙ্গে ছিলেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রুম্পা রাজবংশী সরকারও। কিন্তু কাজ শুরুর আগে সামগ্রীর পরীক্ষা করতে গিয়ে বিধায়ক নিম্নমানের ধুস বালি দেখতে পান। ক্ষুব্ধ বিধায়ক ঠিকাদার বিশ্বনাথ মাইতিকে ডেকে ধমক দেন। পরে কাজের মান উন্নত করার নির্দেশ দেন বিধায়ক।

বিধায়ক গোপালচন্দ্র সাহা জানান, 'রাস্তার কাজের সূচনা হচ্ছিল, আমি আমন্ত্রিত ছিলাম। ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখি নিম্নমানের ধুস বালি দিয়ে কাজ হচ্ছে। প্রতিবাদ করলে ঠিকাদার তেতে ওঠে। যে কারণে আমি এ কাজের প্রতিবাদে সরব হয়েছি। ব্লক প্রশাসন কিছুই দেখে না। প্রশাসন ও ঠিকাদারের যোগসাজশে নিম্নমানের কাজ হচ্ছে।'

বিধায়কের অভিযোগের জেরে ঠিকাদারের সঙ্গে তাঁর বচসা বাধে। পরে অবশ্য ঠিকাদার উন্নতমানের বালি এনে কাজ শুরু করেন। ঠিকাদার বিশ্বনাথ মাইতির দাবি, 'এটি উন্নতমানের সামগ্রী ছিল। কিন্তু বিধায়কের বলাতে আমরা বালি পরিবর্তন করে কাজ শুরু করেছি।'

এবিষয়ে পুরাতন মালদার বিডিও সেঁজুতি পাল মাইতি বলেন, 'রাস্তার কাজ নিয়ে সমস্যা হয়েছিল, ব্লকের ইঞ্জিনিয়াররা গিয়ে সমস্যা মিটিয়েছেন। তবে আমার কাছে লিখিত কোনও অভিযোগ আসেনি।'

HONDA
The Power of Dreams | How we move you.
CREATE ▸ TRANSCEND, AUGMENT

ACTIVA
110CC & 125CC

3 YEAR FREE SERVICE MAINTENANCE PACKAGE
WORTH ₹5500/-*

CASHBACK OF 5%
UP TO ₹5000/-#

LOW ROI
@7.99%**

Honda RoadSync App
Smart Coloured TFT with 3 Modes
Smart Key Technology

Happy
Akshaya Tritiya

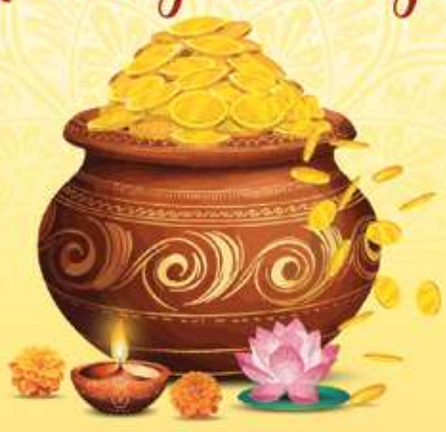

Activa Limited Period Special Price ₹80990/-^

IDFC FIRST Bank CREDIT CARD

Terms and Conditions apply. **Approval of the loan is at the sole discretion of the financiers, and additional documentation may be required. **The interest rates, down payment, and tenure options are based on the financier's assessment of the applicant's credit profile. **The offers/features may be modified or withdrawn at any time without prior intimation. #Cashback Offer available on selected models for EMI transactions made using IDFC FIRST Bank credit cards through Pine Labs machines only. #Customers can avail 5% Instant cashback, up to a maximum of ₹ 5000. #Valid on one transaction per card/order during the offer period. #The scheme is available in selected outlets only. *3 Years Free Service Maintenance Package is available only on Deluxe variant of Activa 110 and Activa 125. *For detailed Terms and Conditions of the 3-Year Free Service Maintenance Package worth ₹ 5500, kindly contact authorised main dealers and associate dealers. ^Above scheme can be withdrawn at any time without prior intimation. All offers are valid until 30th April 2025. ^Limited period special price is for Activa 110cc Std OBD2B variant in West Bengal State, for details on limited period special price kindly contact authorized main dealer and associate dealers. The features shown in the creative may not be available in all variants. Product shown in the picture may vary from actual product available in the market. Accessories shown in the picture are not part of standard equipment.

Honda Motorcycle & Scooter India Pvt. Ltd., Registered Office: Plot No. 1 , Sector - 03, IMT Manesar, Distt. Gurugram, (Haryana) – 122050, India; **Website:** www.honda2wheelersindia.com; **Customer Care:** customercare@honda.hmsi.in

Honda Exclusive Authorized Dealerships: SILIGURI: Kaysons Honda (Sevoke Road) - 9800026026, 8145601235, 8145601236; Shree Shanti Honda (Burdwan Road) - 9144411170, 9144411171; Sona Wheels Honda (Shiv Mandir) - 7070709427, 7602757799; **ETHELBARI:** Shree Honda - 9333331093; **JALPAIGURI:** Ratna Automobiles - 9434199165; **MALBAZAR:** Gitanjali Automotives - 8637345924; **MAYNAGURI:** Binaa Automobiles - 7384289555, 9832461613; **HASIMARA:** Manoj Auto Service - 8101112777; **ISLAMPUR:** Sunny Sanitary Mart - 973315651, 9775991084; **HALDIBARI:** Rajib Automobiles - 8016426165; **NAXALBARI:** Sunil Motors - 9933829999; **MALDA:** Narayani Honda - 9733089898, 9733006339; Mehi Honda - 9593555111, 9734164466; **RAIGANJ:** Mira Honda - (03523)-253474, 9749059763; **DALKHOLA:** Sarala Honda - 9153038380; **KALIYAGANJ:** Shyamali Honda - 9800418203, 8016296782; **PAKUA:** Laxmi Honda - 8016444505; **RATUA:** Paresh Honda - 9382757248; **SAMSI:** Puja Honda - 9635292872; **BALURGHAT:** G.D. Honda - 7602831918, 8900776111; **CHANCHOL:** Santosh Honda - 9933479841; **COOCH BEHAR:** Debnath Honda - 9800505897, 9733530202; Maa Mahalaxmi Honda - 8116058201, 9832778168; Aman honda - 9679285012, 9832457812; Dishan Honda - 7479012072, 9614560006; **HARISHCHANDRAPUR:** Raj Honda - 9851647224; **KALIACHAK:** M.A. Honda - 9733140140; **KUSHMANDI:** Paul Honda - 9733015894, 9434325197; **BUNIADPUR:** SA Honda - 7980943436; **MANIKCHAK:** Shrikanta Honda - 8637526361; **ALIPURDUAR:** Kaysons Honda - 9800089052, 9800087468; **BAROBISHA:** Shila Honda - 8918005224,7001163030; **DHUPGURI:** Shreyansh Honda - 9635889131, 7365037979; **FALAKATA:** Dooars Honda - 9083279221, 8927232998; **KRANTI:** Balaji Honda - 7363917008.

For Bulk/Institutional enquiries, please write us at: institutionalsales@honda.hmsi.in

টুকরো খবর

বুড়িমায়ের পুজো

বুনিয়াদপুর, ২৯ এপ্রিল : বুনিয়াদপুরে সোমবার সকাল থেকে বুড়িমায়ের পুজো ঘিরে চরম উন্মাদনা লক্ষ করা গেছে। পুরসভার ২ নং ওয়ার্ডে বড়াইল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাশে বুড়িমায়ের মন্দিরে এই পুজোর চল বহু প্রাচীন।

চণ্ডীরূপে চার হাতে বুড়িমা সিংহের ওপর বসে দুই পাশের লক্ষ্মী ও সরস্বতীকে নিয়ে নিজস্ব মন্দিরে পূজিত হন। দেড় বিঘা জমি নিয়ে একসময় মাটির ঘরে বুড়িমায়ের পুজো হত। ২০০৩ সাল থেকে পাকা মন্দিরে পুজো হয়ে আসছে।

স্কুলে নতুন ভবন

রায়গঞ্জ, ২৯ এপ্রিল : রায়গঞ্জ ব্লকের পূর্ব সার্কেলের পূর্ব গোয়ালপাড়া জিএসএফপি স্কুলের আধুনিক মানের নবনির্মিত ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন হল সোমবার। ৫৪ লক্ষ ৭১ হাজার টাকা ব্যয়ে নির্মিত ভবনে রয়েছে ডিজিটাল ক্লাসরুম, বিজ্ঞান ল্যাবরেটরি, লাইব্রেরি, ডাইনিং হল, কিচেন এবং গার্লস ও বয়েস টয়লেট। সোমবার ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন করেন অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক সুদাস সাধু। উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষিকা মাধুরি পাল সহ অন্যরা।

হনুমানপুজো

গঙ্গারামপুর, ২৯ এপ্রিল : প্রতি বছরের মত এবছরও ধুমধাম সহকারে হনুমান পুজোয় মাতলেন সাহাপাড়ার বাসিন্দারা। গঙ্গারামপুরের শহরের মন্দিরগুলির মধ্যে অন্যতম ৭ নম্বর ওয়ার্ডের সাহাপাড়ার হনুমান মন্দির। প্রতি বছর বৈশাখ মাসে ধুমধাম সহকারে বার্ষিক পুজো করা হয়। মঙ্গলবার হনুমানপুজো ঘিরে ভক্তদের ভিড় ছিল যথেষ্ট। পুজো দিতে মন্দিরে হাজির হন পুরপ্রধান প্রশান্ত মিত্র।

সম্মেলন

ফরাক্কা, ২৯ এপ্রিল : অক্ষয় তৃতীয়া উপলক্ষ্যে ভারত সেবাশ্রম সংঘ ফরাক্কা শাখার তরফে শুরু হয়েছে ৫৪ তম বার্ষিক মহোৎসব ও হিন্দুধর্ম শিক্ষা সংস্কৃতি সম্মেলন। ২৮ তারিখ থেকে শুরু হয়ে তিনদিন অনুষ্ঠান চলবে। সোমবার সকালে একটি শোভাযাত্রা বের হয়। উপস্থিত ছিলেন প্রণবানন্দ বিদ্যাপীঠের ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও সাধুরা।

প্রশিক্ষণ

পতিরাম, ২৯ এপ্রিল : বালুরঘাট ব্লকের গোপালবাটীতে তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে সোমবার ভুয়ো ভোটার চিহ্নিতকরণ বিষয়ক কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হল। বিইআরএস দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতা ও স্থানীয় জেলা পরিষদ সদস্য অশোক কৃষ্ণ কুজুরের নেতৃত্বে এই কর্মসূচিতে তৃণমূল কর্মীদের নিয়ে বৈঠক ও প্রশিক্ষণ সেশন আয়োজন করা হয়।

জয়ী তৃণমূল

গাজোল, ২৯ এপ্রিল : বিনা নির্বাচনে জোত ভৈরব কৃষি উন্নয়ন সমিতির পরিচালন সমিতির দখল নিল তৃণমূল। এদিন বিকেলে বিজয়ী প্রার্থীদের নিয়ে বিজয় উল্লাস করেন এলাকার তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা। মোট ন'টি আসনের মধ্যে সাতটি আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করেছে তৃণমূল কংগ্রেস।বাকি দুটি আসনে জিতেছে বিজেপি।

আঁচল কর্মসূচি

কুমারগঞ্জ, ২৯ এপ্রিল : কুমারগঞ্জ ব্লকের বটুন অঞ্চলে মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে সোমবার 'অঞ্চলে আঁচল' কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হল। উপস্থিত ছিলেন কুমারগঞ্জ বিধানসভার বিধায়ক তোরাফ হোসেন মণ্ডল, জেলা পরিষদের সদস্য রিয়াজুল মণ্ডল প্রমুখ।

বৃষ্টি মাথায় বাড়ি ফেরা... । মঙ্গলবার গঙ্গারামপুরে। - চয়ন হোড়

গবেষণা ও তথ্যচিত্র তৈরির উদ্যোগ

ইংল্যান্ডে উপস্থাপনের আগে খনের কর্মশালা

সৌরভ রায়

কুশমণ্ডি, ২৯ এপ্রিল : এবার ইংল্যান্ডের ইস্ট এংলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে সরাসরি উপস্থাপন হবে খন পালাগান। সেই কাজ সম্পন্ন করতে সোমবার একদিনের কর্মশালা ও আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হল কুশমণ্ডির খন অ্যাকাডেমি অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টারে।

উপস্থিত ছিলেন ওই সংস্থার ডিরেক্টর তথা সামসী কলেজের অধ্যাপক সুদেব রায়, মেদিনীপুরের বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক তথা লোকসংস্কৃতি গবেষক ইন্দ্রনীল আচার্য এবং লোকনাট্য গবেষক রুমি চৌধুরী। খন পালাগানের অতীত ইতিহাস, পরিবর্তন, গল্প ও সুরের অনুসন্ধানে বাউদিয়া শিল্পীর জন্ম, সর্বোপরি আধুনিক সংস্কৃতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে খন পালাগানের বিকাশ বিষয়ক খোলামেলা আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন উত্তর ও দক্ষিণ দুই দিনাজপুরের প্রবীণ পালাকারগণ।

রাজ্য লোকনাট্যের পটচিত্রের তালিকায় দিনাজপুরের লোকনাট্য খন পালাগান ইতিমধ্যেই সমাদৃত। রাজ্য পর্যায়ের নাট্যোৎসব থেকে দেশের সবচেয়ে বড় নাট্যো উৎসব ভারতরঙ্গ মহোৎসবেও জনপ্রিয়তা পেয়েছে খন পালাগান। দেশের গণ্ডি পেরিয়ে আমেরিকার উইসকনসিন বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও লন্ডনের কিংস কলেজে গবেষণা ও তথ্যচিত্রের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সংস্কৃতির আঙিনায় পা রেখেছে খন পালাগান। গৌড়বঙ্গের তিন জেলার একাধিক কলেজ ইতিমধ্যে স্থানীয় লোকসংস্কৃতিতে ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্য তালিকায় খন পালাগান অন্তর্ভুক্ত করেছে। চলছে নিয়মিত চর্চা।

অধ্যাপক সুদেব সরকার জানান, 'যখন সমাজ শিক্ষক হিসেবে দিনাজপুরজুড়ে খন পালাগান সমাজের নানা বিষয় পালাগানে উপস্থাপন করে মানবকল্যাণে বড় ভূমিকা পালন করত, সেই সময়কে ধরে, বর্তমান সময়ে কীভাবে টিকে আছে সেই দিকগুলো আলোচনায় উঠে এসেছে।'

আলোচনার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন খন পালাগানের পালাকার অমল বর্মন, কৈলাস দেবশর্মা, শ্যামা সরকার, বিরেন বসাক, ফাইনাল বর্মন, গণেশ রবিদাস, আকালু রায়, সুধীর সরকার, বাউদিয়া রায়। আগামী শীতে খন উৎসবের আয়োজন করা হবে বলে জানিয়েছেন উদ্যোক্তারা। বিশ্ব দরবারে খন পালাগান উপস্থাপনকে নিয়ে এমন উদ্যোগকে স্বাগত জানান দিনাজপুর খন পালাগান সমিতির সভাপতি খুশি সরকার।

শিল্পীদের সঙ্গে গবেষকগণ। মঙ্গলবার কুশমণ্ডিতে। - সংবাদচিত্র

> **আমরা আশাবাদী চলতি বছরের শেষে অথবা আগামী বছর একটি দল ইংল্যান্ডে পারফর্ম করবে। সেই সঙ্গে পাঠ করা হবে খন পালাগান বিষয়ে গবেষণাপত্র। সেই প্রস্তুতির একটি অঙ্গ হিসেবে এই কর্মশালার আয়োজন করা হয়।**
>
> **ইন্দ্রনীল আচার্য, অধ্যাপক**

পাঁচ বছর ধরে বন্ধ জলাধার, গরমে সমস্যায় বাসযাত্রীরা

স্বপনকুমার চক্রবর্তী

বামনগোলা, ২৯ এপ্রিল : কল আছে কিন্তু জল নেই। পাঁচ বছরের বেশি সময় ধরে বিকল হয়ে রয়েছে নালাগোলা বিবেকানন্দ মোড় সংলগ্ন পানীয় জলের জলাধারটি। বর্তমানে অনেকে জলাধারের ঘরটিতে তাঁদের ব্যক্তিগত জিনিসপত্র রেখেছেন। ওই এলাকা থেকে মালদা বা বালুরঘাটমুখী বাস ধরতে অনেকে অপেক্ষা করেন। এই গরমে তেষ্টা মেটাতে জলাধারমুখী হয়েও অনেক যাত্রী সেটি বন্ধ দেখে ফিরে আসেন।

স্থানীয় বাসিন্দাদের থেকে জানা গেল মৌসম বেনজির নুর উত্তর মালদা লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ থাকাকালীন তাঁর এমপি ফান্ড থেকে পাঁচ লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার টাকায় জলাধারটি তৈরি করেছিলেন। কিছুদিন ঠিকঠাক থাকলেও পরে সেটি বিকল হয়ে যায়। যা পরে আর ঠিক করা হয়নি বলে অভিযোগ উঠেছে।

বাসের জন্য অপেক্ষারত এক বধূ সুচিত্রা রায় বলেন, 'বেশ গরম পড়ে গিয়েছে। জলাধার থেকে জল নিতে গিয়ে দেখি সেটি খারাপ হয়ে পড়ে রয়েছে। বাধ্য হয়ে জল কিনতে হল। তবে খুব তাড়াতাড়ি এটি মেরামত করা দরকার।'

বাস থেকে নেমে ওই জলাধারমুখী হয়ে ফিরে আসতে হল সনাতন মণ্ডল নামে এক প্রবীণ ব্যক্তিকে। তিনি বলেন, 'বাসে থাকাকালীন বেশ তেষ্টা পেয়েছিল। বাস থেকে বিবেকানন্দ মোড়ে নেমে জলাধারে গেলাম। গিয়ে দেখি আবর্জনায় ভরা জলাধারটি। সেটি নাকি পাঁচ বছরের বেশি সময় ধরে খারাপ হয়ে আছে। সকলের সুবিধার জন্য বিকল জলাধারটি এই গরমে সারাই করা দরকার।'

বন্ধ জলাধার। - সংবাদচিত্র

পোস্টার কাণ্ডে উচ্চশিক্ষা দপ্তরের হস্তক্ষেপ প্রার্থী উপাচার্য

গৌড়বঙ্গে আইসি-কে শোকজ

প্রকাশ মিশ্র

মালদা, ২৯ এপ্রিল : গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের আইসির বিরুদ্ধে পোস্টার কাণ্ডে উচ্চশিক্ষা দপ্তরের হস্তক্ষেপ চাইলেন উপাচার্য। পাশাপাশি নিয়োগ সংক্রান্ত একটি মামলার পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার নোটিশ জারি হয়েছে। এই ঘটনায় তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার তথা আইসি অপূর্ব চক্রবর্তীকে শোকজ করেছেন উপাচার্য পবিত্র চট্টোপাধ্যায়। সাতদিনের মধ্যে তাঁকে উত্তর দিতে বলা হয়েছে।

সোমবার বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে আইসি তথা কলেজ সমূহের পরিদর্শক অপূর্ব চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে পোস্টারে ছয়লাপ হয়েছিল। পোস্টারগুলির নীচে 'বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী' বলে উল্লেখ করা ছিল। এই ঘটনায় শিক্ষামহলে নিন্দার ঝড় ওঠে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আইসি এক মেল বার্তায় উপাচার্যের হস্তক্ষেপ দাবি করেন।

পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে একটি মামলার খরচ হিসেবে উপাচার্য তিন লক্ষ টাকা চেয়েছিলেন এমনই অভিযোগের বিষয় চিঠিতে উল্লেখ করেন। আইসি তাঁর আবেদনে উপাচার্যের কাছে পোস্টার কাণ্ডে হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করেছেন। একইসঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে তাঁর করা মামলার খরচ বাবদ উপাচার্য তিন লক্ষ টাকা চেয়েছেন দাবি করেছেন।

উপাচার্য পবিত্র চট্টোপাধ্যায় সোমবার উচ্চশিক্ষা দপ্তরকে লেখা এক চিঠিতে জানিয়েছেন, পোস্টার কাণ্ডে যেমন তাঁর হস্তক্ষেপ চাওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, তাঁর বিরুদ্ধেই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে মামলার খরচ যাওয়ার অভিযোগ করা হয়েছে। তাই সমস্ত বিষয়টি উচ্চশিক্ষা দপ্তরকে নিরপেক্ষ কমিটি গঠন করে খতিয়ে দেখার আবেদন জানিয়েছেন।

অন্যদিকে, উপাচার্যের চিঠিতে সিনিয়ার স্পেশাল সেক্রেটারিকে জানানো হয়েছে, ১৩/০৩/২০২৪ এক বিজ্ঞপ্তিতে আইসি অপূর্ব চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে বেআইনি কাজকর্ম ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে উচ্চশিক্ষা দপ্তরের একটি তদন্ত গঠন করেছিল।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, আইসির বিরুদ্ধে যে সমস্ত পোস্টার লাগানো হয়েছিল, তার মধ্যে একটিতে আইসির বিরুদ্ধে তদন্ত কমিটি গঠনের প্রসঙ্গ রয়েছে। যেখানে বলা হয়েছে, 'উচ্চশিক্ষা দপ্তর থেকে আসা দুর্নীতির তদন্ত প্রভাব খাটিয়ে আটকে রাখা চলছে না চলবে না।'

উচ্চশিক্ষা দপ্তরকে লেখা চিঠির প্রসঙ্গে ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার বিশ্বজিৎ দাস জানান, 'একজন আধিকারিকের বিরুদ্ধে কেউ বা কারা পোস্টারিং করেছেন। এই ব্যাপারে উচ্চশিক্ষা দপ্তরের হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করেছেন উপাচার্য।'

অন্যদিকে, ভিন্ন একটি ঘটনায় আইসি অপূর্ব চক্রবর্তীকে সোমবার শোকজ করেছেন উপাচার্য পবিত্র চট্টোপাধ্যায়। ডিসেম্বর, ২০২৩ এ এক আবেদনকারীর করা মামলায় উচ্চ আদালত এক অন্তর্বর্তী আদেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মবিধি সহ বিভিন্ন তথ্য জানতে চেয়েছিল। সেই সময় স্থায়ী আইসি পদের পাশাপাশি ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার এবং ল অফিসার ছিলেন অপূর্ববাবু। তাঁর সময়কালের মধ্যে আদালতের অন্তর্বর্তী আদেশ তিনি কার্যকর করেননি। এব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননা মামলা করেছেন ওই আবেদনকারী।

শোকজের চিঠিতে উপাচার্যর বক্তব্য, আদালতের অন্তর্বর্তী আদেশের বিষয়টি তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার অপূর্ব চক্রবর্তী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, উচ্চশিক্ষা দপ্তর, এমনকি পরবর্তী ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার কাউকেই তিনি অবহিত করেননি। সাতদিনের মধ্যে তাঁকে শোকজের উত্তর দিতে বলা হয়েছে।

এই স্পর্শকাতর বিষয়টিতে সন্তোষজনক উত্তর না পেলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাঁর বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা গ্রহণ করেন, এখন সেটাই দেখার।

> **আইসি-ভিসি'র দ্বন্দ্ব**
>
> - **সোমবার বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে আইসি তথা কলেজ সমূহের পরিদর্শক অপূর্ব চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে পোস্টারে ছয়লাপ হয়েছিল**
> - **এরই পরিপ্রেক্ষিতে আইসি এক মেল বার্তায় উপাচার্যের হস্তক্ষেপ দাবি করেন**
> - **পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে একটি মামলার খরচ হিসেবে উপাচার্য তিন লক্ষ টাকা চেয়েছিলেন এমনই অভিযোগের বিষয় চিঠিতে উল্লেখ করেন**

হৃদরোগে মৃত্যু এএসআইয়ের

মালদা, ২৯ এপ্রিল : ডিউটিতে বেরোনোর সময় হঠাৎ বুকে ব্যথা। তড়িঘড়ি পরিবারের লোকেরা হাসপাতালে নিয়ে যান। মালদা মেডিকেলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হল এএসআইয়ের। মৃতের নাম দীনবন্ধু দাস (৫০)। তিনি ইংরেজবাজার থানায় কর্তব্যরত ছিলেন। বাড়ি ইংরেজবাজারের মধুঘাটে। থাকতেন মহিলা থানার পুলিশ আবাসনে। তিন বছর আগে কনস্টেবল থেকে এএসআই পদে পদোন্নতি হয়। রবিবার রাতে ডিউটি করেছেন। সোমবার সকালেও ডিউটি ছিল। বের হওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছিলেন। সে সময় তাঁর বুকে যন্ত্রণা শুরু হয়।হাসপাতালে নিয়ে গেলে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর স্ত্রী ও এক সন্তান বর্তমান।

দুর্ঘটনায় আহত

মোথাবাড়ি, ২৯ এপ্রিল : রবিবার রাতে দুটি মোটরবাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত হলেন দুই ব্যক্তি। আহত ওই দুই ব্যক্তিকে তৃণমূল নেতা তোহিদুর শেখ তাঁর গাড়িতে করে নিয়ে মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যান। মোথাবাড়ি সদুল্লাপুর রাস্তায় এই ঘটনা হয়।

ওইদিন রাতে মোথাবাড়ি থেকে মালদা শহরে যাওয়ার পথে সদুল্লাপুর মহাশ্মশান ও পেট্রোল পাম্পের মাঝে রাস্তায় ওপরে একটি দুর্ঘটনা হয়। খবর পেয়ে সেখানে আসে পুলিশ। আহত ব্যক্তিরা হলেন নারায়ণপুরের বাসিন্দা বিশ্বজিৎ ঘোষ ও ভর্তিনওদার বাসিন্দা রাজু রায়।

তোহিদুরের কথায়, 'রাত ১১ টায় মোথাবাড়ি থেকে মিটিং সেরে বাড়ি ফিরছিলাম। হঠাৎ দেখি রাস্তার ওপরে দু'জন অজ্ঞান হয়ে পড়ে রয়েছে। পুলিশের সহযোগিতায় গাড়িতে তুলে হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে ভর্তি করে চিকিৎসার ব্যবস্থা করি।'

পরিদর্শন

হিলি, ২৯ এপ্রিল : হিলি থানার বিকটকালী মন্দির প্রাঙ্গণে নবনির্মিত শৌচালয় পরিদর্শন করলেন বালুরঘাটের বিধায়ক অশোককুমার লাহিড়ি। মঙ্গলবার দুপুরে ওই শৌচালয়টি পরিদর্শন করেন তিনি। বিধায়ক তহবিল থেকে সাড়ে পাঁচ লক্ষ টাকা ব্যয়ে সাধারণ মানুষের জন্য শৌচালয়টি নির্মাণ করা হয়।

টোল প্লাজা তৈরি নিয়ে অনিশ্চয়তা

পতিরাম, ২৯ এপ্রিল : পতিরাম-হিলি রাজ্য সড়কের কদমতলিতে টোল প্লাজা হবে বলে রাজ্য সরকার ঘোষণা করেছিল। সময়টা গত ফেব্রুয়ারি। কাজ শেষ হওয়ার কথা ছিল ওই বছর জুলাইতে। প্রশাসনের তরফে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছিল সেপ্টেম্বরে এর উদ্বোধন হবে। এক সেপ্টেম্বর গিয়েছে, আরও একটা সেপ্টেম্বর আসতে চলেছে। কাজ এখনও অসম্পূর্ণ।

কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, ঘোষণার পর দীর্ঘ সময় পেরিয়ে গেলেও প্রকল্পের কাজ এখনও ঝুলে রয়েছে। নির্মীয়মাণ টোল প্লাজার জন্য রাস্তাটির বড় অংশ ঘিরে রাখা হয়েছে। ওই অংশ ঘিরে কাজ চলার মধ্যেই চার চাকার গাড়ি, লরি এবং পথচারীদের চলাচল প্রতিনিয়তই দুর্ঘটনার আশঙ্কা বাড়িয়ে তুলছে।

প্রতিদিন শতাধিক লরি এই পথ দিয়ে হিলি হয়ে বাংলাদেশে চলে যায়। গাড়ি আসে ওপার থেকে। বড় গাড়ির পাশাপাশি বহু ছোট ছোট গাড়িও চলাচল করে। পথচারীরা তো আছেন। ফলে, রাস্তার ওপর চাপ ক্রমেই বাড়ছে। এই চাপ সামাল দিতেই এবং রাজ্য সড়কগুলোকে ঝকঝকে রাখতে সরকার সিদ্ধান্ত নেয় বাণিজ্যিক গাড়ির ওপর টোল ধার্য করার।

এলাকাবাসীদের দাবি, যতদিন না কাজ সম্পূর্ণ হচ্ছে, ততদিন ঘেরা অংশের শুরু ও শেষে সিভিক ভলান্টিয়ার রাখলে দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব। স্থানীয় বাসিন্দা নিতাই সরকারের কথায়, 'টোল প্লাজা হওয়া ভালো, তবে সুরক্ষার দিকটা সরকারকে দেখতে হবে।' প্রশাসনের পক্ষ থেকে এখনও নির্দিষ্ট সময়সীমা না জানানোয় মানুষের মধ্যে হতাশা বাড়ছে।

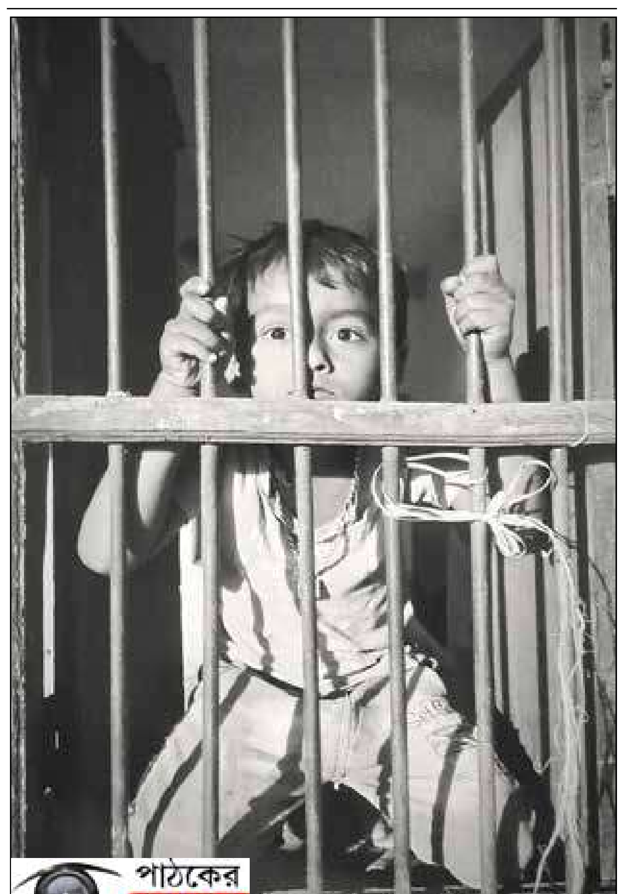

পাঠকের লেন্সে

8597258697
picforubs@gmail.com

আজকের অমল।। ইসলামপুরে ছবিটি তুলেছেন আরিফ আলম।

গ্রামবাসীর দাবিতে চৈনগরে পুলিশ ফাঁড়ি

হেমতাবাদ, ২৯ এপ্রিল : গ্রামবাসীদের দীর্ঘদিনের দাবি মেনে উত্তর দিনাজপুরের হেমতাবাদ ব্লকের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত গ্রাম চৈনগরে তৈরি হচ্ছে পুলিশ ফাঁড়ি। হেমতাবাদ সদর থেকে চৈনগরের দূরত্ব প্রায় ২২ কিমি। সীমান্ত এলাকা হওয়ায় মাঝেমধ্যে ঘটে বিভিন্ন ধরনের অসামাজিক কাজকর্ম এবং দুর্ঘটনা। হেমতাবাদ থানা থেকে পুলিশ গিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছাতে পৌঁছাতে পরিস্থিতি বড়সড়ো আকার নেয়। তাই সাধারণ মানুষের সুবিধার্থে চৈনগরে গড়ে তোলা হচ্ছে পুলিশ ফাঁড়ি। এজন্য বরাদ্দ হয়েছে প্রায় ৮০ লক্ষ টাকা। উত্তর দিনাজপুর জেলা পরিষদ দিয়েছে ১৫ লক্ষ এবং বাকি টাকা দিয়েছে চৈনগর পঞ্চায়েত। পুলিশ ফাঁড়ি হওয়ায় বিষ্ণুপুর ও নওদা অঞ্চলের মানুষের সুবিধা হবে।

হেমতাবাদ ব্লক তৃণমূল সভাপতি আসরাফুল আলি এই প্রসঙ্গে বলেন, 'সাধারণ মানুষের দাবি মেনে আমরা জেলা পুলিশের কাছে দীর্ঘদিন ধরে দাবি জানিয়ে আসছিলাম। জেলা পরিষদ ও চৈনগর পঞ্চায়েত এগিয়ে আসায় ফাঁড়ির কাজ করা সম্ভব হয়েছে।

জেলা পরিষদের সদস্য মকলেসা খাতুন বলেন, 'চৈনগরে পুলিশ ফাঁড়ি তৈরির কাজ জোরকদমে চলছে। সীমান্ত এলাকা হওয়ায় পুলিশ ফাঁড়ির প্রয়োজন ছিল। বাসিন্দারা পুলিশ ফাঁড়ির দাবি জানিয়ে আসছিলেন। আগামী সপ্তাহে সেটি উদ্বোধন হবে।

দুয়ারে প্রশাসন

পুরাতন মালদায়, ২৯ এপ্রিল : জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে সোমবার দুপুরে পুরাতন মালদা ব্লকের মহিষবাথানি পঞ্চায়েতে অনুষ্ঠিত হল 'দুয়ারে প্রশাসন' শিবির। উপস্থিত ছিলেন জেলা শাসক নীতিন সিংহানিয়া, সদর মহকুমা শাসক পঙ্কজ তামাং, বিডিও সেঁজুতি পাল মাইতি, যুগ্ম বিডিও পৃথ্বীশ চ্যাটার্জি এবং পঞ্চায়েত প্রধান নবনীতা মণ্ডল সহ অন্য প্রশাসনিক আধিকারিক ও জনপ্রতিনিধিরা।

শিবিরের শুরুতেই জেলা শাসক নীতিন সিংহানিয়া স্থানীয় শান্তি মহিলা সংঘ স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যাদের সঙ্গে আলোচনায় বসেন। প্রায় ২০০ জন মহিলা বিভিন্ন সরকারি প্রকল্প নিয়ে তাঁদের মতামত জানান। প্রশ্নও করেন। জেলা শাসক ধৈর্যের সঙ্গে তাঁদের কথা শোনেন। আশ্বাস দেন দ্রুত সমস্যা সমাধানের। কিছু সমস্যার সমাধান ওখানে বসেই করে দেন। এরজন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় আধিকারিকদের নির্দেশ দেন।

শিবিরে কৃষি দপ্তরের পক্ষ থেকে কীটনাশক, হাঁসের বাচ্চা, ত্রিপল এবং ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করা হয়। প্রায় ১০০ জন উপভোক্তা সরাসরি এই সুবিধাগুলি লাভ করেন।

জেলা শাসক মঙ্গলবার আদিনা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে 'দুয়ারে প্রশাসন' শিবিরে সকলকে অংশগ্রহণের জন্য আহ্বান জানান। তিনি বলেন, এই শিবিরগুলির মূল উদ্দেশ্য হল সরকারি পরিষেবাগুলিকে মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়া এবং তাঁদের সমস্যাগুলির দ্রুত সমাধান করা।

স্থানীয় বাসিন্দা কল্পনা প্রামাণিক বলেন,' জেলা শাসককে আমরা সাধুবাদ জানাই। আমরা কিছু সমস্যার কথা জানিয়েছি। তিনি সমাধানের আশ্বাস দিয়েছেন।'

নারীর সাফল্যে উজ্জ্বল দুই দিনাজপুর

ফুটবলে আশার আলো দেখাচ্ছে রায়গঞ্জের তিনকন্যা

চন্দ্রনারায়ণ সাহা

রায়গঞ্জ, ২৯ এপ্রিল : কলকাতায় শুরু হয়েছে এবছরের কন্যাশ্রী কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট। তাতে অংশ নিয়েছে রায়গঞ্জের হাতিয়া স্কুলের ৩ কিশোরী। জেলার মহিলা ফুটবলাররা এভাবে রাজ্যের ফুটবল মানচিত্রে উঠে আসায় আগামী দিনে আশার আলো দেখছেন ফুটবলপ্রেমীরা।

রায়গঞ্জ ব্লকের প্রত্যন্ত গ্রামে অবস্থিত হাতিয়া হাইস্কুল বরাবরই মহিলা ফুটবলে জেলা ও রাজ্য পর্যায়ের বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। স্কুলের নিজস্ব মাঠ না থাকায় পাশের মাড়াইকুড়া স্কুলের মাঠে নিয়মিত চলে প্রশিক্ষণ ও অনুশীলন। স্কুলের ক্রীড়াশিক্ষক অনুপ কারকেট্টা বলেন, 'এবছর স্কুলের তিন ছাত্রী কন্যাশ্রী কাপে অংশ নিয়েছে। এরা হল অষ্টমী সিংহ, আলপনা বর্মন ও প্রীতিকা বর্মন।'

স্টপার পজিশনে খেলবেন অষ্টমী। কলকাতা থেকে ফোনে বলেন, 'বাবা ব্রজেন সিংহ কৃষিকাজ করেন। অভাব রয়েছে। স্কুলের শিক্ষকদের সাহায্যে বড় ক্লাবের হয়ে ফুটবল খেলে উপার্জন করতে চাই।'

প্রীতিকা বর্মন খেলছেন কোচ রাজু ওরাওঁয়ের অধীনে শ্যামনগর আদিবাসী ইউনাইট সরোজিনী নাইডু ক্লাবে। নিয়মিত প্রথম একাদশে খেলা আলপনা বলেন, 'আমি হাতিয়া স্কুল থেকে সব ধরনের সুযোগ পেয়ে এই পর্যায়ে এসেছি। আগামীদিনে দেশের হয়ে খেলতে চাই।'

ছাত্রীদের পারফরম্যান্সে ভীষণ খুশি স্কুলের প্রধান শিক্ষক অনিরুদ্ধ সিনহা। তিনি বলেন, 'আমাদের হাতিয়া স্কুলটি মহিলা ফুটবলে জেলার অন্যতম সেরা স্কুল। গত বারের মত এবারও রাজ্য সরকারের কন্যাশ্রী কাপে ৩ জন সুযোগ পেয়েছে। এতে বোঝা যাচ্ছে, আমরা রাজ্য পর্যায়ের ফুটবলার তৈরি করতে পারছি। আগামীদিনে এরা নিশ্চয়ই দেশের হয়ে খেলবে।'

এদেরকে অভিনন্দন জানিয়েছেন উত্তর দিনাজপুর প্রাক্তন ফুটবলার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক তথা স্কুল পরিচালন সমিতির সভাপতি অরিজিৎ ঘোষ। তিনি বলেন, 'এরা আমাদের জেলার গর্ব। ওরা ভালো খেললে আগামীতে প্রত্যন্ত গ্রামের সব মেয়েরা উৎসাহিত হবে। জীবনের নতুন দিশা খুঁজে পাবে।'

যোগাসনে রাজ্যসেরা কাটলার মুনমুন

বিশ্বজিৎ প্রামাণিক

কুমারগঞ্জ, ২৯ এপ্রিল : কুমারগঞ্জের সমজিয়া পঞ্চায়েতের কাটলা গ্রামের সাত বছরের মুনমুন খাতুন যোগাসনে রাজ্যসেরা হয়েছে। মুনমুন কাটলা এফপি স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণির পড়ুয়া। সম্প্রতি কলকাতায় ২৫-২৭ এপ্রিল অনুষ্ঠিত চতুর্থ ইউয়াইএসএফ রাজ্যস্তরে যোগাসন প্রতিযোগিতার আসর বসে। মুনমুন তার বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করে। গতমাসে পতিরামে অনুষ্ঠিত জেলা স্তরের যোগাসন প্রতিযোগিতায়ও মেগা চ্যাম্পিয়নের খেতাব অর্জন করেছিল সাত বছরের নাবালিকা।

মুনমুনের বাবা মুনজের শেখ রাজমিস্ত্রি এবং মা কোহিনুর খাতুন গৃহবধূ। দুই ভাইবোনের মধ্যে মুনমুনের ছোটো থেকেই যোগাসনে আগ্রহ ছিল।

মুনমুনকে স্কুলের তরফে উষ্ণ সংবর্ধনা দেওয়া হয়। শিক্ষক-শিক্ষিকারা তার প্রতিভার প্রশংসা করেন এবং আগামীতেও তার পাশে থাকার আশ্বাস দেন। মুনমুনের স্বপ্ন, একদিন সে অলিম্পিক মঞ্চে দেশের প্রতিনিধিত্ব করবে। গোটা গ্রামে মুনমুনের জয়ের খবরে খুশির হাওয়া।

তরুণকে ট্রাইসাইকেল পঞ্চায়েত সমিতির

বুনিয়াদপুর, ২৯ এপ্রিল : পথ দুর্ঘটনায় ভেঙে চার টুকরো হয়ে গিয়েছে এক পায়ের হাড়। তারপর থেকেই কার্যত ঘরবন্দি রাজীব কেদার। পেশায় ট্র্যাক্টরচালক বছর পঁচিশের রাজীবের বাড়ি বংশীহারীর এলাহাবাদ পঞ্চায়েতের কানাহারপাড়ায়।

দিব্যাঙ্গ ওই তরুণকে চলাফেরায় সাহায্য করতে সোমবার বিডিও অফিস প্রাঙ্গণে তাঁর হাতে নতুন এক ট্রাইসাইকেল তুলে দিলেন বংশীহারী পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি গণেশ প্রসাদ।

গণেশ প্রসাদ বলেন, 'গত বছর দুর্গাপুজোর সময় এক পথ দুর্ঘটনায় রাজীবের এক পায়ের হাড় চার টুকরো হয়ে যায়। অত্যন্ত গরিব পরিবারের ছেলে তিনি। পড়শিরা চাঁদা তুলে কলকাতার পিজি হাসপাতালে তাঁর চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। চিকিৎসকরা আশ্বাস দিয়েছেন, সম্পূর্ণভাবে সুস্থ হতে তাঁর দুই বছর লাগবে। বর্তমানে তিনি চলাফেরা করতে পারেন না। তাঁর এই অসহায়তার কথা জানতে পেরে তাকে একটা ট্রাইসাইকেল দিলাম।'

রাজীবের গলায় খুশির ছোঁয়া, 'আগে আমি ট্র্যাক্টর চালাতাম। দুর্ঘটনা হওয়ার পর থেকে বাড়িতেই থাকি। চলাফেরা বন্ধ হয়ে যায়। আজ ট্রাইসাইকেলটা পেয়ে খুব আনন্দ হচ্ছে। এতদিন পর এই ট্রাইসাইকেলে চেপে একটু তো চলাফেরা করতে পারব!'

ট্রাইসাইকেল প্রদান। - সংবাদচিত্র

মদ উদ্ধার

হাওড়ার উলুবেড়িয়ায় মঙ্গলবার বিশেষ অভিযান চালিয়ে ২০ হাজার লিটার চোলাই মদ উদ্ধার করল পুলিশ। ঘটনার নেপথ্যে কারা জড়িত তার তদন্ত করা হচ্ছে।

সিরাপ আটক

হাওড়ার গোলাবাড়ি থানার মুক্তরাম কানোরিয়া রোডে একটি ওষুধের দোকানে অভিযান চালিয়ে ১৫৮০ বোতল ফেনসিডিল সিরাপ ও নিষিদ্ধ লোমোটিল ট্যাবলেট উদ্ধার করে পুলিশ। গ্রেপ্তার ২।

আদালতে দাবি

বিজেপি নেতা অরুণ হাজরার আত্মহত্যার প্রবণতা রয়েছে বলে আদালতে দাবি করলেন তাঁর আইনজীবী। মঙ্গলবার নিয়োগ দুর্নীতিতে হাজিরা দেন অরুণ।

মুছল স্লোগান

যাদবপুরের দেওয়াল থেকে মুছে গেল বিতর্কিত সব স্লোগান। তৃণমূল ছাত্র পরিষদের দাবি, তাদের আবেদনে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এই পদক্ষেপ করেছে।

কিসিক... *এসপ্ল্যানেডে আবির চৌধুরীর তোলা ছবি।*

সিদ্ধার্থর সঙ্গে বৈঠকে খুশি অযোগ্যরা

নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ২৯ এপ্রিল : সোমবার রাত থেকেই এসএসসি ভবনের আধিকারিকরা আচার্য সদনের মধ্যে আটক হয়ে ছিলেন। মঙ্গলবার বিকাল পর্যন্ত আচার্য সদনের সামনে অবস্থানরত 'ইউনাইটেড টিচিং অ্যান্ড নন টিচিং ফোরাম' একটাই দাবি তুলছিল, 'যতক্ষণ না আমাদের সঙ্গে চেয়ারম্যান দেখা করছেন, ততক্ষণ আধিকারিকদের ছাড়া হবে না।' অবশেষে সেই দাবিতে সাড়া দিয়ে মঙ্গলবার বিকাল সাড়ে ৪টে নাগাদ এসএসসি'র চেয়ারম্যান সিদ্ধার্থ মজুমদার 'অযোগ্য'দের সঙ্গে বৈঠকে বসেন। বৈঠক চলে প্রায় দু'ঘণ্টা।

বৈঠক শেষে মঞ্চের তরফে চাকরিহারা শিক্ষক কমলেশ কপাট বলেন, 'চেয়ারম্যান চাকরিহারাদের সমস্যার সমাধান করতে দিল্লি যাচ্ছেন। সেখানে যোগ্যদের তালিকায় আমাদের মতো যাঁদের নাম নেই তাঁদের বিষয়টাকেও তিনি গুরুত্ব দেবেন। আইনতভাবে সমস্ত দাবি আমরা তাঁর কাছে তুলে ধরেছিলাম। তিনি সদর্থক বার্তা দিয়েছেন।' তবে আন্দোলনের স্বার্থে বৈঠকের সমস্ত তথ্য এখনই তুলে ধরা যাবে না বলেই জানান 'অযোগ্য'রা। চেয়ারম্যানের সঙ্গে বৈঠকের আশ্বাস পাওয়ার পরেই আন্দোলনকারীরা এসএসসি ভবনে আটকে থাকা আধিকারিকদের ছেড়ে দেন। তবে যতক্ষণ না 'যোগ্য' তালিকায় 'নন টেন্টেড'দের নাম আসছে ততক্ষণ আচার্য সদনের সামনে থেকে অবস্থান বিক্ষোভ তোলা হবে না বলে স্পষ্ট জানিয়েছে ইউনাইটেড মঞ্চ।

আচার্য সদনের সামনে অবস্থানে চাকরিহারারা। - ফাইল চিত্র

প্রশাসনের অনুরোধে 'পশ্চিমবঙ্গ বঞ্চিত চাকরিপ্রার্থী, চাকরিজীবী, চাকরিহারা ঐক্য মঞ্চ' নবান্ন অভিযানের সিদ্ধান্ত স্থগিত করেছিল। প্রশাসন তাঁদের আশ্বাস দিয়েছিল, শীঘ্রই মুখ্যসচিব ও দপ্তরের বিভিন্ন আধিকারিকদের নিয়ে নবান্নে বৈঠকের ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে এবং মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনার আয়োজনও করা হবে। তবে সেই আশ্বাসের বাস্তবায়ন হয়নি এখনও। তাই মঞ্চের তরফে সেই আশ্বাস পূরণের দাবিতে মঙ্গলবার আবারও লালবাজার সহ প্রশাসনের একাধিক উচ্চ আধিকারিকদের ই-মেল করা হয়। ই-মেলের মাধ্যমে সরকারকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য এক সপ্তাহ সময় বেঁধে দিয়েছে মঞ্চ। মঞ্চের তরফে আশিস খামরই বলেন, 'এই সপ্তাহের মধ্যে নবান্ন থেকে আমাদের সমস্যা সমাধানের জন্য যদি ডাকা না হয়, তাহলে আমরা শীঘ্রই সর্বশক্তি দিয়ে নবান্ন অভিযান করব।'

উচ্চপ্রাথমিকে নিয়োগ, কড়া বার্তা আদালতের

চেয়ারম্যানকে জেলে পাঠানোর হুঁশিয়ারি

রিমি শীল

কলকাতা, ২৯ এপ্রিল : স্কুল সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান সিদ্ধার্থ মজুমদারকে এজলাস থেকে জেলে পাঠানোর হুঁশিয়ারি দিল কলকাতা হাইকোর্ট।

উচ্চপ্রাথমিকে ১৪০৫২ জনের নিয়োগ সংক্রান্ত একটি মামলায় আদালতের নির্দেশ কার্যকর না হওয়ায় চরম ক্ষুব্ধ বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি পার্থসারথি চট্টোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চ। ডিভিশন বেঞ্চ মন্তব্য করে, 'গঙ্গা দিয়ে অনেক জল গড়িয়েছে। আর এখন এসএসসি এসে বলবে শূন্যপদ ছিল না, এটা মানা যায় না। চাকরি না দেওয়ার এমন অজুহাত এসএসসি দেখাতে পারে না। আপনারা আদালতের সঙ্গে খেলছেন। নিজেদের রক্ষা করতে চাইছেন।' ১৬ মে পর্যন্ত এসএসসিকে চূড়ান্ত সময়সীমা বেঁধে দেয় আদালত। আদালতের নির্দেশ কার্যকর না হলে আদালত অবমাননার পদক্ষেপ করার হুঁশিয়ারি দেয় ডিভিশন বেঞ্চ। এদিন এই মামলায় হাজির ছিলেন এসএসসির চেয়ারম্যান সিদ্ধার্থ মজুমদার ও ভার্চুয়ালি ছিলেন কমিশনের সচিব।

উচ্চপ্রাথমিকে ২০১৬ সালে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে ১৪৩৩৯টি শূন্যপদ ছিল। ২০১৯ সালে এই নিয়োগ প্রক্রিয়া নিয়ে আদালতে মামলা দায়ের হয়। শেষপর্যন্ত একাধিক বেঞ্চ ঘুরে বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তীর

ডিভিশন বেঞ্চ গত বছর ১৪০৫২ জনকে নিয়োগের নির্দেশ দেয়। কিন্তু এর মধ্যে ১২৪৮২ জনের নিয়োগ হয়েছে। ১৪৮২টি পদে নিয়োগ সংক্রান্ত সমস্যা তৈরি হয়। আদালতের নিয়োগের নির্দেশ কার্যকর না হওয়ায় কমিশনের বিরুদ্ধে কলকাতা হাইকোর্টে আদালত অবমাননার মামলা দায়ের হয়। এরপরই ডিভিশন বেঞ্চ চরম ক্ষুব্ধ হয়। ডেপুটি শেরিফকে ডেকে পাঠানো হয়। তবে এসএসসির আইনজীবী তাঁদের বক্তব্য শোনার অনুরোধ করেন।

কমিশনের চেয়ারম্যানকে ভর্ৎসনা করে ডিভিশন বেঞ্চ মন্তব্য করে, 'আদালতের নির্দেশ কেন কার্যকর হয়নি। তাহলে কীভাবে কাউন্সেলিং করলেন। আপনার কী ক্ষমতা রয়েছে সেটা দেখার দরকার নেই। আদালতের নির্দেশ পালন না হলে এখান থেকেই গ্রেপ্তারের নির্দেশ দেব। এসএসসির চেয়ারম্যান সমস্যার সমাধান না করতে পারলে আদালত তা মেনে নেবে না। আদালতের নির্দেশ মেনে উচ্চপ্রাথমিকে নিয়োগ তালিকার প্রত্যেককে চাকরি দিতে হবে। শেষ সুযোগ দিচ্ছে আদালত।' বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী বলেন, 'এসএসসি রাজ্য সরকার নাকি শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলবে সেটা তাদের ব্যাপার। তবে চাকরি না হলে হাইকোর্ট কড়া পদক্ষেপ করবে। আপনাদের শেষ সুযোগ দিচ্ছি।'

সনাতনী সম্মেলনে কোর্টের সম্মতি

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২৯ এপ্রিল : অক্ষয় তৃতীয়ার দিন দিঘা বনাম কাঁথির লড়াই দেখতে মুখিয়ে ছিল বাঙালি। বুধবার দিঘার জগন্নাথধামে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে মন্দিরের উদ্বোধন। ওই দিনেই মুখ্যমন্ত্রীর উদ্বোধনকে কার্যত চ্যালেঞ্জ করে কাঁথিতে সনাতনী সম্মেলনের ডাক দিয়েছিলেন শুভেন্দু অধিকারী। যুযুধান তৃণমূল-বিজেপি দুই শিবিরের দুই শীর্ষ নেতার এই লড়াইয়ের দিকেই তাকিয়ে ছিল বাঙালি। লড়াই থেকে আগেই সরেছেন সুকান্ত মজুমদার। এবার শুভেন্দুর কথায় লড়াই থেকে নিজেকে কিছুটা দূরত্ব তৈরি করার চেষ্টাই দেখছে রাজনৈতিক মহল।

বিধানসভা ভোটের আগে দিঘায় জগন্নাথধামের উদ্বোধনের মধ্যে দিয়ে বিজেপির হিন্দুত্বকে পালটা চ্যালেঞ্জ জানানোর কৌশল নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। উদ্বোধনকে হাতিয়ার করে মুখ্যমন্ত্রী যাতে ফায়দা তুলতে না পারেন, তারই পালটা কৌশল হিসেবে কাশ্মীর থেকে মুর্শিদাবাদ হিন্দু নিধনের ঘটনাকে ইস্যু করেছিল বিজেপি। সেই লক্ষ্যে মুখ্যমন্ত্রীর উদ্বোধনের দিনে মুর্শিদাবাদের সাম্প্রতিক হিংসায় ক্ষতিগ্রস্ত ৯টি মন্দিরের শুদ্ধকরণ ও সংস্কারের কাজ আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু করার ঘোষণা করেছিল বিজেপি। ঠিক ছিল বুধবার মুখ্যমন্ত্রী যে সময় জগন্নাথধামের বিগ্রহের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করবেন, সেইসময় মুর্শিদাবাদের ধুলিয়ানে সাম্প্রতিক হিংসায় আক্রান্ত মন্দিরের বিগ্রহে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করবেন রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। কিন্তু আচমকাই সেই পরিকল্পনায় জল ঢেলে দিয়েছে বিজেপি।

জানা গিয়েছে, কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর জরুরি ক্যাবিনেট বৈঠকে যোগ দিতে সুকান্তকে দিল্লিতে যেতে হওয়ায় বুধবারের ওই কর্মসূচি বাতিল করা হয়েছে। এই ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই জোর ধাক্কা খেয়েছেন মুর্শিদাবাদের সংখ্যালঘু হিন্দুরা। যদিও এদিনও বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী জানিয়েছেন, সুকান্ত না গেলেও মুর্শিদাবাদে ঘোষিত কর্মসূচির কোনও পরিবর্তন হবে না। স্থানীয় হিন্দুরাই সেই কর্মসূচি পালন করবেন।

বুধবার কাঁথিতে গেরুয়া শিবিরের সনাতনী সম্মেলন। শুরুতে ধাক্কা খেয়েও শেষবেলায় শর্তসাপেক্ষে সম্মেলনের অনুমতি মিলেছে। তবে সেই রায়কেও চ্যালেঞ্জ করে ডিভিশন বেঞ্চে গিয়েছে রাজ্য সরকার। এই আবহে কাঁথি-দিঘার হাই ভোল্টেজ লড়াই নিয়ে কৌতূহল তৈরি হয়েছে জনমানসে। তাৎপর্যপূর্ণভাবে এই প্রসঙ্গে এদিন শুভেন্দু বলেছেন, 'এই সম্মেলনের উদ্যোক্তা আমি নই। সমস্ত হিন্দুই এই সম্মেলনে যোগ দেবেন।' সম্মেলন করার অনুমতি দিলেও একসঙ্গে ৩ হাজারের বেশি মানুষের জমায়েত করা যাবে না বলে জানিয়ে দিয়েছে আদালত। আদালতের এই রায় নিয়ে ক্ষোভপ্রকাশ করে শুভেন্দু বলেন, 'অক্ষয় তৃতীয়ায় ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান করার অধিকার প্রত্যেক হিন্দুর আছে। সংবিধান সেই অধিকার দিয়েছে, কেউ এটা কেড়ে নিতে পারে না।'

তৎপর সিবিআই

কলকাতা, ২৯ এপ্রিল : নিয়োগে দুর্নীতিতে ফের তৎপর হয়ে উঠল সিবিআই। মঙ্গলবার নিউটাউনে সিবিআই দপ্তরে হাজিরা দিলেন মানিক ভট্টাচার্য ঘনিষ্ঠ বিভাস অধিকারী। প্রাথমিকের নিয়োগ দুর্নীতিতে বিভাসের নাম উঠে এসেছিল। তিনি বীরভূমের নলহাটির ২ নম্বর ব্লকের প্রাক্তন তৃণমূল নেতা। তবে বিভাস দাবি করেন, তাঁকে এদিন তলব করা হয়নি। কিছু নথি ও কাগজপত্র নিতে তিনি সিবিআই দপ্তরে এসেছেন। সূত্রের খবর, শেষবার সিবিআইয়ের চার্জশিটে একটি নথি পেশ করা হয়েছিল, তাতে এক এজেন্টের বয়ানে বিভাসের নাম উঠে আসে। সেই সূত্রে তাঁকে ডাকা হতে পারে। তবে বেসরকারি বিএড ও ডিএলএড কলেজ সংগঠনের প্রাক্তন সভাপতি বিভাস বলেন, 'আমাকে সিবিআই তলব করেনি। কিছু কাগজপত্র নেওয়ার আছে। তাই এসেছি।'

ধৃত আজাদ পাকিস্তানি

কলকাতা, ২৯ এপ্রিল : পাসপোর্ট জালিয়াতি চক্রে ইডির হাতে ধৃত বিরাটির বাসিন্দা আজাদ মল্লিক আদতে বাংলাদেশি নয়, সে পাকিস্তানের বাসিন্দা। মঙ্গলবার ব্যাংকশাল আদালতে এই দাবি করল ইডি। বিরাটি থেকে ১৪ দিন আগে আজাদকে গ্রেপ্তার করেছিল ইডি। পাকিস্তানি পরিচয় লুকিয়ে সে নিজেকে বাংলাদেশি বলে দাবি করেছিল।

ঝন্টু অস্বস্তি কাটাতে তেহট্টে শুভেন্দুর সভা

কটাক্ষ তৃণমূল-সিপিএমের

কলকাতা, ২৯ এপ্রিল : পহলগাম কাণ্ডের প্রায় সঙ্গেই সোপিয়ানে জঙ্গিদের সঙ্গে লড়াইয়ে প্রাণ গিয়েছিল নদিয়ার তেহট্টের সেনা জওয়ান ঝন্টু আলি শেখের। পহলগামে নিহত ২৮ জন পর্যটকের মধ্যে রাজ্যের ৩ হিন্দু বাঙালি পরিবারকে নিয়ে বিজেপি হইচই জুড়ে দিলেও একবারও মুখে আনেনি নিহত সেনা জওয়ান ঝন্টু আলির নাম।

যেদিন ঝন্টুর মরদেহ তাঁর বাড়িতে এসে পৌঁছোয়, সেই দিনেই রানাঘাটে কাশ্মীর থেকে মুর্শিদাবাদ হিন্দু নিধনের প্রতিবাদে বিক্ষোভ কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছিলেন রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। বিক্ষিপ্তভাবে দলের কেউ কেউ নিহত সেনা জওয়ান ঝন্টুর আত্মবলিদান নিয়ে কিছু মন্তব্য করলেও রাজ্য বিজেপি বা কেন্দ্রীয় বিজেপি নেতৃত্বের তরফে সেভাবে কোনও মন্তব্য চোখে পড়েনি।

স্বাভাবিকভাবেই শহিদদের মৃত্যু নিয়েও বিজেপির এই বিভাজনের রাজনীতি নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। সেই বিতর্ক চাপা দিতেই মঙ্গলবার তেহট্টে সভা করলেন শুভেন্দু। বিজেপির সেই শহিদ শ্রদ্ধাঞ্জলি সভায় ঝন্টুর ছবির পাশে ছিল জেলার আরও তিন শহিদের প্রতিকৃতি। ঝন্টু বাদে বাকি তিনজন ধর্মীয় পরিচয়ে হিন্দু। ঝন্টুর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে বাকি এই তিন শহিদকে একই মঞ্চে শামিল করতে বিজেপিকে পিছিয়ে যেতে হয়েছে আরও ৬টা বছর।

যা নিয়ে বিজেপিকে কটাক্ষ করেছে সিপিএম ও তৃণমূল। সিপিএমের সুজন চক্রবর্তী বলেন,

ঝন্টুর পরিবারকে রাজ্য সরকার আর্থিক সহায়তা করায় আমরা খুশি। আমরা ৪ জন শহিদকেই সাধ্যমতো সহযোগিতা করেছি। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী ও এই সরকারের একটা চোখ বন্ধ। আশা করব ঝন্টু ছাড়া বাকি তিন শহিদ পরিবারকেও একইভাবে সহযোগিতা করবে এই সরকার।

শুভেন্দু অধিকারী

'শুধু ঝন্টুকে নিয়ে শ্রদ্ধা জানানো ওদের পক্ষে একটু মুশকিল। সেই কারণেই ঝাড়াইবাছাই করে অতীতের শহিদদের এই তালিকায় শামিল করতে হয়েছে। এটা বিজেপির পক্ষেই সম্ভব।'

তৃণমূলের জয়প্রকাশ মজুমদার বলেন, 'একজন সেনা জওয়ানেরও ধর্মীয় পরিচয় শ্রদ্ধা জানানোর মাপকাঠি হতে পারে সেটা বিজেপিকে দেখলে বোঝা যায়।'

যদিও এদিন শুভেন্দুর দাবি, কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা দপ্তর নিহত সেনা জওয়ানকে গার্ড অফ অনার ও যোগ্য সম্মান দিয়েছে। তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় বিজেপির কর্মীরাও শামিল হয়েছিলেন বলে দাবি করেছেন শুভেন্দু। তবে নিজে ব্যক্তিগতভাবে ধুলিয়ান ও সামশেরগঞ্জে থাকায় ঝন্টুর শেষকৃত্যে অংশ নিতে না পারার জন্য এদিন প্রয়াত সেনা জওয়ানের বাবার ও তাঁর পরিবারের কাছে দুঃখপ্রকাশ করেন তিনি।

সভায় ঝন্টু সহ ৪ শহিদ পরিবারের প্রত্যেকের হাতে ২ লক্ষ টাকার চেক তুলে দেন শুভেন্দু। রাজ্য সরকারের সমালোচনা করে বলেন, 'ঝন্টুর পরিবারকে রাজ্য সরকার আর্থিক সহায়তা করায় আমরা খুশি। আমরা ৪ জন শহিদকেই সাধ্যমতো সহযোগিতা করেছি। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী ও এই সরকারের একটা চোখ বন্ধ। আশা করব ঝন্টু ছাড়া বাকি তিন শহিদ পরিবারকেও একইভাবে সহযোগিতা করবে এই সরকার।'

বর্ধিত ডিএ মিলল সরকারি কর্মচারীদের

কলকাতা, ২৯ এপ্রিল : রাজ্য সরকারি কর্মীদের মধ্যে সিংহভাগের ডিএ সহ বেতন ঢুকেছে মঙ্গলবার সকালে। রাজ্য বাজেট অনুযায়ী আগেই ঘোষণা করা হয়েছিল ৪ শতাংশ ডিএ বৃদ্ধির কথা। তবে স্কুল শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের বেতনে ডিএ বেড়েছে কি না, সেই নিয়েই এদিন প্রশ্ন উঠেছে। সাধারণত, শিক্ষক এবং শিক্ষাকর্মীদের বেতন মাসের শেষ অথবা নতুন মাসের প্রথম বা দ্বিতীয় দিনেই হয়ে থাকে। ফলে এই জীবিকায় যুক্ত ব্যক্তিদের থেকে মঙ্গলবার ডিএ বৃদ্ধি সংক্রান্ত কোনও তথ্য জানা যায়নি।

তবে কী পরিস্থিতি পুনরায় বহাল হওয়া ২০১৬ প্যানেলের চাকরিহারা শিক্ষকদের? অধিকার মঞ্চের এক আন্দোলনকারী শিক্ষক বলেন, 'আমাদের বেতন আদৌ আসবে কি না আমরা এখনও সেই নিয়েই অনিশ্চিত। আর ডিএ বাড়ার চিন্তাভাবনা করার মতো এখন আমাদের অবস্থা নয়। যে যোগ্যদের নাম এখনও তালিকায় আসেনি তাঁদের জন্য আমরা লড়াই করছি।' চাকরিহারা শিক্ষাকর্মীদের একাংশ জানিয়েছেন, 'আগেই সরকার জানিয়েছিল ডিএ বাড়ানোর কথা। আমরা সেই আশাতেই ছিলাম। তবে এমনভাবে চাকরি চলে যাবে ভাবিনি।' রাজ্য সরকারি কর্মীদের মধ্যে অনেকেই আশা করছেন, ২০২৬-এর নির্বাচনের আগে আরও একদফা ডিএ বাড়তে পারে। কেন্দ্রের ডিএ'র বর্তমান হার ৫৫ শতাংশ। তবে রাজ্যের ডিএ'র হার মাত্র ১৮ শতাংশ হওয়ায় ক্ষুব্ধ অনেক রাজ্য সরকারি কর্মচারীই।

দলিল, নথি তৈরি করছে নবান্ন

কলকাতা, ২৯ এপ্রিল : রাজ্য সরকার মুর্শিদাবাদে ক্ষতিগ্রস্ত বাসিন্দাদের 'বাংলার বাড়ি' প্রকল্পে বাড়ি তৈরি করে দেবে বলে আগেই ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু তালিকা তৈরি করতে গিয়ে সমস্যা দেখা দিয়েছে। অধিকাংশ বাসিন্দার বাড়ির দলিল ও অন্যান্য নথি নষ্ট হয়ে গিয়েছে। ওই নথি অবিলম্বে তৈরি না করা হলে বাসিন্দারা সরকারি সুযোগ-সুবিধা পাবেন না। ইতিমধ্যেই প্রাথমিক সমীক্ষা করে জেলা শাসক এই নিয়ে নবান্নে রিপোর্ট পাঠিয়েছেন। যে বাড়িগুলি সম্পূর্ণ পুড়ে গিয়েছিল সেগুলির কোনও নথির অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এমনকি ওই বাসিন্দাদের আধার কার্ড, প্যান কার্ড, র‍্যাশন কার্ড, ভোটার কার্ড, ব্যাংকের পাসবই নষ্ট হয়ে গিয়েছে। অথচ সরকারি প্রকল্প পেতে গেলে এই নথির অত্যন্ত প্রয়োজন। কিন্তু সেগুলি না থাকায় এই বাসিন্দাদের বাংলার বাড়ি প্রকল্পে কী করে বাড়ি তৈরি করে দেওয়া হবে তা নিয়ে চিন্তায় নবান্ন। ইতিমধ্যেই মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে এই নিয়ে কথা বলেছেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ। তারপরই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, যত দ্রুত সম্ভব ওই বাসিন্দাদের এই সমস্ত নথি তৈরি করে দেওয়া হবে প্রশাসনের উদ্যোগে।

ভূমি আধিকারিক বদলি

কলকাতা, ২৯ এপ্রিল : রাজ্যজুড়ে ১৯০ জন ভূমি আধিকারিককে এক ঝটকায় বদলির সিদ্ধান্ত কার্যকর করার নির্দেশ দিল নবান্ন। জলপাইগুড়ির মালবাজার সহ উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলার বিএলএলআরও সহ শীর্ষ আধিকারিকরা বদলির তালিকায় রয়েছেন। এই নিয়ে গত প্রায় এক বছরে শুধু ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরের প্রায় এক হাজার আধিকারিককে বদলি করল নবান্ন। দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন জেলায় ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরের কাজ নিয়ে ক্ষোভ জমছিল। সামনেই ২০২৬-এ বিধানসভার ভোট। শহরের চেয়ে গ্রামাঞ্চলের মানুষের প্রতি এবারও বিশেষ নজর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। তাই তিনি ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরের লোকজনের ঢালাওভাবে এক জায়গা থেকে অন্যত্র বদলির কড়া নির্দেশ দেন দপ্তরকে। তারপরই সম্ভবত তাঁদের নির্দেশ কার্যকর করতে বেশি সময় নেয়নি দপ্তর।

আজ দরজা খুলছে দিঘার জগন্নাথধামের। মঙ্গলবার দিনভর যজ্ঞ সহ চারিদিকে সাজোসাজো রব দেখা দিয়েছে। কিন্তু এরমধ্যেই দেখা দিয়েছে নতুন বিতর্ক। ২০২৪ লোকসভা ভোটের বছরে রাম মন্দিরের বিগ্রহের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করে সমালোচনার মুখে পড়েছিলেন নরেন্দ্র মোদি। যাতে শামিল হয়েছিলেন মমতাও। সেই তিনিই এবার বিধানসভা ভোটের আগের বছর কীভাবে জগন্নাথ দেবের বিগ্রহের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করতে পারেন তাই নিয়েই উঠেছে প্রশ্ন।

ধ্বজা উড়ল মন্দিরের চূড়ায়

পুলকেশ ঘোষ

দিঘা, ২৯ এপ্রিল : এক কোটি মন্ত্রোচ্চারণে মঙ্গলবার দিঘার জগন্নাথধামের মহাযজ্ঞ সম্পূর্ণ হল মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পূর্ণাহুতি ও আরতির মাধ্যমে। বুধবারই জগন্নাথদেবের প্রাণপ্রতিষ্ঠার পর বিকেলে মন্দিরের দরজা খুলবে। উদ্বোধন করবেন মমতা। তার প্রাক্কালে এদিনও তাঁর সাধের জগন্নাথধামকে সাজাতে মমতা পুরীর প্রধান সেবাইত রাজেশ দ্বৈতাপতি, ইসকনের ভাইস প্রেসিডেন্ট রাধারমণ দাস ও হিডকোর ভাইস চেয়ারম্যান হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদীর সঙ্গে বারবার আলোচনা করেন ও প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেন। এদিনের অনুষ্ঠানে আদ্যাপীঠের মুরাল ভাই, দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের অছি পরিষদ সদস্য কুশল চৌধুরী থেকে শুরু করে জয়রামবাটি-কামারপুকুরের মহারাজরাও আসেন। এর পাশাপাশি

জগন্নাথ মন্দিরের উদ্বোধনের আগে মহাযজ্ঞে মুখ্যমন্ত্রী।

এসেছেন সংগীত ও অভিনয় জগতের শিল্পী ও কলাকুশলীরা।

এদিন সকাল থেকে শুরু হয় যজ্ঞ। যজ্ঞের পরিচালনার মূল দায়িত্বে ছিলেন দ্বৈতাপতি। তবে এরপর দিঘার জগন্নাথধাম পরিচালনার মূল দায়িত্ব পাচ্ছেন ইসকনের ভাইস প্রেসিডেন্ট। এতে কি দ্বৈতাপতি কিছুটা হতাশ? তাঁর দলবলের কারও কারও মতে, জগন্নাথ প্রভুর পুজো যেভাবে হয় তা পালন করে আসছেন পুরীর সেবাইতরা। বৈষ্ণবদের পুজোর ধারা আলাদা। এই সম্পর্কে মন্তব্য করবেন না জানিয়েও এই প্রতিবেদককে বিষয়টি 'বিতর্কিত' আখ্যা দিয়ে বিতর্ককেই উসকে দিয়েছেন তিনি। তবে সাধারণ ভক্তদের বক্তব্য, পুরীর পান্ডাদের অত্যাচার বাঙালিরা কোনওদিনই পছন্দ করেন না। বরং ইসকনের ধারাই বাঙালিদের পছন্দের।

পুজোর পদ্ধতি যাই হোক না কেন, বাকি সব বিষয়ই পুরীর মন্দিরের কপি-পেস্ট দিঘার ধাম। ফারাক প্রসাদে। পুরীর খাজার বদলে দিঘার গজা। তা বাদ দিলে পুরীর মতোই এখানে চারটি দ্বারের নাম হচ্ছে সিংহদ্বার, ব্যাঘ্রদ্বার, অশ্বদ্বার ও হস্তিদ্বার। রয়েছে অরুণ স্তম্ভের মাথায় অরুণা মূর্তি। রয়েছে ভোগমণ্ডপ। নাটমন্দিরের দেওয়ালে রয়েছে দশাবতার মূর্তি। এমনকি মন্দিরের চূড়ায় বসানো ধ্বজা রোজ বদল করা হবে পুরীর নিয়ম মেনেই। এদিন যজ্ঞশেষে মন্দিরের চূড়ায় উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে ধ্বজা।

বিগ্রহের প্রাণপ্রতিষ্ঠা নিয়ে বিতর্ক

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২৯ এপ্রিল : অক্ষয় তৃতীয়ায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে দিঘায় জগন্নাথ ধামের বিগ্রহের প্রাণপ্রতিষ্ঠায় ফিরল রামমন্দির বিতর্ক। ২০২৪-এর লোকসভা ভোটের বছরে জানুয়ারি মাসে অযোধ্যায় রামমন্দিরে রামলালার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। প্রধানমন্ত্রীর হাতে বিগ্রহের প্রাণপ্রতিষ্ঠাকে কেন্দ্র করে সেই সময় তুমুল বিতর্ক হয়েছিল। সেই বিতর্কে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও যোগ দিয়ে বলেছিলেন, লোকসভা ভোটের আগে এসব বিজেপির গিমিক।

রামমন্দির আবেগকে কাজে লাগিয়ে লোকসভা ভোটের বৈতরণি পার করার কৌশল বলে সমালোচনা করেছিল তৃণমূল সহ বিরোধীরা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের দিন কলকাতায় পালটা সম্প্রীতি মিছিলে হেঁটেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্বয়ং। প্রধানমন্ত্রীর গিমিক। ঘটনাচক্রে এবার সেই তিনিই জগন্নাথধামের নামে জগন্নাথ মন্দিরে বিগ্রহের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করতে চলেছেন।

আজ উদ্বোধন। তার আগে তুঙ্গে ব্যস্ততা দিঘায়।

হাতে বিগ্রহের প্রাণপ্রতিষ্ঠার মতো বিষয়ের সমালোচনা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, টোটালটাই একটা গিমিক। ঘটনাচক্রে এবার সেই তিনিই জগন্নাথধামের নামে জগন্নাথ মন্দিরে বিগ্রহের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করতে চলেছেন। এক বছর বাদেই রাজ্যে বিধানসভা ভোট। স্বাভাবিকভাবেই এই ঘটনায় রামমন্দিরে প্রধানমন্ত্রীর হাতে বিগ্রহের প্রাণপ্রতিষ্ঠা নিয়ে বিতর্ককে ফের সামনে এনে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

তবে রামমন্দিরের সঙ্গে দিঘার জগন্নাথ মন্দিরের একটা সূক্ষ্ম ফারাক রয়ে গিয়েছে। সেই সময় অভিযোগ উঠেছিল মন্দির নির্মাণের আগেই উপযুক্ত ক্রিয়াকর্ম সম্পন্ন না করেই তড়িঘড়ি প্রধানমন্ত্রীকে দিয়ে রামলালার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, যা কি না হিন্দুধর্ম মতে অনুচিত। কিন্তু এক্ষেত্রে জগন্নাথ মন্দিরে তেমনটা হয়নি। এখানে মন্দির নির্মাণ আগেই শেষ হয়েছিল। গতকাল থেকে শুরু হয়েছে যজ্ঞ। মঙ্গলবার সেই যজ্ঞে পুণ্যাহুতি দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। ফলে আপাতত মুখ্যমন্ত্রীর হাতে বিগ্রহের প্রাণপ্রতিষ্ঠা নিয়ে বিতর্ক থাকলেও আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকর্ম নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে ওঠা সমালোচনা খাটছে না মুখ্যমন্ত্রীর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রে।

■ ৪৫ বর্ষ ■ ৩৪০ সংখ্যা, বুধবার, ১৬ বৈশাখ ১৪৩২

ধর্মীয় সম্পত্তি প্রসঙ্গে

আগুপিছু না ভেবে ভেঙে দেওয়া, গুঁড়িয়ে দেওয়া, বাতিল করে দেওয়ার প্রবৃত্তি এখন সর্বত্র। অনিয়মের প্রতিকার করা গেল না। কিন্তু অনিয়মের যুক্তিতে ২০১৬-র প্যানেলে নিযুক্ত শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের চাকরি খেয়ে নিতে অসুবিধা হল না। ওয়াকফ সম্পত্তির সংশোধনী আইন তেমনই। জনপ্রতিনিধি ও প্রশাসনের একাংশের দুর্নীতির হাত ওয়াকফ সম্পত্তিতে অনেক দূর পর্যন্ত প্রসারিত। এই সত্যে কোনও দ্বিমত নেই। নামে ওয়াকফ হলেও, সেই সম্পত্তি অনেক জনপ্রতিনিধি বা প্রভাবশালীর দখলে।

এ রাজ্যে তৃণমূলের কারও কারও নাম সেই তালিকায় আছে বলে হইচই হচ্ছে। বাম জমানায় যেমন শাসকদলগুলির অনেকে সেই একই পাপে বিদ্ধ ছিলেন বলে অভিযোগ আছে। ভিন্ন রাজ্যে কোথাও কংগ্রেস, কোথাও অন্য দল, এমনকি মুসলিম দলগুলির কোনও নেতার নাম জড়িয়ে যেতে পারে ওয়াকফ কেলেঙ্কারিতে। সারা ভারতে সম্পত্তিটা বড় কম নয়। ফলে ক্ষমতাবানদের নজর সেদিকে পড়বে-সেটাই স্বাভাবিক!

তবে সেই অজুহাতে নজরদারির নামে ওয়াকফ আইনে মুসলিম নিয়ন্ত্রণ খর্ব করলে প্রশ্ন তো উঠবেই। সব ধর্মের নিজস্ব কিছু নিয়মকানুন থাকে। খ্রিস্টান নিয়মে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হয়। সরকারি সাহায্য থাকলেও খ্রিস্টান পরিচালিত অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্বশাসিত। নিজস্ব নিয়মে চলে। সেখানে সরকারের হস্তক্ষেপের সুযোগ নেই। এই প্রতিষ্ঠানগুলিতে কি কোনও অনিয়ম নেই? চারপাশে চোখ বোলালে অনেক অনিয়ম ধরা পড়ে। তাই বলে ধর্মীয় গোষ্ঠীটির নিজস্ব নিয়মে হস্তক্ষেপ করা কি যুক্তিসংগত?

রামকৃষ্ণ মিশন কিংবা ভারত সেবাশ্রম সংঘ স্বশাসিত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান। নিজস্ব নিয়মে সেই প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হয়। তাতে নাক গলানো কি সরকারের উচিত? এতে ধর্মীয় স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হয়। যতক্ষণ সংবিধান অনুযায়ী দেশটা ধর্মনিরপেক্ষ, ততক্ষণ স্বাধীনভাবে সমস্ত ধর্মীয় গোষ্ঠীর পথ চলা আইনসিদ্ধ শুধু নয়, ন্যায়সংগতও বটে। এই ধরনের প্রতিষ্ঠানে অন্য ধর্মের কাউকে সম্পৃক্ত করা তাই অনুচিত। একইসঙ্গে অন্যায়।

অতীতে দেবোত্তর সম্পত্তির নামে এ দেশের রাজা, জমিদাররা অনেক কিছু কুক্ষিগত রাখতেন। এরকম নজির অনেক। বিভিন্ন সরকারি নথিতে বহুবার তা প্রকাশ্যে এসেছে। দেবোত্তর সম্পত্তি এখনও আছে। সেই সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অনেক ক্ষেত্রেই ট্রাস্ট জাতীয় প্রতিষ্ঠান আছে। সেই প্রতিষ্ঠান পরিচালনার নিজস্ব রীতি, নিয়ম আছে। সেখানে সরকার সহযোগীর ভূমিকায় থাকে। কিন্তু ভিন্নধর্মের কারও সম্পৃক্ত থাকা নৈব নৈব চ। কোচবিহারের দেবোত্তর ট্রাস্ট তার প্রমাণ।

তাহলে শুধু ওয়াকফ সম্পত্তি দেখভালে বিভিন্ন বোর্ড, কাউন্সিল বা কমিটিতে মুসলিম ভিন্ন অন্য ধর্মের কাউকে সদস্য করার প্রয়োজনীয়তা কেন দেখা দিল? প্রশ্নটা উঠতেই পারে। অনিয়ম ঠেকানোর নাম করে গোটা পরিচালন ব্যবস্থায় কি এটা হস্তক্ষেপের শামিল নয়। খ্রিস্টান মণ্ডলী বা ডায়োসিসগুলিতে কি এরপর একই বিধান চালু করা হবে। কিংবা দেবোত্তর সম্পত্তি বা রামকৃষ্ণ মিশন, ভারত সেবাশ্রম কিংবা তিরুপতি মন্দির ট্রাস্টেও কি তাই হবে?

আইন যদি করতেই হয়, তাহলে পক্ষপাত থাকা উচিত নয়। শুধু ওয়াকফের বেলা এক নিয়ম, অন্য ক্ষেত্রে ভিন্ন নিয়ম কিন্তু গোটা ব্যবস্থাটার উদ্দেশ্যকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দিতে পারে। এক যাত্রায় পৃথক ফল হওয়া ধর্মনিরপেক্ষ দেশে বাঞ্ছনীয় নয়। সংশোধনী আইনে যা যা বিধান আছে, তাতে ওয়াকফ সম্পত্তিকে সরকার নিজের হাতে নিয়ে নিতে পারে। কে না জানে, বহু সরকারি সম্পত্তিকে কেন্দ্র করে আমাদের দেশে নানা অনিয়মের অভিযোগ ওঠে।

সরকারি সম্পত্তি ভোগদখলে জড়িয়ে যায় অনেক জনপ্রতিনিধি ও প্রশাসনের কারও কারও নাম। শুধু জড়ায় না, এরকম অনিয়মের উদাহরণ অনেক। ফলে শুধু ওয়াকফের ক্ষেত্রে আঁটিসাঁটি, অন্য ক্ষেত্রে দাঁতকপাটি মনোভাবের পেছনে কারণ নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। সরকারের উচিত, সেই প্রশ্নগুলির উত্তর পরিষ্কার করে পরবর্তী পদক্ষেপের পথে এগোনো।

অমৃতধারা

ব্যাংকে সঞ্চিত অর্থের পরিমাণ সামান্য হলেও যার জীবনে 'পরিতৃপ্তি' আছে সে-ই যথার্থ সম্পদের অধিকারী। মনের বন্ধন মুক্তিতেই আসল স্বাধীনতা, আনুষ্ঠানিক ফিতে কেটে তা আসে না। অন্যকে সুখ দেওয়া এক মহান দানশীল কাজ। প্রফুল্লচিত্তের অধিকারী সদাই উদ্দীপ্ত থাকে, তার সংস্পর্শে লোকের মুখেও তেমনি হাসি ফুটে ওঠে। হাসিমুখে অনেক আপাত কঠিন কাজকে সহজ করে নেওয়া যায়।

নিজের উন্নতির জন্য সময় ব্যয় করলে অন্যের সমালোচনার জন্য আর সময় কোথায়! জীবনের মধুরতাকে আস্বাদন করতে হলে অতীতকে ভুলে যাওয়ার শক্তির অধিকারী হতে হবে। ব্যর্থ বা অহেতুক কাজ মনকে ভারী ও ক্লান্ত করে, ভালো বা কল্যাণকারী কাজ নিজেকে সুখী, হালকা ও তরতাজা করে।

-ব্রহ্মাকুমারী

আলোচিত

ছোট থেকেই ও ৯০ মিটারের ওভার বাউন্ডারি মারতে পারত। তখন ওর বয়স ১০। দিনে ৩৫০ থেকে ৪০০ বল খেলত সূর্যবংশী। তুলে মারতে বলতাম ফিল্ডারদের এড়ানোর জন্য। লক্ষ করলে দেখবেন, ওর হাতের অবস্থান অনেকটা যুবরাজ সিং বা অভিষেক শর্মার মতো থাকে।

- **মণীশ ওঝা** *(বৈভব সূর্যবংশীর কোচ)*

ভাইরাল

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অনুষ্ঠানে পড়ুয়াদের পারফর্ম করা সাধারণ ঘটনা। কিন্তু অধ্যাপকদের পারফরমেন্স সচরাচর চোখে পড়ে না। এবার ছাত্রদের সিনিয়ার ব্যাচের বিদায় অনুষ্ঠানে দিল্লি ইউনিভার্সিটির প্রফেসরদের পারফরমেন্স অনুষ্ঠানটিকে স্মরণীয় করে তুলেছিল।

আজ

২০২০

কিংবদন্তি ফুটবলার চুনী গোস্বামীর জীবনাবসান হয় আজকের দিনে।

২০২

আজকের দি
প্রয়াত
অভি
ঋষি কা

সোজা-সাপটা

সত্যজিৎ বলেছিলেন, ''সংক্ষিপ্ত কিশোর সংস্করণ 'আম আঁটির ভেঁপু'র ইলাস্ট্রেশন করছিলাম, সেই সময় আইডিয়াটা মাথায় আসে। সংক্ষিপ্তসারই ভরসা দিল ছবিটা ম্যানেজেবল ফর্মে আনা যায়, মূল উপন্যাস প্রথমে পড়লে এই সাহস হয়তো আমার হত না।''

ভাদ্রের ভ্যাপসা দুপুরে পথের পাঁচালী দর্শন

শংকর

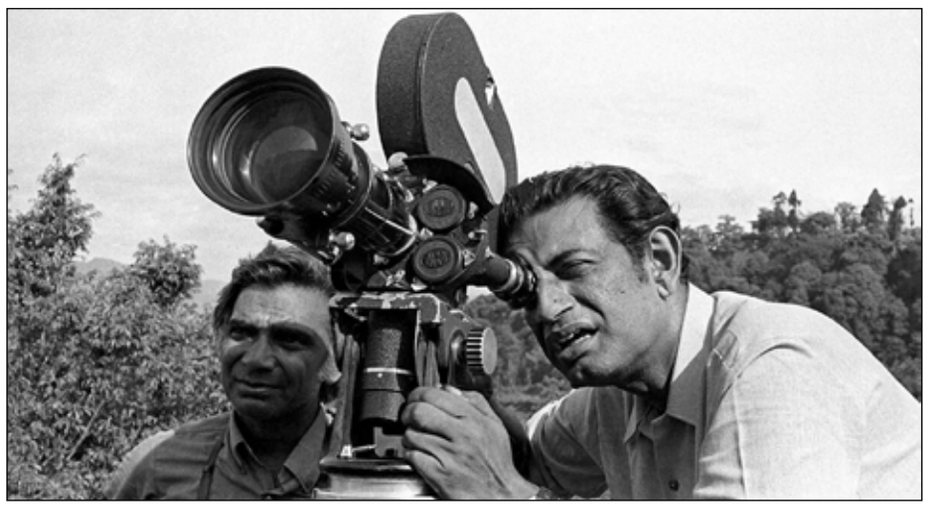

আমি কোনও চলচ্চিত্র বিশারদ নই। অজস্র ছবি দেখার অভিজ্ঞতাও নেই আমার। তবু মনে আছে সেই অভিজ্ঞতা। বহুবছর আগে দেখা সেই ছবির দৃশ্যগুলো আমাকে এতটাই আচ্ছন্ন করেছিল যে, তার রেশ মৃত্যু পর্যন্ত কাটবে না। সত্যি বলতে, জীবনে এমন ঘটনা খুব কমই ঘটে থাকে।

যে ঘটনার কথা বলছি, তা সেই ১৯৫৫ সালের কথা। তখন বেঙ্গল চেম্বারের অফিসে কাজ করি। ভাদ্র মাসের ভরদুপুর। সেই ভ্যাপসা দুপুরেই আমরা অফিস পালিয়ে একটা ছবি দেখার ষড়যন্ত্র এঁটেছিলাম। কী ছবি, কোন ছবি দেখতে যাব? সে সবের তোয়াক্কা ছিল না। সেই সপ্তাহে মুক্তি পেয়েছিল বাংলায় কঙ্কাবতীর ঘাট, হিন্দিতে নগদ নারায়ণ, ইংরেজিতে দেয়ার্স নো বিজনেস লাইক শো বিজনেস। এবং ওই একই সপ্তাহে মুক্তি পেয়েছিল এক অখ্যাত পরিচালকের নতুন ছবি। বন্ধুর পাল্লায় পড়ে সেই অখ্যাত ছবিটাই দেখতে গিয়েছিলাম কর্নওয়ালিশ স্ট্রিটের বীণা সিনেমায়। তাই এই নবতিপর বয়সেও গর্ব করে বলতে পারি, কলকাতায় প্রথম দিনের প্রথম শো-তে পথের পাঁচালী দেখার বিরল সৌভাগ্য অর্জন করেছিলাম আমি। এখন যাকে বলে এফডিএফএস।

অবশ্য এটাও ঠিক, পরিচালক হিসাবে নতুন হলেও সত্যজিৎ কিন্তু সংস্কৃতি জগতে নতুন নন। বিখ্যাত বিজ্ঞাপন সংস্থা ডি জে কিমার কলকাতা শাখার আর্ট ডিরেক্টর হিসাবে কাজ করেছেন। কলেজ স্ট্রিট বইপাড়ার প্রচ্ছদশিল্পী হিসাবেও সত্যজিতের যথেষ্ট সুনাম অর্জন হয়েছে ততদিনে। ফলে, সিনেমা তৈরির খড়কুটো তিনি যে একটু একটু করে সংগ্রহ করেছিলেন, সেকথা বলাই বাহুল্য।

সবচেয়ে বড় কথা, দুর্ভাগা বাঙালির ঘরে জন্ম নিয়েও তিনি আমাদের বাঙালির, ভারতবাসীর মুখ উজ্জ্বল করেছেন জগৎসভায়। পথের পাঁচালী যে রসসৃষ্টির ইতিহাসে এক কীর্তিস্তম্ভ, তা সর্বজনবিদিত। পথের পাঁচালীর স্রষ্টা সত্যজিৎ রায় এমন এক ঊর্ধ্বলোকে বিরাজ করেছেন, যেখানে কোনও প্রশস্তিই তাঁর পক্ষে সুবিচারের নয়। আর্টের ক্ষেত্রে, সাহিত্যের ক্ষেত্রে, সৌন্দর্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে এমন দুর্লভ ঘটনা ক্বচিৎ কদাচ ঘটে থাকে। বীণা সিনেমায় সিনেমা দেখতে বসে এই মহৎ সৃষ্টির প্রতি নতমস্তকে প্রণাম জানানো ছাড়া আমার মতো মানুষের আর কিছুই করার ছিল না।

পথের পাঁচালী দ্বিতীয় বার দেখি তিরিশ বছরের ব্যবধানে। কেন এত দীর্ঘ বিরতি? দেখিনি এই আশঙ্কায় যে, প্রথম দর্শনে বুকের মধ্যে যে বিস্ময়ের রসায়ন সৃষ্টি হয়েছিল তা নষ্ট হতে পারে, এমন কোনও ঝুঁকি আমি নিতে বিন্দুমাত্র প্রস্তুত ছিলাম না। এবং এই অতি বৃদ্ধ বয়সেও স্বীকার করি, তিরিশ বছরের ব্যবধানে পথের পাঁচালী পুনর্দর্শনের দুঃসাহস দেখিয়ে আমি জীবনে ভুল করিনি। সেদিন মনে হয়েছিল, নতুন ছবি দেখছি। ছবিটা তো বদলায়নি, তাহলে কি আমি নিজেই বদলে গিয়েছি আপাদমস্তক! ঠিক বুঝতে পারিনি সেদিন। পথের পাঁচালীর দেশেই আমার জন্ম, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় আমার গাঁয়ের লোক, দারিদ্র্য কাকে বলে তা আমিও বিলক্ষণ জানি। প্রথমবার পথের পাঁচালী দেখার সময় অপু-দুর্গা-সর্বজয়া-হরিহরের দুঃখ এতটা দুর্বিষহ মনে হয়েছিল যে, ছবিটা আর মাত্র মিনিট পনেরো চললে আমি ভেঙে খানখান হয়ে যাব বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু এতগুলো দশক পরে মনে হয়, দুঃখের সঙ্গে চিরন্তন আনন্দের, মলিনতার সঙ্গে সীমাহীন সৌন্দর্যের এমন দুর্লভ মিলন যিনি এমন অনায়াসে করতে পারেন, রসসৃষ্টির ইতিহাসে তিনি চিরদিন তাজমহলের মতো বিরাজ করবেন এবং সর্বশ্রেণির শিল্পস্রষ্টার প্রণম্য হয়ে উঠবেন।

পথের পাঁচালী দেখার দীর্ঘ তিরিশ বছর পরে পুনরায় ছবিটি দেখা এবং পুনরায় বিস্ময়ে বিস্মিত হওয়া। তবে সেই বিস্ময়-রেশ কাটবার আগেই সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে দেখা হয়েছিল অগ্রহায়ণের এক নির্জন দুপুরে। ভেবেছিলাম, খোঁজ করব—সৃষ্টি বড় না স্রষ্টা বড়! স্রষ্টা নিজেই অনেক সময় তাঁর সৃষ্টির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নেমে পড়েন কিনা! কিন্তু আশ্চর্য এই, কলকাতার বিশপ লেফ্রয় রোডের তিনতলার সেই বিখ্যাত ঘরে সত্যজিতের মুখোমুখি হয়ে কোনও প্রশ্ন করার বাসনাই রইল না। যে মানুষ পথের পাঁচালী সৃষ্টি করতে পারেন সেই মানুষকে প্রশ্নোত্তরের কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে জেরা করার মতো উকিল তো নই আমি। সত্যজিৎ বোধহয় আমার সমস্যাটা বুঝেছিলেন। নিজের থেকেই বলেছিলেন, 'তিরিশ বছর ধরে পথের পাঁচালী সম্পর্কে এত জায়গায় এত কথা বলেছি যে নতুন কথা কিছুই অবশিষ্ট নেই।' বুঝতে পেরেছিলাম, উনি জানতে চাইছেন, আমি তিরিশ বছর ধরে কী করেছি! দেখা করতে এত দেরি হল কেন? নূতনত্ব সম্পর্কে আমার অহেতুক চিন্তা নেই। কারণ পথের পাঁচালী সংক্রান্ত কোনও কথাই কোনও দিন পুরোনো হবে না। চির নূতনের পরশপাথর যে অপু-দুর্গার ছবির মধ্যেই চিরদিনের মতো লুকিয়ে রয়েছে। সত্যজিৎ শুরু করলেন তাঁর কথা, ''বিজ্ঞাপনের অফিসে আর্ট ডিরেক্টরের চাকরি করতাম, কোনও দিন যে চিত্র পরিচালক হব এমন ধারণা ছিল না। তবে ছবি দেখতে ভালো লাগত এবং পরে এই ভালোলাগাটাই সিরিয়াস টার্ন নিল। অনেকে হয়তো বিশ্বাস করবেন না, কিন্তু মূল উপন্যাসটা পড়বার আগেই আমি পথের পাঁচালী ছবি তৈরির সিদ্ধান্ত নিই। ডি কে গুপ্তর প্রকাশনা সংস্থা সিগনেট প্রেসের জন্যে সংক্ষিপ্ত কিশোর সংস্করণ 'আম আঁটির ভেঁপু'র ইলাস্ট্রেশন করছিলাম, সেই সময় আইডিয়াটা মাথায় এসে গিয়েছিল। সংক্ষিপ্তসারটাই আমাকে ভরসা দিল ছবিটা ম্যানেজেবল ফর্মে আনা যায়, মূল উপন্যাসটা প্রথমে পড়লে এই সাহস হয়তো আমার হত না।''

সত্যজিৎ বলে চলেন, 'এই সময় বিজ্ঞাপন এজেন্সির কাজকর্ম সম্পর্কে আমার ক্লান্তি এবং বিতৃষ্ণা জাগছিল। প্রত্যেকটি ক্লায়েন্টকে খুশি করার কাজ ভালো লাগছিল না। তার ওপর অনেক খেটেখুটে হয়তো একটা ভালো কাজ করলাম, অবুঝ ক্লায়েন্ট এককথায় তা নাকচ করে দিলেন। মনের মধ্যে তখন স্বাধীন হবার ইচ্ছে, আমার এমন কোনও কাজ চাই যেখানে আমিই সর্বেসর্বা হব। সেই সময় আমি আপিসের কাজে সামান্য সময়ের জন্যে বিলেত যাই। চাকরির ফাঁকে ফাঁকে ওখানে অন্তত একশোটা ছবি দেখে ফেলেছি। ইউরোপীয় গুরুদের ছবি দেখে মনে হয়েছিল নতুন ভাবে, নতুন পথে, অল্প খরচে, মানবিক আবেদনসম্পন্ন ছবি আমরাও বা তৈরি করতে পারব না কেন?'

'তখনই নেশাটা চেপে গেল। ১৯৫০ সালের অক্টোবরে দেশে ফেরবার পথে জাহাজেই চিত্রনাট্যের একটা খসড়া তৈরি করে ফেললাম। তারপর কলকাতায় অফিস-কাজের ফাঁকে ফাঁকে চিত্রনাট্যের কাজ করেছি। এবার ভাবলাম কোনও প্রোডিউসারকে আগ্রহী করা যায় কি না। ধর্মতলায় প্রোডিউসারদের দরজায়-দরজায় ঘুরেছি, কত লোককে বারবার শুনিয়েছি, জুতোর গোড়ালি খয়ে গিয়েছে, কিন্তু কাউকে রাজি করাতে পারিনি রাগ হত, এখন দোষ দিই না ওঁদের। আমাদের পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল না। প্রোডিউসারদের নিশ্চয় হত, এঁরা কি পারবেন? কিন্তু ছবি করার ইচ্ছেটা এতই প্রবল যে আমার অফিসের ইংরেজ ম্যানেজ সঙ্গে কথা বলি, একটা ছবি করে দেখতে চাই। ম্যা বললেন, উইকএন্ডে কাজ করো, ছুটিছাটায় কাজ আমি এক মাসের সবেতন ছুটি পেলাম। প্রোডিউ দ্বারস্থ না হয়ে, আমাদের নিজেদের যে সংগতি তাই দিয়েই কাজ শুরু করার সিদ্ধান্ত হল। ইতি অপু এবং দুর্গাকে পাওয়া গিয়েছে। আমরা ১৯৫৩ অক্টোবর মাসে জগদ্ধাত্রীপুজোর দিনে এক কাশবনে আরম্ভ করলাম। লোকেশন শক্তিগড়ের আগে প স্টেশনের কাছে। প্রকাণ্ড মাঠে কাশবন, সেখান অপু-দুর্গা ট্রেন দেখবে।'

সত্যজিৎ প্রথম দিনের অভিজ্ঞতাও ভাগ নিলেন। 'প্রথম দিনেই আমাদের অনেক ভুল ত আমরা অনেক থিওরি আয়ত্ত করেছি, অথচ হাতে কাজ করার অভিজ্ঞতা নেই আমাদের। কিন্তু আমর যাইনি, কাজ করতে করতে আমরা অভিজ্ঞতা করেছি এবং এগিয়ে গিয়েছি। আমার মনে আছে, যখন শক্তিগড়ে গিয়েছি, তখন কাশফুল শুকিয়ে মাঠের রূপ অন্য হয়ে গিয়েছে। আমরা আবার এব পরে সেখানে ফিরে এসেছি কাশবনের খোঁজে।'

চরিত্রদের কথাও সত্যজিৎ বলে চললেন না বিশেষ করে ইন্দির ঠাকরুণের কথা। সত্যজিৎ তাঁর লেখার উল্লেখ করলেন। অপু, দুর্গা, হরিহর, সর্ব ভূমিকা নির্বাচন হয়ে গিয়েছে। প্রসন্ন, সেজোঠা নীলমণির স্ত্রীর সম্বন্ধেও মনস্থির হয়ে গিয়েছে। চুর্ণি দেবীর হদিস দেন রেবাদেবী। চুনিবালা দেবী নিভাননী দেবীর মা, একসময় তারাসুন্দরী, নগেন্দ্র মঞ্চে অভিনয় করেছেন। তো যাই হোক, চুনিবাল আমাদের হতাশ করলেন না। 'পঁচাত্তর বছরের গাল তোবড়াইয়া গিয়েছে, মাজা ঈষৎ ভাঙিয়া সামনের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে।' বর্ণনার সঙ্গে হল না।

চুনীবালা দেবীকে নিয়ে কাজ করার সময় ব এই কথাটাই মনে হয়েছে যে, এঁর সন্ধান না আমাদের পথের পাঁচালী সার্থক হত না।'

সত্যজিৎ এও বলেছিলেন, 'যে আড়াই ধরে পথের পাঁচালী তৈরি করেছি সেই সময়ে অফিসে তিনজন ম্যানেজার এসেছেন—এঁরা তি আমাকে যথেষ্ট সহানুভূতি দেখিয়েছেন। কখনও ছুটি, কখনও হাফ পে, কখনও উইদাউট পে দিয়েছেন। শেষ ম্যানেজার নিকলসন ছবিটা যখ শেষ করে এনেছি, তখনই দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। বোধহয় বুঝেছিলেন, একে বোধহয় আর অফিসে রাখা যাবে না।'

সত্যিই ধরে রাখা যায়নি আমাদের সত্যজি কোনও নিক্তিতেই তাঁকে ধরা যায় না, মাপ না। তিনি যে বিশ্ববন্দিত, বিশ্বনন্দিত। এমন উচ্চ বাঙালি বিরলতম।

জনমন জনমত

হিংসার বদলে হিংসা সমাধান নয়

আজ আমরা চারদিকে তাকালে দেখতে পাই অধর্ম অনেককে করে তুলছে হিংসাপরায়ণ তথা মানবতাবিরোধী। আর তখনই তৈরি হচ্ছে অরাজকতা ও নিধনের মতো জঘন্য কাজ। ইতিহাস তাই-ই বলে। পহলগাম কাণ্ড এসবেরই মর্মন্তুদ সাক্ষী। আমাদের এখন উচিত একটা দীর্ঘমেয়াদি ব্যবস্থা নেওয়া। এজন্য সব স্তরের মানুষের প্রকৃত মানুষ হওয়ার সুশিক্ষা নেওয়া উচিত। শুধু হিংসার বদলে হিংসা সমাধান নয়। আর সর্বস্তরে অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করা খুবই দরকার।

দেবাশিস গোপ
কুশমণ্ডি, দক্ষিণ দিনাজপুর।

কাশ্মীরে নতুন সকালের অপেক্ষায়

ভারত ভালো নেই। তার হৃৎপিণ্ড কাশ্মীরে আজ হিন্দু-মুসলিম দ্বন্দ্ব। ভারতের হৃৎপিণ্ডে আজ বারুদের গন্ধ। কত হিন্দু মরেছে অকারণে। আমরা তো 'একই বৃন্তের দুটি কুসুম' তাহলে কেন এত দণ্ডভেদ? কীসের লড়াই, কীসের রক্তপাত?

বন্ধ হোক এই রক্তপাত, বন্ধ হোক হিন্দুদের অকারণে মারা। চলো গর্জে উঠি আমরা আবার। আমাদের যত হিন্দু মরেছে তার প্রতিশোধ নেওয়া হোক। আর যেন কোনও স্ত্রী স্বামীহারা না হন, যেন না ঝরে কোনও মা ও সন্তানের চোখের জল। ভূস্বর্গ হোক সন্ত্রাসমুক্ত ও রক্তহীন।

অভীক দত্ত
উকিলপাড়া, জলপাইগুড়ি।

আজকের কাশ্মীর এবং বিষবৃক্ষ

সম্প্রতি ঘটে যাওয়া ভূস্বর্গের ন্যক্কারজনক সন্ত্রাসবাদী হামলার ঘটনা কিন্তু এখানেই শেষ নয়, সরকার বেশ কিছু কঠোর পদক্ষেপ করবে, প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে উত্তাপ-ভাব বিনিময় চলবে। রণংদেহি অবস্থান চলবে। ঠান্ডাও একদিন হবে, আবার হঠাৎ আগমন ঘটবে অন্য কোনও নির্জনে।

আসলে যে বিষবৃক্ষ রোপিত হয়েছিল, তা তো এখন ৭৮ বছরের বিশাল বৃক্ষ। অর্থাৎ ঔপনিবেশিক শাসনকালে ক্ষমতালিপ্সু নেতৃত্বের অভ্যন্তরীণ বোঝাপড়ায় দ্বিজাতিতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা এবং যার ফল দেশ ভাগ। এক থেকে খণ্ডিত ভারত ও অপর অংশ পাকিস্তান। এক ভূখণ্ড কিন্তু দুই দেশ। তারপর আমাদের পরিবারের জমি ভাগাভাগির মতো শুরু হল দখল নেওয়ার লড়াই, দেশভাগের যন্ত্রণা, দাঙ্গা, লুটতরাজ- সে সব তো আজ ইতিহাস।

দু-অংশের মানুষের মনে শুরু হল বিষ বপন। এরা অল্প সংখ্যায় হলেও, বিষ তো বিষই হয়। ধীরে ধীরে এরা বিস্তারে লেগে গেল।

কাশ্মীরে যখনই স্বাভাবিক অবস্থা ফেরে, মানুষজন বিগত দিনের ভুলের থেকে শিক্ষা নিয়ে রুটিরুজি ও সামাজিক কাজে মনোনিবেশ করে অন্য প্রদেশের সঙ্গে একাত্ম হতে চায়, ঠিক সেই সময় কখনও পুলিশ-মিলিটারিদের ওপর আক্রমণ, কখনও সাধারণ কাশ্মীরি জনগণের ওপর, কখনও আপেলখেতে কর্মরত শ্রমিকদের ওপর আক্রমণের ঘটনা ঘটে। আর এবার তো পর্যটক হত্যা করে পর্যটনশিল্পের ওপর আঘাত হানার চেষ্টা করা হল। অর্থাৎ কাশ্মীরি জনগণকে জোর করে ভারতবিদ্বেষী করে তোলা। দ্বিজাতিতত্ত্বের এই বিষ এখন ক্যানসারে পরিণত। শুধুমাত্র সামান্য রে-তে কাজ হবে না, শরীরের ক্যানসারের অংশ যেমন বাদ পড়ে, তেমনি আঘাত এখন দেওয়ার সময়।

শেষে বলি, মানুষে মানুষে ধর্মের বলি না হয়ে এসো কাঁধ মিলায়ে ভাতের গন্ধ খুঁজি।

নীতীশ মণ্ডল
সুকান্তপল্লি, শিলিগুড়ি বাজার।

সন্ত্রাসবাদ নির্মূলে কঠোর হওয়া প্রয়োজন

'চতুর্দিকে রক্ত, শুধু রক্ত/ আমারই বন্ধু ও ভাই ছিন্নভিন্ন/ এতে কার জয়?/ রক্তমাখা নোংরা এই সিঁড়ি দিয়ে আমি কোনও স্বর্গেও যাব না'- কাশ্মীরের পহলগামের হত্যালীলা দেখে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের এই লাইনগুলোই মনে পড়ছে বারবার।

কাশ্মীর বরাবরই পর্যটকদের প্রিয় জায়গা হয়ে থেকেছে। কাশ্মীরের কথা উঠলেই সেই বিখ্যাত ফারসি পংক্তি মনে আসে— 'অগর ফিরদৌস বার রু-ই জমিন আস্ত/ হামিন আস্ত-ও হামিন আস্ত-ও হামিন আস্ত।' বাংলায় অনুবাদ করলে যার মানে দাঁড়ায়, 'পৃথিবীতে কোথাও যদি স্বর্গ থেকে থাকে, তবে এখানেই।'

অথচ সেই ভূস্বর্গ বলে পরিচিত কাশ্মীরই রক্তে লাল হয়ে গিয়েছে অতীতে বারবার। সাম্প্রতিক হামলাও তার প্রমাণ।

যাঁরা একটু আনন্দের আশায়, ভ্রমণের নেশায় পরিবারের সঙ্গে ছুটি কাটাতে গিয়ে প্রাণ হারালেন তাঁদের কী দোষ ছিল? এই মৃত্যুর কোনও সান্ত্বনাবাক্য হয় না।

নিরীহ মানুষকে মেরে কোন স্বার্থসিদ্ধি হয় সত্যিই জানি না। আসলে সন্ত্রাসবাদের মূল উদ্দেশ্য, নিরীহ মানুষের প্রাণ নিয়ে ভয় এবং আতঙ্ক তৈরি করা। সন্ত্রাসবাদ তাই বারবার মানুষের রক্ত ঝরিয়ে নিজের অস্তিত্ব জাহির করতে চায়। কিন্তু সময় এসেছে, সন্ত্রাসবাদের চোখে চোখ রেখে কথা বলার, তাকে মূল থেকে উপড়ে ফেলার। সন্ত্রাসবাদকে রুখে দিতে গেলে কঠিন, কঠোর হতে হবে। আর কোনও রাস্তা নেই, পথ নেই। একজন নিরীহ মানুষও যাতে সন্ত্রাসবাদের বলি না হন, তার জন্য যা যা পদক্ষেপ করা দরকার, তা পালন করাই এই মুহূর্তে সবচেয়ে জরুরি কাজ।

অরিন্দম ঘোষ
শিবমন্দির, শিলিগুড়ি।

শব্দরঙ্গ ■ ৪১২৮

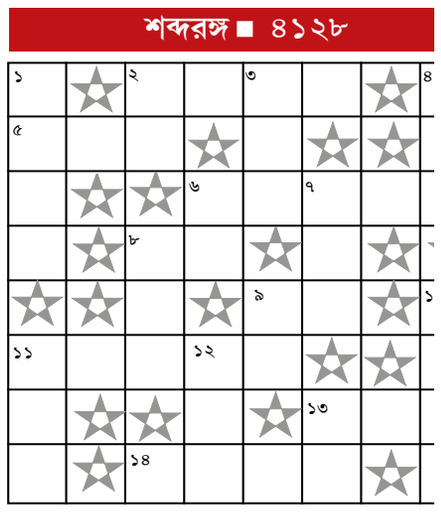

পাশাপাশি : ২। ধ্বংস বা বরবাদ হয়ে যাওয়া ৫ পানের ব্যবসা করেন ৬। পরস্পর সম্পর্কহীন দুটো রকম ঘটনা ৮। কোমরে পরার গয়না, পোকাও হতে ৯। বউ, ধর্মপত্নী বা স্ত্রী ১১। যে বনে অনেক কদম গাছ ১৩। যা নষ্ট হয় না, চিরন্তন ১৪। এই মালিক পুরুষ নন

উপর-নীচ : ১। সাবধান বা সতর্ক করা ২। বন্যায় মাটি ৩। পদ্মরাগের মতো রত্ন ৪। গাছের ডালে বাসা ৬। ধুতির পেছনে গোঁজার অংশ ৭। দেওয়া-নেও আদানপ্রদান ৮। কালক্ষেপ বা দেরি করা ৯। নিঃস্বার্থ কিছু দেওয়া ১০। একটি অসুখ ১১। ধূসর রং ১২। বংশের দ্বিতীয় রাজা ১৩। অস্ত্র ধার দেওয়ার পাথর।

সমাধান ■ ৪১২৭

পাশাপাশি : ১। হাতপাখা ৩। সজনে ৫। স্বখাতসলিল ৬। ৭। শতেক ৯। কালানুক্রমিক ১২। লাবণি ১৩। করণিক।

উপর-নীচ : ১। হাড়পাজি ২। খামোখা ৩। ৪। নেউল ৫। স্বর ৭। শক ৮। কপর্দক ৯। কামিলা ১০। ১১। মিশুক।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com,
Website : http://www.uttarbangasambad.in

ছোট্ট তারা

মালদা শহরের ঝলঝলিয়া মহানন্দাপল্লি এলাকার খুদে তারকা সৌগত দাস (১০) নাচ ও যোগে জেলাস্তরের প্রতিযোগিতায় নজর কেড়েছে। নৃত্যশিল্পী হওয়ার স্বপ্ন রয়েছে তার।

ট্রেনে তল্লাশি, ট্রলিব্যাগে উদ্ধার মাদক

মালদা, ২৯ এপ্রিল : তেজস রাজধানী এক্সপ্রেসে মাদক পাচারের অভিযোগ উঠল। ট্রলিব্যাগে গাঁজা পাচারের অভিযোগ পেয়ে মালদা টাউন স্টেশনে তল্লাশি চালিয়ে তা বাজেয়াপ্ত করল রেল পুলিশ।

তবে এ ঘটনায় কেউ গ্রেপ্তার হয়নি। এমনকি কে এই ট্রলিব্যাগটি রেখেছে তাও এখনও জানা যায়নি। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে রেল পুলিশ। ঘটনায় যাত্রী নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

মালদা স্টেশনের রেল পুলিশের আইসি প্রশান্ত রায় বলেন, 'গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ট্রেনে অভিযান চালিয়ে ওই সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। তদন্ত চলছে।'

রেল দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, গুয়াহাটি-দিল্লি তেজস রাজধানী এক্সপ্রেস সপ্তাহে একদিন মালদা টাউন স্টেশন হয়ে যায়। মঙ্গলবার দুপুরে ট্রেনটি মালদা টাউন স্টেশনে পৌঁছালে তল্লাশি চালায় রেল পুলিশ। ওই সময় ট্রেনের বি-৯ কোচে একটি সন্দেহজনক ট্রলিব্যাগ দেখতে পায় তাঁরা। তার মধ্যে থেকে ২০ কেজি গাঁজা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। যার বাজারমূল্য প্রায় লক্ষাধিক টাকা। সেগুলি প্লাস্টিকের ছোট ছোট প্যাকেটে মোড়ানো ছিল।

এদিকে প্রায় এক মাস আগে একাধিক ট্রেনে মালদা টাউন স্টেশন থেকে মাদক উদ্ধার হয়েছে। ঘটনাগুলিতে গ্রেপ্তারও করা হয়েছে বলে দাবি রেল পুলিশের।

এদিনের ঘটনায় রেল পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, ওই সামগ্রীগুলি গুয়াহাটি থেকে দিল্লি পাচারের ছক ছিল পাচারকারীদের। ঘটনায় কে বা কারা জড়িত আছে সেই তদন্তে নেমেছে রেল পুলিশ।

রক্তদান

বালুরঘাট, ২৯ এপ্রিল : পথ দুর্ঘটনায় আহত এক বৃদ্ধার জন্য মালদায় গিয়ে রক্তদান করলেন বালুরঘাটের মালঞ্চা এলাকার এক তরুণ। তাঁর নাম তুহিনশুভ্র দাস। তিনি পথের দিশা ফাউন্ডেশন নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সদস্য। রবিবার মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে গিয়ে ইভা মহন্ত নামে এক রোগীকে রক্তদান করেন তুহীন।

পথ দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়ে ইভা মালদার একটি নার্সিংহোমে ভর্তি রয়েছেন। চিকিৎসার জন্য চার ইউনিট রক্তের প্রয়োজন ছিল। তিন ইউনিট জোগাড় হলেও বাকি এক ইউনিট জোগাড় হচ্ছিল না। বিষয়টি জানতে পারেন ওই স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সদস্যরা। এরপর মালদা মেডিকেলে গিয়ে ওই বৃদ্ধার জন্য রক্ত দান করেন তুহিন। এবিষয়ে তুহিন বলেন, 'আমার এবি পজিটিভ রক্ত। ঘটনা জানতে পেরে আমি মালদায় গিয়ে রক্ত দিয়ে এসেছি।'

সহায়ক যন্ত্র বিলি

বুনিয়াদপুর, ২৯ এপ্রিল : বুনিয়াদপুর বিজেপি পার্টি অফিসে স্থানীয় সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারের উদ্যোগ এবং সহায়তায় এক দিব্যাঙ্গ সহায়ক ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হল। মঙ্গলবার এই ক্যাম্পে বহিরাগত দুই চিকিৎসক ১৪৬ জন দিব্যাঙ্গকে শনাক্ত করেন এবং তাদের সহায়ক যন্ত্র প্রদানের জন্য সুপারিশ করেন। স্থানীয় বিজেপি নেতা প্রবীর মণ্ডল বলেন, 'আজ শনাক্ত করা ১৪৬ জন দিব্যাঙ্গকেই প্রয়োজন অনুযায়ী ইলেক্ট্রিক হুইলচেয়ার, সাধারণ হুইলচেয়ার, শ্রবণ যন্ত্র, কোমরের বেল্ট, স্টিক ইত্যাদি পরবর্তীতে নির্ধারিত একদিন প্রদান করা হবে।'

পথসভা

বালুরঘাট, ২৯ এপ্রিল : সোমবার সন্ধ্যায় বালুরঘাট শহর মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে বালুরঘাট বাসস্ট্যান্ড চত্বরে একটি পথসভা হল। উপস্থিত ছিলেন তৃণমূলের জেলা সহ সভাপতি সুভাষ চাকি, মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি স্নেহলতা হেমরম প্রমুখ। সভায় কেন্দ্র সরকারকে কটাক্ষ করেন উপস্থিত তৃণমূল নেতারা।

বুধবার অক্ষয় তৃতীয়া। আগের দিন লক্ষ্মী নিয়ে ঘরের পথে। মঙ্গলবার মালদায়। - স্বরূপ সাহা

মালদা মেডিকেলে নেই পর্যাপ্ত প্রতীক্ষালয়

বারান্দায় মশারিতে রাত যাপন

কল্লোল মজুমদার

মালদা, ২৯ এপ্রিল : মেঘলা আকাশ, কখনও টিপিটিপ বৃষ্টি। সঙ্গে দমকা হাওয়া। তীব্র গরমের পর কিছুটা হলেও মনোরম আবহাওয়া। কিন্তু মশা, মাছির উপদ্রব। রাত তখন বারোটা ছুঁইছুঁই। তারই মধ্যে মালদা মেডিকেলের ট্রমা কেয়ার ইউনিটের বারান্দায় ঠাঁই নিয়েছেন একাধিক রোগীর পরিবার। রীতিমতো মশারি টাঙিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন বারান্দায়।

পাশ দিয়ে একের পর এক রোগী আসছেন চিকিৎসার জন্য। কারও হাত দিয়ে দর দর করে রক্ত ঝরছে। কারও বা ভেঙেছে পা। কেউবা আসছেন মারামারি করে মাথা ফাটিয়ে। সঙ্গে তিন-চারজন করে পরিবারের সদস্য। কাউকে ভর্তি নেওয়া হচ্ছে। কাউকে বা প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। যাঁদের পরিজনকে ভর্তি নেওয়া হচ্ছে তাঁরা মশার কামড় খেতে খেতে ঠাঁই নিচ্ছেন ট্রমা কেয়ার ইউনিটের বারান্দায়।

করবেনেই বা কি? ওই চত্বরে

নেই কোনও যাত্রী প্রতীক্ষালয়। অগত্যা ঠাঁই বারান্দায়।

বৈষ্ণবনগর থেকে এসেছিলেন অমৃতা মণ্ডল। হাসপাতালে ভর্তি তিনি। বাইরে অপেক্ষায় তাঁর আত্মীয় দেবাশিস মণ্ডল। রাতে থাকতে হবে জেনে তিনি তখন মশারি টাঙাতে ব্যস্ত। প্রশ্নের উত্তরে তাঁর জবাব, 'কাছাকাছি তো কোনও প্রতীক্ষালয় নেই। মাতৃমার সামনের প্রতীক্ষালয় খুব ছোট। আগে থেকেই জায়গা ভর্তি। তার উপরে খুব নোংরা। ট্রমা কেয়ার ইউনিটের বারান্দা তাও পরিষ্কার। ঝকঝকে আলো আছে।

> কাছাকাছি তো কোনও প্রতীক্ষালয় নেই। মাতৃমার সামনের প্রতীক্ষালয় খুব ছোট। আগে থেকেই জায়গা ভর্তি। তার উপরে খুব নোংরা।
>
> **দেবাশিস মণ্ডল**
> রোগীর আত্মীয়

তাই বাইরের দোকান থেকে প্লাস্টিক আর মশারি কিনে নিয়ে এসেছি। কোনওরকমে রাত কাটিয়ে দেব।'

একই কথা পুরাতন মালদা কিংবা মানিকচকের বাসিন্দাদেরও। পুরাতন মালদা থেকে বাইক দুর্ঘটনায় আহত ছেলের চিকিৎসার জন্য এসেছেন। তাঁকেও ভর্তি নেওয়া হয়েছে। ট্রমা কেয়ার ইউনিটের বারান্দায় বসে বাবা মহসিন আলমের মন্তব্য, 'বাইরে খোঁজ নিতে গিয়েছিলাম। কিন্তু, কোথাও থাকার জায়গা নেই। থাকলেও হাজার টাকা চাইছে। তাই বাধ্য হয়ে বারান্দায় শুয়ে রাত কাটিয়ে দেব।' তাঁর আরও দাবি, 'এত বড় মেডিকেল কলেজ। কিন্তু পর্যাপ্ত প্রতীক্ষালয় নেই কেন? আরও প্রতীক্ষালয় দরকার। সবার তো আর হোটেল ভাড়া করে থাকার ক্ষমতা নেই।'

রাত যত গড়াচ্ছে, ততই বাড়ছে মশার উপদ্রব। ছোট ছোট মশা যেন গোটা ট্রমা কেয়ার ইউনিট চত্বর দখল করেছে। একটু নিশ্চিন্তে বসারও জো নেই।

রোগীর পরিজনদের এই অভিযোগ প্রসঙ্গে মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষকে বার বার ফোন করা হলেও কোনও উত্তর মেলেনি।

ডাস্টবিনে অনীহা, বাইরে আবর্জনা

বালুরঘাট, ২৯ এপ্রিল : 'ক্লিন সিটি, গ্রিন সিটি'র লক্ষ্য নিয়েছে বালুরঘাট পুরসভা। সেই অনুযায়ী শহরের বিভিন্ন জনবহুল এলাকায় পচনশীল ও অপচনশীল বর্জ্য আলাদা করতে ডাস্টবিন বসিয়েছে পুর কর্তৃপক্ষ। কিন্তু সেই নীল ও সবুজ ডাস্টবিন ব্যবহারের উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে না স্থানীয়দের মধ্যে। বিভিন্ন জায়গায় ডাস্টবিনের সামনেই আবর্জনার পাহাড় জমে উঠছে। ফলে ডাস্টবিন কার্যত ফাঁকাই থেকে যাচ্ছে। বালুরঘাট পুরসভার চার নম্বর ওয়ার্ডে ঠিক এমনই ছবি ধরা পড়েছে। স্থানীয় কাউন্সিলার এলাকাবাসীকে সচেতন করবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন।

শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় রাস্তার ধারে পচনশীল বর্জ্য নিষ্কাশনের জন্য সবুজ

ডাস্টবিন ও অপচনশীল বর্জ্যর জন্য নীল ডাস্টবিন বসানো হয়েছে। বালুরঘাট পুরসভার তরফে প্রায় দশ লক্ষ টাকার অর্থ বরাদ্দে এমনই ৪০০টি ডাস্টবিন বসানোর কথা বলা হয়েছে। ইতিমধ্যেই শহরজুড়ে ১০০টি পচনশীল ও ১০০টি অপচনশীল ডাস্টবিন বসানো হয়েছে। বালুরঘাট পুরসভার উত্তর চকভবানী এলাকার মহিলা মহাবিদ্যালয়ের অডিটোরিয়ামের সামনেও এমন ডাস্টবিন বসানো হয়েছে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, সেই ডাস্টবিনের আশপাশেই স্থানীয়রা বেমালুম আবর্জনা ফেলে চলে যাচ্ছেন। মূলত, বর্জ্য পৃথকীকরণ প্রক্রিয়ার জন্য পচনশীল ও অপচনশীল বর্জ্য আলাদা করার প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, পচনশীল ও অপচনশীল বর্জ্য এক হয়ে পড়ে রয়েছে।

চার নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার নীতা নন্দী জানান, 'পচনশীল ও অপচনশীল বর্জ্য আলাদা করে ফেলার এই প্রকল্প স্থানীয়রা নতুন দেখছেন। তাঁরা হুইসেল ভ্যানে আবর্জনা ফেলাতে অভ্যস্ত হয়েছেন। এটিও ধীরে ধীরে বুঝে যাবেন। আমি ওয়ার্ডে বেরিয়ে এলাকাবাসীদের এই বিষয়ে সচেতন করতে নামব।'

বালুরঘাটে চলছে মূর্তি মেরামতির কাজ। ছবি ঃ পঙ্কজ মহন্ত

মনীষীদের মূর্তি সংস্কারে হাত পুরসভার

পঙ্কজ মহন্ত

বালুরঘাট, ২৯ এপ্রিল : রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে দীর্ঘদিন ধরে বেহাল অবস্থায় ছিল বালুরঘাটে মনীষীদের মূর্তি। অবশেষে সেইসব মূর্তি সংস্কারে নামল বালুরঘাট পুরসভা। এমনকি রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে সৌজন্যের নজির গড়তে চলেছে পুর কর্তৃপক্ষ। শহরের থানা মোড়ে থাকা আরএসপির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মূর্তি সংস্কারে হাত লাগিয়েছে তৃণমূল পরিচালিত পুরসভা। পাশাপাশি, স্থানীয় থেকে জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মূর্তি বসতে চলেছে শহরে।

বালুরঘাটে পুরসভার তরফে বিভিন্ন সময়ে একাধিক মনীষীর মূর্তি বসেছে শহরে। কোথাও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ক্ষুদিরাম বসুর তো কোথাও নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, মহাত্মা গান্ধি, মঙ্গল পান্ডের । মনীষীদের জন্ম ও মৃত্যুদিবসে সেগুলি পরিষ্কার করে মাল্যদান করা হয় ঠিকই। কিন্তু সেগুলোর সঠিক রক্ষণাবেক্ষণ হয় না বলে বহুবার অভিযোগ করেন বাসিন্দারা। পূর্ববর্তী পুরসভার বোর্ডের তরফেও মনীষীদের মূর্তিগুলির দেখভাল করা হয়নি বলে অভিযোগ। যার কারণে বর্তমানে অধিকাংশ মূর্তির নান্দনিকতা কমে এসেছে। কোথাও মূর্তির উপরে ধুলোর পুরু আস্তরণ জমেছে। আবার কোথাও মনীষীদের মূর্তির পাদদেশের পাথর ভেঙে গিয়ে জরাজীর্ণ অবস্থা। যদিও পুরসভার তরফে ইতিমধ্যেই অনেক মূর্তির মাথার উপরে আচ্ছাদন ও চারিদিকে ব্যারিকেড দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়েছে। তবু অনেক জায়গায় খারাপ হয়েছিল মূর্তির বেদি। অবশেষে মনীষীদের মূর্তিগুলো মেরামতি সহ সংস্কার করছে পুরসভা। শনিবার জেলা প্রশাসনিক ভবন সংলগ্ন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আবক্ষ মূর্তির বেদিতে নতুন পাথর বসানো হয়েছে। তার সঙ্গে পুরো এলাকা সাফাই করে দৃষ্টিনন্দন করে তোলার চেষ্টা চলছে। এমনকি বালুরঘাটবাসীর কাছে ধীরেন বন্দ্যোপাধ্যায় নামে পরিচিত তৎকালীন আরএসপি নেতার মূর্তিও সংস্কার করবে পুরসভা। যিনি একদা বালুরঘাটের বিধায়ক ছিলেন। বিরোধী দলের নেতা হলেও তিনি অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সেই বিষয়টি মাথায় রেখে তার মূর্তিকেও যথাযোগ্য সম্মান দিয়ে সৌজন্য রক্ষা করছে পুরসভা। তার সঙ্গে তৎকালীন কংগ্রেসি নেতা তথা স্বাধীনতা সংগ্রামী সরোজরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ের মূর্তি বসানোর পরিকল্পনা চলছে।

বালুরঘাট পুরসভার এমসিআইসি বিপুলকান্তি ঘোষ জানান, 'যেগুলো মূর্তি খারাপ হয়েছিল, সেগুলো ঠিক করা হচ্ছে। ধীরেন ব্যানার্জির মূর্তিও সংস্কার হবে। পাশাপাশি, বাঘাযতীন কলোনিতে সংগ্রামী বাঘাযতীন, ১১ নম্বর ওয়ার্ডে ভগৎ সিং, চকভৃগুতে ঋষি অরবিন্দ সহ স্থানীয় স্বাধীনতা সংগ্রামী সরোজরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, পুলিনবিহারী দাশগুপ্তর মূর্তি বসানোর চিন্তাভাবনা চলছে।'

মাটি দিয়ে ভরাট করে শ্রীমতীর বুকে গাছ রোপণ

অভিযোগ পেয়ে কাজ বন্ধের নির্দেশ চেয়ারম্যানের

অনির্বাণ চক্রবর্তী

কালিয়াগঞ্জ, ২৯ এপ্রিল : শহরের বুকে ফের নদী ভরাটের অভিযোগ সামনে এল। স্থানীয়দের অভিযোগ, মধুময় দেবগুপ্ত নামে এক জমি মাফিয়া প্রশাসনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে দিনের আলোয় নদীর বুক দখল করে ইউক্যালিপটাস গাছ লাগাচ্ছেন। মঙ্গলবার সকালে অভিযোগ পেয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শনে যায় কালিয়াগঞ্জ বিএল অ্যান্ড এলআরও অফিসের এক প্রতিনিধিদল। কয়েকজন কাউন্সিলার নিয়ে উপস্থিত হন কালিয়াগঞ্জ পুরসভার পুরপ্রধান রামনিবাস সাহা। প্রশাসনের উপস্থিতিতেই সাংবাদিকদের চোখ রাঙিয়ে প্রকাশ্যে হুমকি দেন ওই জমি মাফিয়ার সাগরেদরা।

পরিস্থিতি সরেজমিনে খতিয়ে দেখে পুরপ্রধান নির্দেশ দেন, সরকারি আমিন দিয়ে নদীর বুকের ওই বিতর্কিত জমি মাপজোখ করতে হবে। তার আগে ওই জায়গায় কোনওরকম কাজ করা যাবে না। এর আগেও কালিয়াগঞ্জ শহরে শ্রীমতী নদী দখলের অভিযোগ উঠেছিল মধুময় দেবগুপ্ত ওরফে মিঠুর বিরুদ্ধে। সেইসময় প্রশাসনের কড়া নজরদারির ফলে ওই অবৈধ কাজ সাময়িকভাবে বন্ধ রাখেন মিঠু। মাস কয়েক বিরত থাকার পর ফের মাটি ভরাট করে শ্রীমতী দখলের কাজ শুরু করেছেন তিনি। প্রশাসন ও সাধারণ মানুষের নজর থেকে নিজের অবৈধ কাজকে আড়াল করতে রায়গঞ্জ-বালুরঘাট রাজ্য সড়ক সংলগ্ন নদীর পাশে নিজস্ব জায়গায় উঁচু প্রাচীর নির্মাণ করে ঢেকে দিয়েছেন। তারপর চলছে মাটি ভরাট করে ও টিনের বেড়া দিয়ে নদী দখলের কাজ।

অভিযুক্ত মধুময় দেবগুপ্তর অবশ্য দাবি, 'মূলত কিছু স্থানীয় বাসিন্দা নদী দখলের অভিযোগ তুলছেন এবং এই অভিযোগের পিছনে নিশ্চয় তাঁদের কোনও উদ্দেশ্য আছে।'

স্থানীয় ৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার মনোজ সরকার বলেন, 'এভাবে নদী দখল হয়ে গেলে কালিয়াগঞ্জের মানুষ একদিন বিপদে পড়বেন। আমিও চাই, সরকারি আমিন দিয়ে জমি মাপজোখ করে নদীকে বাঁচানো হোক।'

কালিয়াগঞ্জ পুরসভার পুরপ্রধান রামনিবাস সাহার বক্তব্য, 'অভিযোগের ভিত্তিতে আমি আজ পরিদর্শনে গিয়েছিলাম। পুরসভার অনুমতি ছাড়াই শ্রীমতী নদীর গায়ে গার্ডওয়াল তোলা হচ্ছে। আগেও নদী দখল নিয়ে মধুময় দেবগুপ্তর বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছিল। সরকারিভাবে জমির সীমানা নির্ধারণ না হওয়া পর্যন্ত ওই জায়গায় কোনও নির্মাণকাজ করতে নিষেধ করা হয়েছে।'

ভূমি দপ্তরের আধিকারিক অমিতাভ মিশ্র জানিয়েছেন, 'কয়েকদিনের মধ্যেই সরকারিভাবে ওই বিতর্কিত জমি মাপজোখ করা হবে।'

সিপিএমের মিছিল

মালদা, ২৯ এপ্রিল : সরকারি পোলট্রি খামার শহর থেকে অন্যত্র স্থানান্তরের দাবি তুলে ফের আন্দোলনে নামল সিপিএম। সোমবার সিপিএম শহর এরিয়া কমিটির তরফে পোলট্রি ফার্ম সরানোর দাবি তুলে গৌড় রোড মোড় থেকে একটি মিছিল সংগঠিত করা হয়। মিছিলটি মালদা শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে বিমল দাস মোড়ে এসে শেষ হয়। উপস্থিত ছিলেন সিপিএম নেতা কৌশিক মিশ্র, শুভজিৎ মিত্র, অনুপম গুন, মিন্টু চৌধুরী প্রমুখ।

প্রদীপ বিলি শিক্ষকের

রায়গঞ্জ, ২৯ এপ্রিল : জম্মু কাশ্মীরের পহেলগাঁওতে জঙ্গিদের গুলিতে প্রাণ হারানোদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাতে শহরবাসীকে নিখরচায় মাটির প্রদীপ দিতে চান শিক্ষক বিজয় পাল। সুভাষগঞ্জ নিবাসী বিজয়বাবুর মাটির প্রদীপ সহ বিভিন্ন উপকরণের কারখানা আছে। ইতিমধ্যে তাঁর কাছে বহু মানুষ প্রদীপ নেওয়ার কথা জানিয়েছেন।

জোড়াসাঁকোর অনুষ্ঠান মঞ্চে পুরস্কার হাতে অনীক। - সংবাদচিত্র

জোড়াসাঁকোয় সংগীতে সেরা মালদার অনীক

জসিমুদ্দিন আহম্মদ

মালদা, ২৯ এপ্রিল : অগ্নিবীণা সর্বভারতীয় সংগীত প্রতিযোগিতায় মালদার বিজয় পতাকা উড়ালেন অনীক শর্মা। মালদা শহরের শুভঙ্কর বাঁধ এলাকার বাসিন্দা অনীক ভারতবর্ষের প্রায় দেড় হাজার প্রতিযোগীকে পিছনে ফেলে প্রথম স্থান অধিকার করেছেন। গত শুক্রবার জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে শ্রেষ্ঠ সংগীতশিল্পী হিসেবে পুরস্কৃত হন তিনি। কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১২৫তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে অগ্নিবীণা অ্যাকাডেমি ইন্ডিয়ার উদ্যোগে সর্বভারতীয় স্তরে নজরুলগীতি প্রতিযোগিতার আয়োজন হয়। বাছাইপর্ব থেকে মোট ৩টি রাউন্ডে প্রায় দেড় হাজার প্রতিযোগীকে পিছনে ফেলে অনীক শর্মা প্রথম হন। মঙ্গলবার অনিক মালদায় ফিরে আসলে শুভানুধ্যায়ীদের শুভেচ্ছার বন্যায় ভাসেন।

রাফা ইয়াসমিন, শ্রেষ্ঠা সেনের পর সংগীত জগতে উদীয়মান শিল্পী হিসেবে উঠে এলেন মালদা শহরের আর এক তরুণ অনীক শর্মা। শুভঙ্কর বাঁধরোড এলাকার এক ফ্ল্যাটবাড়িতে বসবাস করেন তিনি। বাবা সৌমেন শর্মা জেলার বিশিষ্ট তবলাবাদক। মা অনিন্দিতা শর্মা নামকরা সংগীতশিল্পী। সংগীত আবহেই অনীকের বেড়ে ওঠা। তবে শুরুর দিকে সংগীতের বদলে তবলা চর্চায় আগ্রহ ছিল তাঁর। এক জনপ্রিয় টিভি রিয়েলিটি শোয়ের মালদা অডিশন রাউন্ডে কৌতূহলবশত চলে যায়। তখন তার বয়স মাত্র মাত্র ৩ বছর। সবাইকে অবাক করে মূলপর্বে অংশগ্রহণের ডাকও পেয়ে যায়। খুদে সংগীতশিল্পীর এই প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হতেই ভোল বদলে যায়। গানের প্রতি ছেলের আগ্রহ দেখে প্রথমের দিকে মায়ের কাছেই তালিম নিতে শুরু করে। পরে কলকাতায় পণ্ডিত শুভদীপ মুখোপাধ্যায়ের কাছে তালিম নিতে শুরু করে। ৬ বছর বয়সে এক বাংলা টিভি চ্যানেলের সংগীত রিয়েলিটি শোয়ে লিটিল চ্যাম্প হয় অনিক। সংগীতের পাশাপাশি লেখাপড়ায়ও ভালো সে। ললিতমোহন হাইস্কুলে লেখাপড়া তাঁর। বর্তমানে নেতাজি সুভাষ ইউনিভার্সিটি থেকে ইংরেজি সাহিত্য নিয়ে স্নাতকোত্তর উত্তীর্ণ হয়েছেন।

অনীকের বাবা সৌমেন শর্মা জানিয়েছেন, 'বড় জায়গায় পৌঁছাতে অনীকের যাতে কোনও বাধা না হয়, তার জন্য আমি চেষ্টা চালাচ্ছি। ইতিমধ্যেই একটি বাংলা সিনেমা ও টিভি সিরিয়ালে প্লে ব্যাক করেছে। অগ্নিবীণা সর্বভারতীয় সংগীত প্রতিযোগিতায় এবার প্রথম স্থান অধিকার করেছে সে। বাবা হিসেবে ওর সাফল্যে গর্বিত।'

অনীক শর্মা সংবাদমাধ্যমকে জানান, 'মান্না দে এবং কিশোর কুমারের গান আমার ভালো লাগে। আর একালের গায়কদের মধ্যে অরিজিৎ সিং আমার ভীষণ পছন্দ। অরিজিৎদার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। উনি আমাকে কিছু পরামর্শও দিয়েছেন। আমি সেভাবে নিজেকে তৈরি করছি। রাজ্যের গণ্ডি পেরিয়ে এবার হিন্দি গানের জগতে পাড়ি দেওয়ার ইচ্ছে। সেভাবেই নিজেকে তৈরি করছি।'

অ্যাফিডেভিট

আমি Nurnehar Bibi আমার মেয়ের জন্ম সংশাপত্রে যার Reg No - 5436, Dt-24/6/2003 আমার মেয়ের নাম ভুল থাকায় গত 19/3/2025 এ প্রথম শ্রেণি J.M দ্বিতীয় কোর্ট মালদায় অ্যাফিডেভিট বলে ভুল সংশোধন করে মেয়ের নাম Resma Sabji থেকে Reshma Khatun করা হল যা উভয় এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি। (M - 114084)

আমি Md. Rafiqul Hoque আমার মেয়ের জন্ম শংসাপত্রে যার Reg No- 3051 Dt 26/03/2008, আমার মেয়ের নাম ভুল থাকায় গত 25/04/2025 এ J.M তৃতীয় কোর্ট মালদায় অ্যাফিডেভিট বলে ভুল সংশোধন করে আমার মেয়ের নাম MST Atika Khatun থেকে Atika Khatun করা হল যা উভয় এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি। (M - 114083)

নোটিশ
আমমোক্তারনামা

বিনীত নিবেদন আমার মক্কেল দেলোয়ার হোসেন সাইদি পিতা মো: মকবুল হোসেন সাইফি সাকিন চন্ডীপুর, পো: মহিপাল, থানা কুশমন্ডী, জেলা দ:দিনাজপুর। আমমোক্তার বলে শ্রীমতি কৃষ্ণা আচার্য্য স্বামী শিতল আচার্য্য সাং- দক্ষিন আখানগর, পো: ও থানা- কালিয়াগঞ্জ, জেলা- উত্তর দিনাজপুর গত ইং ২৯/০৯/২০২১ তারিখে বুনিয়াদপুর এ.ডি. এস.আর. অফিস হইতে রেজিষ্ট্রীকৃত IV নং বহির ০৯ নং আমমোক্তার দলিল মূলে শ্রী সাইফুদ্দিন আহম্মেদ পিতা মৃত তফিলদ্দিন আহম্মেদ সাং- খুশিপুর, পো: বুনিয়াদপুর, থানা- বংশীহারি, জেলা- দ:দিনাজপুর কে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। উক্ত আমমোক্তার অনুযায়ী যাহার তফশীল জেলা দ:দিনাজপুর, থানা বংশীহারি, মৌজা খুশিপুর, জে.এল. নং ২৫৩, খতিয়ান নং ৭০৬ আর.এস. ও হাল দাগ নং ২২৫, পরিমাণ ২১৬ শতক মধ্যে ২০.৫ শতক তন্মধ্যে ০৫ শতক (আমমোক্তার কৃত সম্পত্তি)। গত ইং ০৬/১২/২০২৩ তারিখে বুনিয়াদপুর এ.ডি.এস.আর. অফিসে ৮৪৯৭ নং বিক্রয় কোবালা দলিলমূলে উক্ত শ্রীমতি কৃষ্ণা আচার্য্য পক্ষে উক্ত আমমোক্তার সাইফুদ্দিন আহম্মেদ আমমোক্তারনামায় উল্লিখিত সম্পত্তি হইতে ৪.৫ শতক সম্পত্তি জনৈক রেজওয়ানুল ইসলাম পিতা সামসুদ্দিন মিঞা সাং ডহুয়াকুড়ি, পো: জোড়দিঘী, থানা বংশীহারি, জেলা দ:দিনাজপুর এর বরাবর হস্তান্তর করেন এবং - পরবর্তীতে উক্ত রেজওয়ানুল ইসলাম গত ইং ২৭/০২/২০২৪ তারিখে বুনিয়াদপুর এ.ডি.এস.আর. অফিসে ১৩৯১ নং বিক্রয় কোবালা দলিলমূলে উক্ত ৪.৫ শতক সম্পত্তি আমার মক্কেল দেলোয়ার হোসেন সাইদি পিতা মো: মকবুল হোসেন সাইফি সাকিন চন্ডীপুর, পো: মহিপাল, থানা কুশমন্ডী, জেলা দ:দিনাজপুর এর বরাবর হস্তান্তর করে দক্ষল অর্পন করেন । এতদ্বারা সকলকে অবগত করা হইতেছে যে কাহারো যদি কোনো আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকে তার জন্য সঠিক ১ মাসের মধ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন ।

ইতি
আরিফ হোসেন (অ্যাডভোকেট)
গঙ্গারামপুর সাবডিভিশনাল কোর্ট এট বুনিয়াদপুর
জেলা দঃদিনাজপুর
ই.এন.নং এফ/৮৬৪/১৩০১/২০১১
মোঃ ৯৭৩৩৩৩৬৫১৪

নিরাপত্তা রক্ষায় থানায় অত্যাধুনিক ডিভাইস

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ২৯ এপ্রিল : রায়গঞ্জ শহরে বেশ কিছুদিন ধরে বেড়ে চলেছে চুরি- ছিনতাইয়ের মতো ঘটনা। বিভিন্ন দোকান থেকে জিনিসপত্র চুরি হয়ে যাচ্ছে। তাই এমন চুরির ঘটনা রুখতে বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে রায়গঞ্জ জেলা পুলিশ। পুলিশের তরফে নিরাপত্তা নিয়ে বণিকসভার বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করা হয়।

এরপর সোনার দোকান, পেট্রোল পাম্প সহ বিভিন্ন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান ও সমবায় ব্যাংকে নিরাপত্তা আরও জোরদার করার জন্য চালু করা হল বিশেষ সিকিউরিটি ডিভাইস।

যে সমস্ত প্রতিষ্ঠানে ডিভাইসটি লাগানো থাকবে, সেগুলির সংযোগ থানাতেও থাকবে। চুরি বা অন্য কোনও ঘটনা হলে থানায় সিগন্যাল চলে যাবে। তৎক্ষণাত পুলিশ সেখানে দ্রুত পৌঁছে যেতে পারবে।

ডিভাইসটির সঙ্গে একটি সিমকার্ড যুক্ত থাকবে। তার সঙ্গে ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের মালিকের ফোনের সিমকার্ডের সঙ্গে এই ডিভাইসের সংযোগ থাকবে। অত্যাধুনিক ওই সিস্টেম অনুযায়ী থাকবে একটি ফুড প্যাডেল ও হ্যান্ড রিমোট। ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে বা ব্যাংকে যদি দুষ্কৃতীরা হানা দেয় বা চুরির ঘটনা হয়, সেই সময় রিমোট টিপলে তৎক্ষণাৎ পুলিশের কাছে তথ্য পৌঁছে যাবে। আবার যদি দেখা যায় বন্ধ দোকানে কেউ শাটার খোলার চেষ্টা করে বা দোকানের ভিতরে ভল্ট

থানায় চলছে আধুনিক যন্ত্র পরীক্ষা। মঙ্গলবার রায়গঞ্জে। - দিবাকর সাহা

খোলার চেষ্টা করে, মুহূর্তের মধ্যে সেন্সরের মাধ্যমে ডিভাইসটি সক্রিয় হয়ে উঠবে। পাশাপাশি ডিভাইসের মাধ্যমে ভয়েস মেসেজ পাঠানো যাবে। ডিভাইসটি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে লাগানোর জন্য প্রশাসনের তরফে অনুরোধ করা হয়েছে।

ডিভাইস কোম্পানির তরফে সুদীপ্ত রায় বলেন, 'ডিভাইসটি ইনস্টল করলে প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তা ১০০ শতাংশ নিশ্চিত থাকবে। ইতিমধ্যে নয়টি জায়গায় এই ডিভাইসটি ইনস্টল করা হয়েছে।'

বিশিষ্ট স্বর্ণ ব্যবসায়ী বিপ্লব ঘোষ জানালেন, দোকানের নিরাপত্তার জন্য এই ধরনের ডিভাইস খুব ভালো।

রায়গঞ্জ মার্চেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি শান্তনু দাসের বক্তব্য, 'প্রশাসনের এই ধরনের উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছি আমরা। সোনার দোকান, ব্যাংক, পেট্রোল পাম্প সহ বিভিন্ন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে বিগতদিনে অনেক চুরি ও ডাকাতির ঘটনা হয়েছে। তবে এই ধরনের সিকিউরিটি ডিভাইস সিস্টেম খুব গুরুত্বপূর্ণ।'

মাসিকে কুপিয়ে খুনে ভাগ্নের যাবজ্জীবন

রায়গঞ্জ, ২৯ এপ্রিল : নিজের মাসিকে কুপিয়ে খুন করার অভিযোগে ভাগ্নেকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডের নির্দেশ দিল রায়গঞ্জ জেলা আদালত। যাবজ্জীবন সাজা দেওয়া হয়েছে গোপী হেমব্রমকে। সোমবার রায়গঞ্জ জেলা আদালতের বিচারক মানিকলাল জানা ১৭ জন সাক্ষীর বয়ান এবং তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতে অভিযুক্ত তাকে দোষী সাব্যস্ত করে সাজা ঘোষণা করেন।

খুনের ঘটনা ঘটেছিল ২০১৮ –এর ১২ অগাস্ট, ইটাহার থানার মারনাই পঞ্চায়েতে। মৃত মাসির নাম ফেদরে সোরেন। পৈত্রিক জমির ভাগ বণ্টন নিয়ে মাসির সঙ্গে ভাগ্নের বিবাদ। সেই বিবাদে মাসির মাথায় ধারালো অস্ত্রের কোপ বসায় ভাগ্নে। জখম মাসিকে রায়গঞ্জ মেডিকেলে নিয়ে আসার কিছুক্ষণ বাদে মৃত্যু হয়। স্বামী সুনীল হেমব্রম পরের দিন ইটাহার থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগে ভিত্তিতে অভিযুক্ত গোপীকে গ্রেপ্তার করে ইটাহার থানার পুলিশ। সেই থেকে গোপী হেমব্রম রায়গঞ্জ জেলা সংশোধনাগারে বন্দি রয়েছে। এদিন আদালত তাকে দোষী সাব্যস্ত করেছে। ঘোষণা করেছে সাজার।

ট্র্যাক্টরের ধাক্কায় জখম ২

হবিবপুর, ২৯ এপ্রিল : বেপরোয়া গতিতে রাজ্য সড়কে ছুটছে মাটিবোঝাই ট্র্যাক্টর। সেই ট্র্যাক্টরের ধাক্কায় গুরুতর জখম হলেন দুই শ্রমিক। আশঙ্কাজনক অবস্থায় একজনকে মালদা মেডিকেলে পাঠানো হয়েছে। অন্যজনের চিকিৎসা চলছে স্থানীয় হাসপাতালে। ঘটনাটি ঘটেছে হবিবপুর ব্লকের বুলবুলচণ্ডীতে মালদা- নালাগোলা রাজ্য সড়কের শান্তিনগর মোড়ে। ঘটনায় এদিন চাঞ্চল্য ছড়ায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে হবিবপুর থানার পুলিশ পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

স্থানীয়দের অভিযোগ, মাটিবোঝাই ট্র্যাক্টর বেপরোয়া গতিতে চলছে রাজ্য সড়কের উপর দিয়ে। পাশাপাশি চালক উচ্চস্বরে গান শুনছেন। এমন বেপরোয়াভাবে গাড়ি চালানোর জন্যই দুর্ঘটনা ঘটছে। দুই শ্রমিক রাস্তার পাশে কাজ করছিলেন। সেইসময় ট্র্যাক্টরটি ধাক্কা মারে।

স্ত্রী নিখোঁজ

বালুরঘাট, ২৯ এপ্রিল : স্ত্রী ও কন্যাকে বাড়িতে রেখে শ্বশুরবাড়িতে কীর্তন শুনতে গিয়েছিলেন স্বামী। দুইদিন পর ফিরে দেখেন বাড়ি ফাঁকা। বাড়িতে স্ত্রী ও কন্যা নেই। নেই টাকা ও সোনার গয়নাও। এরপর নানা জায়গায় খোঁজখবর করেও স্ত্রী ও শিশুকন্যার খোঁজ পাননি স্বামী। অবশেষে মঙ্গলবার স্ত্রীর খোঁজে বালুরঘাট থানার দ্বারস্থ হয়েছেন তিনি। তাঁর অভিযোগ, স্ত্রী টাকা ও গয়না নিয়ে চলে গিয়েছে।

ওই বধূর স্বামী বলেন, 'শ্বশুরবাড়ির কাছে কীর্তন হচ্ছিল। স্ত্রীকেও বলেছিলাম কীর্তন শুনতে যেতে। স্ত্রী রাজি হয়নি। তাই আমি একাই গিয়েছিলাম। দুইদিন থাকার পর ফিরে এসে স্ত্রীর ও মেয়ের খোঁজ পাচ্ছিনা। তাই থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করেছি।

অ্যাসিডে মৃত্যু

মালদা, ২৯ এপ্রিল : অ্যাসিড পান করে গৃহবধূর মৃত্যুতে চাঞ্চল্য মালদা শহরে। মৃত্যুর কারণ নিয়ে ধোঁয়াশায় রয়েছে পরিবারের সদস্যরাও। গৃহবধূর নাম মলি ঘোষ (৩৮)। বাড়ি মালদা শহরের নেতাজি কলোনি এলাকায়।

স্বামী বীরবল ঘোষ রিকশা চালান। তাঁদের দুই মেয়ে রয়েছে। বেশ কিছুদিন ধরে সাংসারিক কারণে মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন মলি। দুপুরে মলি বাথরুম পরিষ্কার করার অ্যাসিড পান করে নেন। পরিবারের সদস্যরা তাঁকে মালদা মেডিকেলে নিয়ে যান। মেডিকেলে ভর্তির কিছুক্ষণের মধ্যেই মৃত্যু হয় মলির।

বুধবার থেকে গরমের ছুটি। স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে। - মাজিদুর সরদার

ইটাহারের মন্দিরে নৈশপ্রহরীর প্রস্তাব

ইটাহার, ২৯ এপ্রিল : নিরাপত্তার স্বার্থে ইটাহারের বিভিন্ন মন্দিরে নৈশপ্রহরীর বন্দোবস্ত করার জন্য মন্দির কমিটিগুলির কাছে আবেদন জানাল পুলিশ। সেই সঙ্গে মন্দির চত্বরে সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানোর আবেদন করা হয়েছে।

গত শনিবার পুলিশ প্রশাসনের এই সংক্রান্ত একটি চিঠি এসে পৌঁছেছে ইটাহার হিন্দু মিলন মন্দির কমিটির কাছে। চিঠিতে পুলিশের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, মন্দিরের সুরক্ষায় রাতে পাহারাদার নিয়োগ, মন্দিরের খোলা জায়গা ঘিরে ফেলা ও সিসি ক্যামেরা অত্যন্ত জরুরি।

দিন কয়েক আগে সদর ইটাহারের একটি কালীমন্দিরের দানবাক্স চুরি হয়েছিল। সিসিটিভির ফুটেজ দেখে কয়েক ঘন্টার মধ্যেই খোয়া যাওয়া দানবাক্স উদ্ধারের পাশাপাশি চোরকেও গ্রেপ্তার করে পুলিশ। এর আগে আরও কয়েকটি মন্দিরেও ছোটখাটো চুরির ঘটনা ঘটেছে। চুরি আটকানোর পাশাপাশি বর্তমান পরিস্থিতিতে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা যাতে কেউ ঘটাতে না পারে, সেই উদ্দেশ্যেই পুলিশের পক্ষ থেকে মন্দির কমিটিগুলির কাছে ওই সুরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার আবেদন জানানো হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।

> পুলিশ প্রশাসন মন্দিরের সুরক্ষার জন্য ওই আবেদন জানিয়েছে, ভালো কথা। কিন্তু নৈশপ্রহরী নিয়োগ বা সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানোর মতো সব মন্দির কমিটির তো আর্থিক সামর্থ্য নেই। সেই মন্দিরগুলোর সুরক্ষা কীভাবে হবে ? আসলে পুলিশ নিজের দায়িত্ব এড়াতে আগে থেকেই হাত ধুয়ে রাখতে চাইছে।
>
> **অজয় চক্রবর্তী**
> **কোষাধ্যক্ষ, হিন্দু মিলন মন্দির**

যদিও ইটাহার হিন্দু মিলন মন্দিরের কোষাধ্যক্ষ অজয় চক্রবর্তী বলেন, 'পুলিশ প্রশাসন মন্দিরের সুরক্ষার জন্য ওই আবেদন জানিয়েছে, ভালো কথা। কিন্তু নৈশপ্রহরী নিয়োগ বা সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানোর মতো সব মন্দির কমিটির তো আর্থিক সামর্থ্য নেই। সেই মন্দিরগুলোর সুরক্ষা কীভাবে হবে ? আসলে পুলিশ নিজের দায়িত্ব এড়াতে আগে থেকেই হাত ধুয়ে রাখতে চাইছে।'

পুলিশের অবশ্য দাবি, 'এলাকার সমস্ত মন্দিরেই নিরাপত্তা ও সুরক্ষার জন্য যথাযথ নজরদারি চালানো হয়। তবে সুরক্ষা ব্যবস্থা আরও জোরদার করার জন্য বড় কয়েকটি মন্দিরকে নৈশপ্রহরী নিয়োগ ও সিসি ক্যামেরার জন্য আবেদন জানানো হয়েছে।'

বাবা-ছেলে হত্যাকাণ্ডে ঝাড়খণ্ডে ধৃত আরও ২

পরাগ মজুমদার

জাফরাবাদ, ২৯ এপ্রিল : ওয়াকফ আইন প্রত্যাহারের আন্দোলনের মাঝে পড়ে মৃত্যু হয় হরগোবিন্দ দাস ও চন্দন দাসের। সম্পর্কে এরা বাবা-ছেলে। সেই ঘটনায় প্রথমে গ্রেপ্তার হয়েছিল দু'জন। সংখ্যা বেড়ে হল সাত। জোড়া খুনের ঘটনায় ঝাড়খণ্ডের একটি গোপন আস্তানা থেকে টাস্ক ফোর্স আরও দু'জনকে গ্রেপ্তার করেছে। সূত্রের খবর, ধৃতরা হল আজফারুল শেখ ওরফে বিল্লি এবং মণিরুল শেখ ওরফে মণি। দুজনেই সামশেরগঞ্জের রতনপুরের সুলিতলার বাসিন্দা।

নির্ভরযোগ্য সূত্রে এসটিএফের কাছে খবর আসে, ঝাড়খণ্ডের জামশেদপুরের কাছে সরাইকেলা খারসাওয়ানে আত্মগোপন করে রয়েছেন বিল্লি ও মণি। সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে রবিবার মধ্যরাতে গোপন আস্তানায় দফায় দফায় হানা দেয় এসটিএফ। পালিয়ে যাওয়ার বিন্দুমাত্র সুযোগ পায়নি ওই দুই দুষ্কৃতী।

প্রসঙ্গত, মুর্শিদাবাদে অশান্তির আবহে গত ১২ এপ্রিল জাফরাবাদে খুন হন হরগোবিন্দ দাস ও চন্দন দাস। অভিযোগ, তাদের বাড়ি থেকে নিয়ে গিয়ে খুন করে একদল। খুনের তদন্তে রাজ্য সিট গঠন করে। এই ঘটনায় প্রথম গ্রেপ্তার হন কালু নাদাব এবং দিলদার নাদাব। সম্পর্কে এরা দুই ভাই। পরে আরও একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। অন্যতম মূল চক্রী জিয়াউল শেখকে ধরার জন্য টাস্ক ফোর্স নাওয়াখাওয়া ভুলে যায়। তাকে গ্রেপ্তার করা হয় উত্তর দিনাজপুরের চোপড়া থেকে। হাওড়ার ডোমজুড় থেকে সিটের জালে ধরা পড়ে আরও এক অভিযুক্ত ফেকারুল শেখ। এবার ধরা পড়ল আরও দুই। তদন্তকারী দলের গতিবিধি দেখে স্পষ্ট, তারা এই খুনের কিনারা করতে বদ্ধপরিকর।

কবরস্থানের প্রাচীরের শিলান্যাস বিধায়কের

বৈষ্ণবনগর, ২৯ এপ্রিল : বৈষ্ণবনগরে দুটি কবরস্থানের প্রাচীরের শিলান্যাস করলেন বৈষ্ণবনগরের বিধায়ক চন্দনা সরকার। এদিনের শিলান্যাস অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক পরিতোষ সরকার, তৃণমূল নেতা মান্নান হোসেন, সঞ্জয় হালদার, সমাজসেবি হুমায়ূন শেখ ও এনারুল হক প্রমুখ।

বীরনগর-২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার আজিমটোলা ও নাসিরটোলা হাতিচাপা গ্রামের কবর স্থান দুটি উন্মুক্ত অবস্থায় ছিল। দীর্ঘদিন ধরে এলাকার বাসিন্দারা ওই কবরস্থান দুটির প্রাচীরের জন্য বিভিন্ন জায়গায় আবেদন জানিয়েছিলেন। অবশেষে দীর্ঘদিনের প্রতীক্ষার অবসান হওয়ায় খুশি স্থানীয়রা।

শেষমেশ বিধায়কের উদ্যোগে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর থেকে কবরস্থান দুটির প্রাচীরের জন্য ৮২ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয়। বিধায়ক বলেন, 'দুটি কাজের জন্য উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর থেকে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। কাজের ওয়ার্ক অর্ডার হয়ে গেছে। খুব তাড়াতাড়ি কাজ শুরু হবে।'

৫ দুষ্কৃতী গ্রেপ্তার

কালিয়াগঞ্জ, ২৯ এপ্রিল : গভীর রাতে ফাঁকা রাস্তায় পাঁচ দুষ্কৃতী জড়ো হয়েছিল কালিয়াগঞ্জের তরঙ্গপুরের মহারাজা এলাকায়। উদ্দেশ্য ছিল, মধ্যরাতে কোনও দোকানের শাটার ভেঙে ডাকাতি চালানোর। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে সেই পরিকল্পনা ভেস্তে দিল কালিয়াগঞ্জ থানার পুলিশ। পাঁচ দুষ্কৃতীই ধরা পড়েছে পুলিশের জালে। কালিয়াগঞ্জ থানার আইসি দেবব্রত মুখার্জি বলেন, 'ধৃতদের নাম রাজীব মালাকার, হরিচাঁদ, শামিম আখতার, অমরজিৎ পাশোয়ান ও শঙ্কর নুনিয়া। সকলেই কালিয়াগঞ্জের বিভিন্ন গ্রামের বাসিন্দা। ধৃতদের কাছ থেকে ভোজালি, লোহার রড এবং শাটার কাটার যন্ত্র বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। মঙ্গলবার ধৃতদের রায়গঞ্জ কোর্টে পেশ করা হয়েছে।'

গাজোলে জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ

প্রাতর্ভ্রমণে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট

গৌতম দাস

গাজোল, ২৯ এপ্রিল : অন্যদিনের মতো এদিনও বেরিয়েছিলেন প্রাতর্ভ্রমণে। সবশেষে ফুল তুলে বাড়ি ফিরতেন। কিন্তু এদিন আর বাড়ি ফেরা হল না। বাড়ি থেকে কয়েকশো মিটার দূরে জাতীয় সড়কে পথবাতির খোলা তারে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মারা গেলেন কানন কুণ্ডু (৫৭)। স্থানীয় বাসিন্দাদের উদ্যোগে ওই মহিলাকে উদ্ধার করে গাজোল স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে জানিয়ে দেন।

ঘটনাকে কেন্দ্র করে মঙ্গলবার সকালে তুমুল উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে করলাভিটা মোড় সংলগ্ন বিধানপল্লি এলাকায়। ক্ষুব্ধ জনতা করলাভিটা মোড়ে ৫১২ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে। খবর পেয়ে পুলিশ গিয়ে অবরোধকারীদের সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে জাতীয় সড়ক অবরোধমুক্ত করে। গোটা ঘটনায় বিদ্যুৎ দপ্তর কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, গোটা ঘটনায় তাদের কোনও দায়িত্ব নেই।

বিদ্যুৎ দপ্তরের মালদা রিজিওনাল ম্যানেজার সৌমেন দাস জানান, 'ঘটনাটি খুবই দুঃখজনক। কিন্তু এতে বিদ্যুৎ দপ্তরের কোনও হাত নেই। স্ট্রীট লাইট দেখভালের দায়িত্ব পঞ্চায়েতের। তারাই সমস্ত কিছু রক্ষণাবেক্ষণ করেন। কোথায় তার খোলা অবস্থায় রয়েছে, কিংবা বিপজ্জনক অবস্থায় রয়েছে তা দেখভাল করতে হবে পঞ্চায়েতকেই। কারও বাড়িতে কিংবা এই ধরনের স্ট্রীট লাইটে যদি কোনও দুর্ঘটনা ঘটে তাহলে তার দায় সম্পূর্ণ তাদেরই। তবুও দুর্ঘটনা রোধ করতে আমরা বিভিন্ন সময় সচেতনতা শিবির করছি।'

৫১২ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ। মঙ্গলবার। - পঙ্কজ ঘোষ

কাননদেবীর আত্মীয় রনি কুণ্ডু জানান, 'আমার জেঠিমা প্রতিদিন ভোরবেলা হাঁটতে বের হন। বাড়ি ফেরার সময় ফুল তুলে নিয়ে আসেন। এদিনও সকালবেলা হাঁটতে বেরিয়েছিলেন। কিন্তু ৫১২ নম্বর জাতীয় সড়কে যে পথবাতিগুলো লাগানো রয়েছে সেগুলোর প্রতিটি স্তম্ভের তার প্রায় খোলা অবস্থায় রয়েছে। রাস্তা পারাপার করতে গিয়ে সেই ধরনের একটি খোলা তারের সংস্পর্শে চলে আসেন তিনি। ঘটনাস্থলেই মারা যান।'

ঘটনাকে ঘিরে সকাল থেকেই বাড়ছিল উত্তেজনা। বেলা সাড়ে বারোটা নাগাদ ক্ষুব্ধ জনতা জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। রুপম ঘোষ নামে এক তরুণ অভিযোগ করেন, 'শুনছি পথবাতিগুলোকে মেরামত করার জন্য নাকি লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে। অথচ প্রায় প্রতিটি ল্যাম্পপোস্টের তার খোলা অবস্থায় রয়েছে। এই যে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ হচ্ছে সেগুলো যাচ্ছে কোথায়? । অবিলম্বে প্রধানকে ঘটনাস্থলে এসে জবাবদিহি করতে হবে। আসতে হবে বিডিওকেও।' গাজোল -১ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান মৌসুমী মণ্ডল। সংবাদমাধ্যমের প্রশ্নের উত্তরে বলতে গেলে মুখে কুলুপ এঁটেছেন তিনি।

পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মোজাম্মেল হোসেন বললেন, 'দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ হয়ে থাকা পথবাতিগুলো মেরামত করার জন্য আমরা উদ্যোগ নিয়েছিলাম। আমাদের সহযোগিতা করেছিল ব্যবসায়ী সমিতিও। এই টাকা দিয়ে আমরা পুজোর সময় মেরামতের কাজ করেছিলাম। কিন্তু প্রাত্যহিক দেখভালের দায়িত্ব গ্রাম পঞ্চায়েতের। এই কাজ তারা করছে না।' পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিকেলে পাঠানো হয়েছে। একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করা হয়েছে।

ছাগল চুরি করতে গিয়ে পুলিশের জালে

হরিশ্চন্দ্রপুর, ২৯ এপ্রিল : হরিশ্চন্দ্রপুর- ১ নম্বর ব্লকের বরুই গ্রাম পঞ্চায়েতের গোহিলা গ্রামের মাঠ থেকে রবিবার সন্ধেবেলা ছাগল চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ল এক তরুণ। গ্রামবাসীরা ওই তরুণকে পাকড়াও করে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে। অভিযুক্ত তরুণের নাম শাহাজাহান আলি। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, দুটি বাইকে করে চার তরুণ ছাগল চুরি করতে আসে। তিন তরুণ বাইক নিয়ে বাঁধ রোডের উপর দাঁড়িয়ে ছিল। আর এক তরুণ মাঠ থেকে ছাগল চুরি করে নিয়ে যাচ্ছিল। সেই সময় দেখে ফেলেন স্থানীয়রা। এরপর ওই তরুণকে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দেন স্থানীয়রা।

ট্রেন থেকে পড়ে মৃত্যু পরিযায়ীর

লালবাগ, ২৯ এপ্রিল : ফের দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক পরিযায়ীর। মৃতের নাম রনি শেখ। বাড়ি মুর্শিদাবাদের তেঁতুলিয়ায়। সপ্তাহ দুয়েক আগে কয়েকজন তরুণের সঙ্গে কলকাতায় গিয়েছিলেন। সেখানে নির্মাণ শ্রমিকের কাজ করতেন। গতকাল রাতে বাড়ি ফিরবেন বলে ট্রেন ধরেছিলেন রনি। মঙ্গলবার ভোরে আচমকা ট্রেন থেকে পড়ে যান। আশঙ্কাজনক অবস্থায় রনিকে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

মৃতের আত্মীয় বাসিদ শেখ বলেন, 'রনির স্ত্রী ও দেড় বছরের একটি মেয়ে রয়েছে। রনি ছিল পরিবারের একমাত্র রোজগেরে। সরকার পাশে না দাঁড়ালে সংসার ভেসে যাবে।'

উদ্ধার নাবালিকা, স্বস্তিতে পরিবার

কুমারগঞ্জ, ২৯ এপ্রিল : স্কুল যাওয়ার পথে রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হয়ে যায় দশমের এক নাবালিকা। ঘটনার চারদিন পরে পুলিশ ওই নাবালিকাকে উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে। মেয়ে উদ্ধারের খবরে স্বস্তিতে পরিবার।

চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে কুমারগঞ্জ থানার অধীন বাংলাদেশ সীমান্ত ঘেঁষা একটি প্রত্যন্ত গ্রামে। গত ২৫ এপ্রিল ১৫ বছরের নাবালিকা বাড়ি থেকে স্কুল যাবে বলে বের হয় । কিন্তু স্কুলে থেকে সে বাড়ি ফেরেনি। পরিবারে শুরু হয় উৎকণ্ঠা। তাঁরা এবং তাঁদের আত্মীয়স্বজন খোঁজাখুঁজি শুরু করে। না পাওয়ায় নাবালিকার পরিবারের তরফে কুমারগঞ্জ থানায় একটি মিসিং ডায়েরি করা হয়। কুমারগঞ্জ থানার পুলিশ মোবাইল লোকেশন ট্র্যাক করে নিরুদ্দেশ হওয়ার চার দিনের মাথায় কুমারগঞ্জ থানার একটি প্রত্যন্ত গ্রামের বাড়ি থেকে নাবালিকাকে উদ্ধার করে। এই ঘটনায় কারও গ্রেপ্তারের খবর নেই।

কুমারগঞ্জ থানার আইসি রামপ্রসাদ চাকলাদার মঙ্গলবার বলেন, 'দশমের এক নাবালিকা ছাত্রী নিখোঁজের ঘটনায় পুলিশ দ্রুত পদক্ষেপ করে। চারদিনের মাথায় ১৫ বছরের ওই ছাত্রীকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। উদ্ধার হওয়া ছাত্রীর স্বাস্থ্য পরীক্ষার পর বালুরঘাট সিডব্লিউসিতে পাঠানো হয়েছে । মেয়েটির গোপন জবানবন্দি নেওয়ার পর আইনি প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে তাকে তার পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হবে।'

গৌড়বঙ্গে জগন্নাথধামের সরাসরি সম্প্রচার

নিউজ ব্যুরো

২৯ এপ্রিল : দিঘায় নবনির্মিত জগন্নাথ ধামের ঐতিহাসিক সূচনা পর্বকে পুরাতন মালদা শহরের বাসিন্দাদের সামনে তুলে ধরতে চূড়ান্ত প্রস্তুতি চলছে। শহরের ৭ নম্বর ওয়ার্ডের জামতলা মোড়ে এই বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব। এই বিশেষ দিনে আগত দর্শনার্থীদের জন্য প্রসাদ বিতরণেরও ব্যবস্থা করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে পুরাতন মালদার পুরপ্রধান কার্তিক ঘোষ সহ একাধিক কাউন্সিলার উপস্থিত থাকবেন বলে আশা করা যাচ্ছে।

রাজ্য সরকারের নির্দেশে সেই যজ্ঞের লাইভ টেলিকাস্ট দেখানো হল হরিশ্চন্দ্রপুর দু'নম্বর ব্লক প্রশাসনিক চত্বরে। এদিন বড় স্ক্রিনের মাধ্যমে প্রশাসনিক ভবনের সামনে এই লাইভ টেলিকাস্ট করা হয়।। ব্লক প্রশাসনিক দপ্তরের কর্মী এবং এলাকার সাধারণ মানুষ এই অনুষ্ঠান দেখতে ভিড় জমিয়েছিলেন।

হরিশ্চন্দ্রপুর ১বি তৃণমূল যুবর তরফে কুশিদা স্ট্যান্ডে এই জগন্নাথ মন্দির প্রচার মাধ্যমের আলোয় নিয়ে আসার জন্য একটি ট্যাবলোর মাধ্যমে প্রচারের মধ্য দিয়ে যাত্রা শুরু করান মালদা জেলা পরিষদের কৃষি সেচ ও সমবায় কর্মাধ্যক্ষ রবিউল ইসলাম। উপস্থিত ছিলেন যুব তৃণমূলের কনভেনার সোমনাথ মিত্র ও যুব নেতৃবৃন্দ।

দিঘায় নবনির্মিত জগন্নাথ মন্দিরে অনুষ্ঠিত মহাযজ্ঞ দেখানোর ব্যবস্থা করল বালুরঘাট পুরসভা। শহরের বিভিন্ন জনবহুল এলাকায় পুরসভার বসানো স্থায়ী জায়ান্ট স্ক্রিনে মহাযজ্ঞ দেখানো হয়েছে মঙ্গলবার।

পাশাপাশি বালুরঘাট ব্লকের মালঞ্চা এলাকায় তৃণমূলের তরফে এই যজ্ঞ প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। যেখানে পার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চলের প্রচুর সাধারণ মানুষ জমায়েত হয়েছিলেন।

বংশীহারী বিডিওর তরফে গাঙ্গুরিয়া পঞ্চায়েতের বিশ্বনাথপুরে জায়ান্ট স্ক্রিনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। উপস্থিত ছিলেন মানবেন্দ্র বিশ্বাস এবং বংশীহারী পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি গণেশ প্রসাদ।

বালুরঘাট শহরে বাইক র‍্যালির করা হল। বালুরঘাট শহর তৃণমূলের তরফে এই র‍্যালির আয়োজন করা হয়। জগন্নাথধামের স্টিকার আঁকা টিশার্ট পরে বাইক র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করেন দলীয় কর্মী-সমর্থক থেকে বালুরঘাটের সাধারণ মানুষ। এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বালুরঘাট শহর তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি প্রতীমরাম মণ্ডল সহ মহিলা তৃণমূলের জেলা সভানেত্রী স্নেহলতা হেমরম প্রমুখ। বালুরঘাট হাইস্কুল মাঠ থেকে এই র‍্যালি গোটা শহর পরিক্রমা করে বালুরঘাট থানা মোড়ে এসে শেষ হয়।

আজ কুমারগঞ্জ ব্লকের বিডিও অফিসে দিঘার জগন্নাথ দেবের পবিত্র যজ্ঞানুষ্ঠানের সরাসরি সম্প্রচারের আয়োজন করা হয়। এই আয়োজনে উপস্থিত ছিলেন বিডিও শ্রীবাস বিশ্বাস, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি উমা রায় সহ বহু কর্মকর্তা ও স্থানীয় মানুষ। পাশাপাশি হরিরামপুর ও কুশমণ্ডিতেও এই অনুষ্ঠানের সম্প্রচারিত হয়।

অনির্দিষ্টকাল ৪৮ পর্যটনস্থল বন্ধ কাশ্মীরে

প্রথম পাতার পর

ইঙ্গিত, কাশ্মীরে খুব তাড়াতাড়ি দ্বিতীয় বড় হামলা চালাতে তৈরি হচ্ছে জঙ্গিরা। এজন্য উপত্যকা ও জম্মুর নানা অংশে জঙ্গিদের স্লিপার সেলগুলি সক্রিয় হয়েছে। সফট টার্গেট হিসাবে পর্যটকদের নিশানা করা হতে পারে। সেই আশঙ্কায় অনির্দিষ্টকালের জন্য পর্যটনস্থলগুলি বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে জম্মু ও কাশ্মীর প্রশাসন।

গোয়েন্দা সূত্রে খবর, ৪ জন জঙ্গির একটি দল বৈসরণ উপত্যকায় হামলা চালিয়েছিল। প্রথমেই তারা সেখানে ঢোকা এবং বের হওয়ার গেটগুলির দখল নেয়। তাদের মধ্যে ২ জন ঢোকার গেট দিয়ে উপত্যকায় প্রবেশ করে। একজন দাঁড়িয়ে ছিল বের হওয়ার গেটের সামনে। যেসব পর্যটক সামনে থেকে আসা ২ জঙ্গিকে দেখে পিছনের গেট দিয়ে পালানোর চেষ্টা করেছেন, তাঁদের আটকানোর দায়িত্বে ছিল তৃতীয় জঙ্গি। চতুর্থজন সম্ভবত 'ব্যাকআপ' হিসাবে জঙ্গলে লুকিয়ে ছিল।

ভিডিও ফুটেজ ও প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ থেকে ৩ জঙ্গির গুলি চালনার বিষয়ে নিশ্চিত হতে পেরেছেন গোয়েন্দারা। জঙ্গিদের মধ্যে ২ জনের পরনে ছিল সামরিক পোশাক। একজনকে দেখা গিয়েছে কাশ্মীরি পোশাকে। সূত্রটি আরও জানিয়েছে, জঙ্গিদের তরফে প্রথম গুলিটি চলেছিল বের হওয়ার গেটে। গুলির শব্দ শুনে আশপাশে থাকা পর্যটকরা ঢোকার গেটের দিকে দৌড়াতে থাকেন। ওই গেটে আগে থেকে ওত পেতে ছিল ২ জঙ্গি। তারা পর্যটকদের লক্ষ্য করে গুলি চালাতে থাকে। প্রথমে মারা যান নৌবাহিনীর লেফটেন্যান্ট বিনয় নারওয়াল। এরপর বেশ কয়েকজন পর্যটককে ঢোকার রাস্তার একপাশে জড়ো করা হয়। ছেলে ও মেয়েদের আলাদা করা হয়। তারপর ধর্মীয় পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে একে একে পুরুষদের খুন করে জঙ্গিরা। হতাহতের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি চায়ের দোকান এবং ভেলপুরি স্টলের আশপাশে। ওখানেই পর্যটকদের ভিড় বেশি ছিল। ২৮ জনকে খুন করে উপত্যকার বাঁ-দিকের দেওয়াল টপকে পালিয়ে যায় জঙ্গিরা।

প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে, হামলা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে বৈসরণে পৌঁছে গিয়েছে এনআইএ'র ৬ সদস্যের টিম। উপত্যকায় ঢোকা-বের হওয়ার পথ, সংলগ্ন জঙ্গল এবং জঙ্গিদের সম্ভাব্য পালানোর রাস্তার ভিডিওগ্রাফি করা হয়েছে। জঙ্গি হামলার সময় স্থানীয় এক 'জিপলাইন অপারেটর'কে 'আল্লাহ আকবর' ধ্বনি দিতে দেখা গিয়েছিল। ঋষি ভাট নামে এক পর্যটকের ভিডিও-তে সেই দৃশ্য ধরা পড়েছে। ওই অপারেটরকে জেরা করছে এনআইএ। অপারেটরের দাদার দাবি, ভুল বোঝাবুঝির জেরে ভাইকে সন্দেহ করা হচ্ছে। তিনি বলেন, 'ভাই খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিল। বাড়িতে চলে এসেছিল। ওর মনে হয়েছিল ভয়ানক কিছু ঘটেছে। বাড়িতে এসে আমাকে সেই কথা বলেছিল। তবে কীভাবে জঙ্গিরা হামলা চালাল, সে সম্পর্কে ভাই কিছুই জানে না।'

গরমে অসুস্থ ১১২ শিশু

প্রথম পাতার পর

আক্রান্তকে ছুঁয়ে দিলে ছড়াতে পারে অসুখ। চেষ্টা করতে হবে শিশুকে আলাদা রাখার।

চিকিৎসকরা আরও জানাচ্ছেন, স্কুলে কিংবা কোচিংয়ে যদি শিশুদের মধ্যে সংক্রমণ শুরু হয়, তবে আক্রান্ত শিশুর সংস্পর্শে আসায় অন্য শিশুদের মধ্যে মুহূর্তে ছড়িয়ে পড়তে পারে হ্যান্ড ফুট অ্যান্ড মাউথ ডিজিজ। চিকিৎসকদের কথায়, এই রোগে আক্রান্ত হলে সারতে সময় লাগে ৭ থেকে ১৪ দিন। বাড়ির বয়স্করা অধিকাংশ সময় দেখভাল করেন শিশুকে, সেই কারণে তাদেরও এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। যে সমস্ত শিশুরা এই রোগে আক্রান্ত, তাদের প্রচুর পরিমাণে জল পান করাতে হবে। গায়ে অতিরিক্ত র‍্যাশ বেরোলে ত্বকের লোশন ব্যবহার করতে হবে। এ অসুখে শরীরে জিংকে অভাব দেখা দেয়। চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে জিংক ট্যাবলেট খাওয়ারও নিদান দিয়েছেন চিকিৎসকরা।

ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক

বালুরঘাট, ২৯ এপ্রিল : ঝড়ে বালুরঘাট স্টেশনের তার ছিঁড়ে গিয়েছিল। যে কারণে সোমবার দিনভর ট্রেন চলাচলে সমস্যা দেখা দেয়। যে ট্রেনের ছাড়ার কথা ছিল বিকেল ৫টায়, সেই ট্রেন ছাড়ে রাত ১১টা। বালুরঘাট স্টেশনে ট্রেন দেরিতেও ঢোকে। বালুরঘাট মালদা প্যাসেঞ্জার ট্রেনকে রামপুর স্টেশন থেকে ছাড়া হয়। তবে গতকাল রাতেই বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক হয়। মঙ্গলবার সকাল থেকেই বালুরঘাট স্টেশন থেকে সব ট্রেন যথাসময়ে চলাচল করছে।

১ সপ্তাহ বাদে উদ্ধার নাবালিকা

হরিশ্চন্দ্রপুর, ২৯ এপ্রিল : হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকার এক নাবালিকা নিখোঁজের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছিল। এক সপ্তাহ বাদে রবিবার নিখোঁজ হওয়া ওই নাবালিকাকে উদ্ধার করল হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ। পুলিশসূত্রে জানা গেছে, স্কুল থেকে ফেরার পথে ওই নাবালিকা নিখোঁজ হয়ে যায়। পুলিশ তদন্তে নেমে এদিন সকালে হরিশ্চন্দ্রপুরের একটি এলাকা থেকে নাবালিকাকে উদ্ধার করে।

জাল নোট উদ্ধার

বৈষ্ণবনগর, ২৯ এপ্রিল : তিনলক্ষ টাকার জাল নোট সহ তিন পাচারকারীকে গ্রেপ্তার করল বৈষ্ণবনগর থানার পুলিশ। ধৃতদের নাম আরমান সেখ, মোবারক সেখ ও মহম্মদ ওয়াসিম। এদের মধ্যে প্রথম দুজনের বাড়ি বৈষ্ণবনগর থানা এলাকায় এবং অপরজন কালিয়াচক থানা এলাকার বাসিন্দা।

বৈষ্ণবনগর থানার ১৬ মাইল খোঁচপাড়া এলাকায় একটি বাইক নিয়ে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাঘুরি করছিল তিন তরুণ। ওই সময় বৈষ্ণবনগর থানার পুলিশ বিশেষ সূত্রে খবর পেয়ে তাঁদের পাকড়াও করে। তল্লাশিতে ধৃতদের হেপাজত থেকে উদ্ধার হয় ২ লক্ষ ৯১ হাজার টাকার জাল নোট। উদ্ধার নোটগুলি সমস্তই পাঁচশো টাকার নোট বলে জানা গেছে।

বাহিনীকে পূর্ণ স্বাধীনতা প্রধানমন্ত্রীর

প্রথম পাতার পর

হওয়ার কথা রয়েছে। পহলগাম হামলার পর দ্বিতীয়বার এই কমিটির বৈঠক বসতে চলেছে। এর পাশাপাশি কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার একটি বৈঠক হওয়ার কথা। এরপরেই হবে ক্যাবিনেট কমিটি অন পলিটিক্যাল অ্যাফেয়ার্স ও ক্যাবিনেট কমিটি অন ইকোনমিক অ্যাফেয়ার্স -এর বৈঠক। রাজনৈতিক ও কূটনৈতিকস্তরে ভারতের কৌশল কী হবে, তা চূড়ান্ত হবে। বিশেষ করে পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক, আন্তর্জাতিক মহলে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে বার্তা, এবং প্রতিবেশী কূটনীতির ভবিষ্যৎ গতিপথ-এসব বিষয়ে রূপরেখা নির্ধারণ হতে পারে। যেখানে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা, সীমান্তবর্তী অবকাঠামো উন্নয়ন ও প্রতিরক্ষা শিল্পে বিনিয়োগ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে।

পহলগাম হামলার পর থেকেই পাকিস্তান এবং তাদের মদতপুষ্ট জঙ্গি সংগঠনগুলিকে কড়া জবাব দেওয়ার কথা বলে আসছেন মোদি। নিরীহ পর্যটকদের ওপর জঙ্গিদের হামলার প্রতিবাদে গর্জে উঠেছে গোটা দেশ। বিরোধীরাও রাজনৈতিক মতবিরোধ দূরে সরিয়ে রেখে কেন্দ্রীয় সরকার যা পদক্ষেপ করবে তাকে সমর্থন করবে বলে প্রত্যয়ী সিদ্ধান্ত নিয়েছে। যুদ্ধ জল্পনার মধ্যে সিন্ধু জলচুক্তি স্থগিত করে দিয়েছে ভারত। পাকিস্তানের বিমান পরিবহণ সংস্থাগুলির ন্য ভারতের আকাশসীমা বন্ধ করার চিন্তাভাবনা চলছে নয়াদিল্লিতে। এর পাশাপাশি ভারতীয় বন্দরগুলিতে পাকিস্তানি জাহাজগুলি যাতে নোঙর করতে না পারে সেই সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞাও জারি করার ভাবছে কেন্দ্র।

নয়াদিল্লির আক্রমণাত্মক অবস্থান দেখে পালটা আস্ফালন শুরু করেছে ইসলামাবাদ। পরমাণু হামলার হুঁশিয়ারি এসেছে পড়শি মুলুক থেকে। তাতেও অবশ্য স্বস্তি পাচ্ছে না পাকিস্তান। তাই প্রতিদিন সূর্য ঢলার পর নিয়ন্ত্রণরেখায় বিনা প্ররোচনায় গুলিগোলা বর্ষণ করছে পাকিস্তান সেনাবাহিনী। মঙ্গলবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। এক সেনা আধিকারিকের কথায়, সোমবার গভীর রাতে উত্তর কাশ্মীরের কুপওয়ারা ও বারামুলা জেলায় এবং জম্মুর আখনুর সেক্টরে নিয়ন্ত্রণরেখায় বিনা প্ররোচনায় গুলি চালিয়েছে পাক সেনা। এই নিয়ে টানা পাঁচদিন রাতে তারা হামলা চালাল। পালটা জবাব দিয়েছে ভারতীয় সেনাবাহিনীও। ভারতের তরফে সেনা অভিযান চলার আশঙ্কায় নিয়ন্ত্রণরেখায় তৎপরতাও বাড়িয়েছে পাক সেনা।

জানা গিয়েছে, ভারতীয় বায়ুসেনা যাতে বালাকোটের ধাঁচে ফের এয়ারস্ট্রাইক করতে না পারে সেইজন্য শিয়ালকোট সেক্টরে র‍্যাডার সিস্টেম মোতায়েন করেছে পাকিস্তান। পাশাপাশি করাচি থেকে লাহোর এবং রাওয়ালপিন্ডির বায়ুসেনা ঘাঁটিগুলিতে যুদ্ধবিমানগুলি সরিয়েছে সেদেশের বায়ুসেনা। সোমবারই পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী খোয়াজা মহম্মদ আসিফ জানান, ভারতের তরফে সামরিক অভিযান অনিবার্য। সেই কারণে পাকিস্তানের প্রতিরক্ষাবাহিনীতেও হাই অ্যালার্ট জারি করা হয়েছে। তবে পাকিস্তান যতই পহলগামের ঘটনায় তাদের হাত নেই বলে সাফাই দিক তা যে স্রেফ ভাঁওতা সেটা পরিষ্কার। গোয়েন্দা সূত্রে জানা গিয়েছে, পহলগামের ঘটনায় যে দুজন পাকিস্তানি জঙ্গি যুক্ত ছিল বলে জানা গিয়েছে তাদের মধ্যে একজন হাশিম মুসা পাকিস্তান সেনাবাহিনীর প্যারাফোর্সের প্রাক্তন প্যারা কমান্ডো। সেনার চাকরি ছেড়ে সে লস্কর-ই-তৈবায় যোগ দিয়েছিল। শ্রীনগরের কাছে বদগাম জেলার মধ্যে দিয়ে ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বরে সে ভারতে অনুপ্রবেশ করেছিল। প্রাক্তন এই প্যারা কমান্ডো অচিরাচরিত যুদ্ধ এবং গোপন অভিযানে দক্ষ। পাকিস্তান সেনা ও আইএসআই যে পহলগামের ঘটনায় যুক্ত সেটা এর থেকে স্পষ্ট।

ধরাশায়ী খালিস্তানপন্থীরা

কার্নিকে শুভেচ্ছা মোদির ■ ট্রাম্প ফ্যাক্টরে 'স্থিতাবস্থা' কানাডায়

টরন্টো, ২৯ এপ্রিল : ভোট সমীকরণ বদলে গেলেও স্থিতাবস্থা বজায় থাকল কানাডায়। মঙ্গলবার প্রকাশিত পার্লামেন্ট নির্বাচনের ফল বলছে, টানা চতুর্থবার কানাডার ক্ষমতায় আসতে চলেছে প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নির লিবারেল পার্টি। তবে গতবারের চেয়ে আসন কমেছে তাদের। ৩৪৩ আসনের পার্লামেন্টে কার্নির দলের ঝুলিতে গিয়েছে ১৬৮টি আসন। যা ম্যাজিক ফিগারের চেয়ে মাত্র ৪টি কম। প্রধান বিরোধী দল পিয়েরে পোইলিভরের কনজারভেটিভ পার্টির প্রার্থীরা ১৪৪টি আসনে জয়ী হয়েছেন।

তাৎপর্যপূর্ণভাবে ক্ষমতাসীন ও প্রধান বিরোধী দু'দলেরই ভোট বেড়েছে। মুখ থুবড়ে পড়েছে কানাডায় খালিস্তানপন্থীদের দল নিউ ডেমোক্র্যাটিক পার্টি (এনডিপি)। ২০২১-এর চেয়ে তাদের প্রায় ১২ শতাংশ ভোট কমেছে। মোট প্রদত্ত ভোটের মাত্র ১ শতাংশ দলটির বাক্সে পড়েছে। হেরে গিয়েছেন এনডিপি নেতা জগমিত সিং। নিজের আসনে তৃতীয় স্থানে নেমে গিয়েছেন তিনি। সেখানে জয় পেয়েছে লিবারেল পার্টি। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন কনজারভেটিভ প্রার্থী। এদিনই এনডিপি নেতার পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন জগমিত।

এনডিপির শোচনীয় ফল থেকে স্পষ্ট খালিস্তানপন্থীদের নৈরাজ্য সৃষ্টির চেষ্টা কানাডার সাধারণ মানুষ ভালোভাবে মেনে নেয়নি। এমনকি শিখ ভোটের বড় অংশ যে এবার এনডিপির বদলে লিবারেল পার্টির বাক্সে পড়েছে আসনওয়াড়ি ফলে সেটা বোঝা গিয়েছে। শিখ প্রভাবিত কেন্দ্রগুলিতে একচেটিয়া জয় পেয়েছে লিবারেল পার্টি। ওইসব আসনে জয়ী প্রার্থীদের অনেকেই অশিখ সম্প্রদায়ের বলে খবর।

কার্নির দ্বিতীয় দফার প্রধানমন্ত্রিত্বে ভারতের সঙ্গে কানাডার সম্পর্ক অনেকটাই স্বাভাবিক হবে বলে মনে করা হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বার্তায় সেই সম্ভাবনা জোরালো হয়েছে। এক্স পোস্টে মোদি লিখেছেন, 'মার্ক কার্নিকে অভিনন্দন। কানাডার প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হওয়া এবং লিবারেল পার্টির জয়ের জন্য আপনার প্রতি শুভেচ্ছা রইল। ভারত ও কানাডা অভিন্ন গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও আইনের শাসনের প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ। আমাদের অংশীদারিত্বকে আরও শক্তিশালী করতে উন্মুখ হয়ে রয়েছি।'

আমেরিকার সঙ্গে আমাদের পুরোনো মধুর সম্পর্ক এখন ইতিহাস। আমরা আমেরিকার বিশ্বাসঘাতকতার ধাক্কা কাটিয়ে উঠেছি। এখন থেকে আমাদের একে অন্যের যত্ন নিতে হবে।

মার্ক কার্নি
প্রধানমন্ত্রী, কানাডা

ভারত ও কানাডা অভিন্ন গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও আইনের শাসনের প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ। আমাদের অংশীদারিত্বকে আরও শক্তিশালী করতে উন্মুখ হয়ে রয়েছি।

নরেন্দ্র মোদি
প্রধানমন্ত্রী, ভারত

কানাডার ভোটে গুরুতর প্রভাব ফেলেছে 'ট্রাম্প ফ্যাক্টর'। আমেরিকায় ক্ষমতায় আসার পর প্রতিবেশী কানাডার বিরুদ্ধে আক্ষরিক অর্থে অর্থনৈতিক যুদ্ধ শুরু করেছেন ট্রাম্প। কানাডার পণ্যের ওপর বড় অঙ্কের শুল্ক চাপানো ছাড়াও দেশটিকে আমেরিকার প্রদেশ হওয়ার প্রস্তাব দিয়েছেন তিনি। ট্রাম্পের আক্রমণাত্মক বয়ান কানাডার জনমানসে গভীর প্রভাব ফেলেছে। কানাডীয় জাতীয়তাবাদে ভর করেই এবার ভোট বৈতরণি পার করেছেন মার্ক কার্নি। জাস্টিন ট্রুডোর পদত্যাগের পর অন্তর্বর্তী প্রধানমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব নিয়েছিলেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী পদে শপথ গ্রহণের পর থেকে শক্ত হাতে মার্কিন আগ্রাসন প্রতিরোধের কথা বলেছিলেন। তাঁর কট্টর অবস্থান লিবারেলদের প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার ঝড় সামাল দিতে সাহায্য করেছে।

ফল ঘোষণার পর কার্নি বলেছেন, 'আমেরিকার সঙ্গে আমাদের পুরোনো মধুর সম্পর্ক এখন ইতিহাস। আমরা আমেরিকার বিশ্বাসঘাতকতার ধাক্কা কাটিয়ে উঠেছি। এখন থেকে আমাদের একে অন্যের যত্ন নিতে হবে। আমি কয়েক মাস ধরে সতর্ক করছি, আমেরিকা আমাদের কাছ থেকে জমি, সম্পদ, জল ও দেশ কেড়ে নিতে চাইছে। প্রাক নির্বাচনি জনমত সমীক্ষায় ইঙ্গিত ছিল লিবারেল পার্টিকে ক্ষমতাচ্যুত করে মসনদে বসছে কনজারভেটিভ পার্টি। জাস্টিন ট্রুডোর প্রধানমন্ত্রিত্বের শেষ দিকে মূল্যবৃদ্ধি, শরণার্থী সমস্যা, খালিস্তানপন্থীদের তাণ্ডব, কানাডা-ভারত সম্পর্কে অবনতির কারণে সরকার বিরোধিতার হাওয়া প্রবল হয়েছিল। ট্রুডো ক্ষমতায় থাকলে লিবারেলদের হার নিশ্চিত ছিল। কিন্তু সেই হিসাব বদলে দিয়েছেন প্রাক্তন ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকার কার্নি। তাঁর চড়া সুরে ট্রাম্প বিরোধিতা খেলা ঘুরিয়ে দিয়েছে। ট্রাম্পের অতিকথন যে কানাডায় কনজারভেটিভদের ক্ষমতা হাতছাড়া হওয়ার প্রধান কারণ তা নিয়ে সন্দেহ নেই।

জাতীয় স্বার্থে স্পাইওয়্যার ব্যবহারে ভুল নেই : আদালত

নয়াদিল্লি, ২৯ এপ্রিল : স্পাইওয়্যার ব্যবহারে ভুল কিছু নেই, যদি তা জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে হয়। পেগাসাস স্পাইওয়্যার নিয়ে বিতর্কের মধ্যেই মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্ট এই কথা জানিয়েছে।

ইজরায়েলি সংস্থার নির্মিত 'স্পাইওয়্যার' পেগাসাস সংক্রান্ত মামলার শুনানিতে মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি এন কোটিশ্বর সিংয়ের ডিভিশন বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, 'স্পাইওয়্যার ব্যবহার ভুল কিছু নয়। কিন্তু দেখতে হবে, সেটা কার বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হচ্ছে। সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে যদি স্পাইওয়্যার ব্যবহার করা হয়, তাহলে সেই ব্যবস্থাকে ভুল বলা যাবে না। কিন্তু অন্য নাগরিকদের ক্ষেত্রে তেমন অভিযোগ উঠলে তা অবশ্যই খতিয়ে দেখতে হবে।' একইসঙ্গে শীর্ষ আদালত বলেছে, 'দেশের নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্ব-সংক্রান্ত কোনও রিপোর্ট জনসমক্ষে প্রকাশ করা যাবে না।'

মামলার শুনানিতে আদালতের প্রশ্ন, 'যদি কোনও দেশ স্পাইওয়্যার ব্যবহার করে, তাতে অসুবিধা কীসের? স্পাইওয়্যার থাকায় কোনও সমস্যা নেই। দেশের নিরাপত্তার সঙ্গে কোনও আপস করা যায় না। তবে সংবিধানে একটি সভ্য সমাজে কোনও ব্যক্তিবিশেষের গোপনীয়তার অধিকার সুরক্ষিত। সেক্ষেত্রে তাঁদের অভিযোগ খতিয়ে দেখা যেতে পারে।'

একইসঙ্গে সুপ্রিম কোর্টের দুই বিচারপতির বেঞ্চের বক্তব্য, 'দেশের নিরাপত্তা এবং সার্বভৌমত্ব'-এর সঙ্গে সম্পর্কিত রিপোর্ট প্রকাশ করা যাবে না। তবে যাঁরা প্রভাবিত হয়েছেন বলে মনে করছেন, তাঁরা চাইলে ওই রিপোর্টের বিষয়ে তাঁদের তথ্য দেওয়া যেতে পারে।'

স্নেহের হাত... *আহত হরিণ শাবককে কোলে নিয়ে চলেছেন তরুণী। মঙ্গলবার বিকানেরে।*

ওয়াকফে নতুন মামলা নিতে নারাজ কোর্ট

নয়াদিল্লি, ২৯ এপ্রিল : ওয়াকফ সংশোধনী আইনকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে আর কোনও নতুন মামলা নিতে রাজি নয় সুপ্রিম কোর্ট। প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না এবং বিচারপতি সঞ্জয় কুমারের বেঞ্চে বর্তমানে মোট ৭২টি মামলার শুনানি চলছে। ১৭ এপ্রিল সর্বোচ্চ আদালত সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, ৭২টি মামলার মধ্যে মাত্র ৫টি মামলার শুনানি করা হবে। ৫ মে সেগুলির পরবর্তী শুনানি হবে। এই অবস্থায় একই আর্জি জানিয়ে আরও যে ১৩টি মামলা দায়ের হয়েছে, মঙ্গলবার সেগুলি শুনতে চাননি প্রধান বিচারপতি। বেঞ্চ বলেছে, 'আমরা এখন আর মামলার সংখ্যা বাড়াতে চাই না। এটা চলতেই থাকবে। আর তাহলে সেগুলি সামলানো মুশকিল হয়ে পড়বে।'প্রধান বিচারপতি বলেন, 'আমরা সমস্ত কথা শুনব। পাঁচটি মামলা ইতিমধ্যে রুজু করা হয়েছে। আপনারা যদি অতিরিক্ত কোনও বিষয়ে সওয়াল করতে চান তাহলে একটি ইমপ্লিডমেন্ট অ্যাপ্লিকেশন দাখিল করতে পারেন।'

শুভাংশু ২৯ মে মহাকাশে

নয়াদিল্লি, ২৯ এপ্রিল : আগামী ২৯ মে আন্তর্জাতিক মহাকাশ কেন্দ্রের উদ্দেশে যাত্রা করবেন ভারতীয় নভশ্চর শুভাংশু শুক্লা। ভারতীয় বায়ুসেনার গ্রুপ ক্যাপ্টেন শুভাংশু অ্যাক্সিওম মিশন ৪-এর অধীনে স্পেসএক্সের ড্রাগন স্পেসক্রাফটে চড়ে পৃথিবী থেকে মহাকাশ কেন্দ্রের উদ্দেশে পাড়ি দেবেন। তাঁর সঙ্গে যাবেন বিভিন্ন দেশের আরও ৩ জন মহাকাশচারী। মঙ্গলবার এই কথা জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং। এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লিখেছেন, 'মহাকাশ মিশনে একটি নতুন অধ্যায় লিখতে তৈরি ভারত। গ্রুপ ক্যাপ্টেন শুভাংশু শুক্লা হবেন আন্তর্জাতিক মহাকাশ কেন্দ্রে যাওয়া প্রথম ভারতীয় এবং দ্বিতীয় ভারতীয় মহাকাশচারী।' এর আগে রাকেশ শর্মা ১৯৮৪ সালে মহাকাশে পাড়ি দিয়েছিলেনে।

দেশ ছাড়তে হল শহিদের মা-কেও

আমাদের কী দোষ, প্রশ্ন বিতাড়িতদের

অটারি (পঞ্জাব), ২৯ এপ্রিল : অটোরিকশায় বসে শিশু সন্তানকে জড়িয়ে ধরে হাউহাউ করে কাঁদছেন মহিলা। অন্য এক মহিলাকে দেখা গেল তাঁর কাছ থেকে শিশুকে কোলে টেনে নেওয়ার চেষ্টা করতে। তাঁর চোখেও জল। মঙ্গলবার এরকম একাধিক হৃদয়বিদারক দৃশ্যের সাক্ষী রইল আটারি-ওয়াঘা চেকপোস্ট। ভারত ছেড়ে যাওয়ার সময় কেউ রেখে গেলেন সন্তানকে, কেউ স্বামীকে। অনেকে ফিরলেন একা, বুকভরা কষ্ট আর প্রশ্ন নিয়ে।

মঙ্গলবার জম্মু ও কাশ্মীর প্রশাসন ৬০ জন পাকিস্তানি নাগরিককে ফেরত পাঠানোর প্রক্রিয়া শুরু করেছে। ভারত থেকে বিতাড়িত পাক নাগরিকদের মধ্যে রয়েছেন শামিমা আখতার নামে এক মহিলাও, যাঁর ছেলে মুদাসির আহমেদ বছর তিনেক আগে মারা যান জঙ্গি হামলায়। মরণোত্তর শৌর্যচক্র পেয়েছিলেন শহিদ স্পেশাল পুলিশ অফিসার মুদাসির।

পহলগাম কাণ্ডের পর কেন্দ্রীয় সরকারের এক ফরমানের জেরে ভারত ছেড়ে চলে যেতে হচ্ছে ওই পাকিস্তানি মহিলাকে। কিন্তু তাঁর শিশু সন্তান জন্মসূত্রে ভারতীয় নাগরিক হওয়ায় তাকে সঙ্গে নেওয়ার হুকুম নেই মায়ের। ভারতীয় নাগরিকদের পাকিস্তানে যাওয়ার বিশেষ অনুমতির প্রয়োজন হয়। সেই অনুমতি না থাকায় শিশুটিকে সীমান্তে আটকে দেওয়া হয়। সীমান্ত পেরোনোর আগে ওই মহিলা নিরাপত্তারক্ষীদের বারেবারে প্রশ্ন করছিলেন, 'বলুন তো, মা কি সন্তানকে ফেলে একা চলে যেতে পারে?' সীমান্তে উপস্থিত লোকজনও আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন এই দৃশ্য দেখে।

পহলগামে সন্ত্রাসবাদী হামলার পর কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশে ভারতে বসবাসকারী পাকিস্তানি নাগরিকদের চিকিৎসা ভিসার মেয়াদ মঙ্গলবার শেষ হওয়ায় আটারি সীমান্ত দিয়ে পাকিস্তানিদের দেশে ফিরে যাওয়ার সংখ্যা এদিন উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। ফিরে যাওয়া বহু পাকিস্তানি নাগরিক তাঁদের উদ্বেগ চেপে রাখতে পারেননি। বিশেষ করে যাঁদের পরিবার ভারতে আছে বা দীর্ঘদিন বসবাস করছেন, তাঁদের জন্য অন্তত সিদ্ধান্তটি পুনর্বিবেচনার আবেদন জানিয়েছেন তাঁরা দিল্লির কাছে।

পাকিস্তানি নাগরিক সমরিন বললেন, 'আমি গত সেপ্টেম্বরে ৪৫ দিনের ভিসায় ভারতে এসেছিলাম। তারপর আমি এখানে বিয়ে করেছি। এখনও দীর্ঘমেয়াদি ভিসা পাইনি, অথচ হঠাৎ করেই আমাকে দেশ ছাড়তে বলা হয়েছে। জঙ্গিদের প্রশ্ন করুন, আমাদের দোষ কী? যাঁদের আত্মীয় ভারতে আছেন, তাঁদের তো থাকতে দেওয়া উচিত।' সমরিনের স্বামী রিজওয়ান বলেন, 'জঙ্গিরা ধর্মহীন। ওদের ফাঁসি নয়, গুলি করে মারা উচিত। কিন্তু আমাদের মতো নিরীহ মানুষদের কেন বিচ্ছেদ সইতে হবে?'

আরেক পাকিস্তানি নাগরিক ইরা বলেন, '১০ বছর আগে দিল্লিতে আমার বিয়ে হয়েছে। আমার আট বছরের একটি ছেলেও আছে। কোভিডের সময় আমার ভিসার মেয়াদ শেষ হয়ে যায়। আমার নরি ভিসা (যে ভিসায় দেশে ফেরার বাধ্যবাধকতা থাকে না) রয়েছে। কিন্তু পহলগাম হামলার পর হঠাৎই পুলিশ এসে জানায়, আমাকে দেশ ছাড়তে হবে। পহলগামে যা হয়েছে তা নিশ্চয়ই ভুল, কিন্তু তার জন্য আমরা কেন শাস্তি পাব?'

পাকিস্তানে ফিরতে বাধ্য হওয়া কৃষণ কুমারের কথায়, 'আমি পর্যটক ভিসায় ৪৫ দিনের জন্য ভারতে এসেছিলাম। এখন আমরা ফিরে যাচ্ছি। সরকার পহলগাম হামলার চক্রীদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করুক। কিন্তু দুই পড়শি দেশকে একসঙ্গেই থাকতে হবে। কারণ, অনেকেরই অর্ধেক পরিবার ওদিকে, আর অর্ধেক এদিকে।'

আটারি সীমান্তে প্রোটোকল অফিসার অরুণ পাল জানান, গত তিন দিনে মোট ৫৩৭ জন পাকিস্তানি নাগরিক ভারত থেকে নিজ দেশে ফিরে গিয়েছেন। অন্যদিকে ৮৫০ জন ভারতীয় নাগরিক পাকিস্তান থেকে দেশে ফিরে এসেছেন।

পাকিস্তানে ফেরার সময় সীমান্তে কান্না কিশোরের। মঙ্গলবার।

ন্যূনতম পেনশন হতে পারে ৩ গুণ

নয়াদিল্লি, ২৯ এপ্রিল : কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত কর্মীবর্গের সম্মানজনক অবসর জীবনের কথা মনে রেখে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে চলেছে কেন্দ্রীয় সরকার। খুব শীঘ্রই এমপ্লয়িজ পেনশন স্কিম (ইপিএস)-এর আওতায় ন্যূনতম মাসিক পেনশন তিন গুণ বাড়ানো হতে পারে বলে সরকারি সূত্রে ইঙ্গিত মিলেছে। বর্তমানে এই ন্যূনতম পেনশন ১,০০০ টাকা। আর কয়েক মাসের মধ্যেই এটি বাড়িয়ে ৩,০০০ টাকা করা হতে পারে।

রহস্যমৃত্যু ভারতীয়ের

অটোয়া, ২৯ এপ্রিল : আবারও শিক্ষার্থীর রহস্যমৃত্যু কানাডায়। অটোয়ায় চারদিন নিখোঁজ থাকার পর ভারতীয় পড়ুয়া বংশীকার দেহ সোমবার সমুদ্রতীর থেকে উদ্ধার হয়। ২৫ এপ্রিল ঘর থেকে বেরিয়ে আর বাড়ি ফেরেননি বংশীকা। অটোয়ার ভারতীয় হাইকমিশন বংশীকার মৃত্যু নিশ্চিত করেছে। মৃত্যুর কারণ জানা যায়নি। আপ নেতা দেবীন্দর সিংয়ের কন্যা বংশীকার বাড়ি পঞ্জাবের ডেরা বাসিতে। আড়াই বছরের ডিপ্লোমা কোর্সে কানাডায় আসেন। থাকতেন অটোয়ায় অভিযোগ দায়ের করার পর পুলিশ তদন্তে নেমে দেহ উদ্ধার করে।

চিনে মৃত ২২

বেজিং, ২৯ এপ্রিল : মঙ্গলবার উত্তর চিনের লিয়াওয়ংয়ের রেস্তোরাঁয় এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ২২ জন ঝলসে মারা গিয়েছেন। অগ্নিদগ্ধ হয়েছেন আরও তিনজন। তাঁদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

সেই অপারেটরের পাশে বাবা-দাদা

জঙ্গি যোগ পায়নি এনআইএ

শ্রীনগর, ২৯ এপ্রিল : পহলগামে জঙ্গি হামলার তদন্তে নেমেছে জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ)। একদিকে জঙ্গিদের খোঁজে জোরদার তল্লাশি চলছে। অন্যদিকে যাদের সাহায্যে জঙ্গিরা পর্যটক খুনের চক্রান্তে সফল হয়েছে সেই স্থানীয় লিংকম্যানদের চিহ্নিত করার চেষ্টা করছেন গোয়েন্দারা। ইতিমধ্যে আটক করা হয়েছে বেশ কয়েকজনকে। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন একজন জিপলাইন অপারেটর। নাম মুজাম্মিল। ভাইরাল ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, বৈসরণ উপত্যকায় যখন জঙ্গিরা নিরীহ পর্যটকদের খুন করতে উদ্যত তখন সেখানে উপস্থিত মুজাম্মিল 'আল্লাহ আকবর' বলে ধ্বনি দিচ্ছেন। সেই ভিডিও ফুটেজ দেখে তাঁকে তলব করেছিল এনআইএ। মঙ্গলবারও মুজাম্মিলকে কয়েক ঘণ্টা জেরা করা হয়েছে।

প্রাথমিকভাবে তাঁর জঙ্গি যোগের প্রমাণ মেলেনি বলে দাবি এনআইএ-র কর্তাদের। বিপদ বুঝে স্বাভাবিক প্রবৃত্তিবশত তিনি আল্লাহ আকবর বলেছিলেন বলে মনে করা হচ্ছে। মুজাম্মিলের বাবা ও দাদা তাঁকে নির্দোষ বলে দাবি করেছেন।

তাঁর বাবা বলেন, 'আমি ভিডিওটি দেখিনি। তবে আমরা মুসলিম। আমরা ঝড় এলেও অনেক সময় আল্লাহ আকবর বলি।'

মুজাম্মিলের দাদার মতে, ভুল বোঝাবুঝির জেরে ভাইকে সন্দেহ করা হচ্ছে। তিনি জানিয়েছেন, গুলির শব্দ শুনেছিল মুজাম্মিল। কিন্তু সেটা জঙ্গি হামলা কি না বুঝতে পারেননি। ভয়ংকর কিছু ঘটছে আঁচ করে বৈসরণ উপত্যকা ছেড়ে সোজা বাড়ি চলে এসেছিলেন।

মুজাম্মিলের দাদা বলেন, 'ভাই খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিল। বাড়িতে চলে এসেছিল। ওর মনে হয়েছিল ভয়ানক কিছু ঘটেছে। বাড়িতে এসে আমাকে সেই কথা বলেছিল। তবে কীভাবে জঙ্গিরা হামলা চালাল, সে সম্পর্কে ভাই কিছুই জানে না।'

যে ভিডিও ফুটেজে মুজাম্মিলকে দেখা গিয়েছে সেটি তুলেছেন ঋষি ভাট নামে একজন পর্যটক। তাঁর দাবি, স্ত্রী ও ছেলেকে নিয়ে তিনি জিপলাইনে চড়ে ছিলেন। প্রথমে জিপলাইনে উঠেছিলেন ঋষির স্ত্রী, ছেলে। তখন মুজাম্মিলের মুখে ওই বাক্য শোনা যায়নি। তিনি জিপলাইনে ওঠার পরেই আল্লাহ আকবর বলে ওঠেন ওই অপারেটর। তার কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে জঙ্গিদের গুলি বৃষ্টি শুরু হয়েছিল।

'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' বলায় প্রহারে মৃত্যু: পহলগাম কাণ্ডের পর পাকিস্তান শব্দের প্রতি মানুষের বিতৃষ্ণা তুঙ্গে। মানুষ ক্রুদ্ধ। এই পরিস্থিতিতে ম্যাঙ্গালুরুতে স্থানীয় ক্রিকেট ম্যাচ চলাকালীন এক ব্যক্তি বার বার 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' ধ্বনি দিতে থাকায় তাঁকে বেধড়ক পেটাল আশপাশের মানুষ বলে অভিযোগ। মারের চোটে তাঁর মৃত্যু হয়। ২৭ এপ্রিলের ঘটনা। খবরের সত্যতা স্বীকার করেছেন কর্ণাটকের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জি পরমেশ্বর। ১৫ জন গ্রেপ্তার হয়েছে।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সবাইকে শান্ত, সংযত থাকার অনুরোধ জানিয়ে বলেছেন, 'এই অঞ্চলের সম্প্রীতি অক্ষুণ্ণ রাখার ঐতিহ্য আছে।' ম্যাঙ্গালুরুর পুলিশ কমিশনার অনুপম আগরওয়াল জানিয়েছেন, ময়নাতদন্তের রিপোর্টে প্রচুর অভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণের কথা রয়েছে। ম্যাঙ্গালুরুতে এমন ঘটনা আগে ঘটেনি। সময় মতো চিকিৎসা না মেলায় ওই ব্যক্তি মারা যান। ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ১০৩(২) ধারায় মামলা রুজু হয়েছে।

'গায়েব' মোদিকে ঘিরে তর্জা

নয়াদিল্লি, ২৯ এপ্রিল : রাজনীতির চাপে শাসক-বিরোধী বেনজির সন্ধিতে আপাতত ইতি। পহলগামে জঙ্গি হামলায় নিরীহ পর্যটকদের নিহত হওয়ার ঘটনায় কেন্দ্রীয় সরকারের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছিলেন রাহুল গান্ধি এবং কংগ্রেস নেতৃত্ব। যাবতীয় রাজনৈতিক মতপার্থক্য পাশে সরিয়ে ফিল গুড হাওয়া বইতেও শুরু করেছিল সর্বভারতীয় রাজনীতিতে। কিন্তু সপ্তাহ ঘুরতে না ঘুরতেই যাবতীয় ঐক্যকে পিছনে ফেলে ফের সামনের সারিতে রাজনীতি। জঙ্গি হামলার ৭ দিন পরও হামলাকারী ও তাদের মদতদাতা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কোনও কঠোর পদক্ষেপ না করায় এবং সর্বদলীয় বৈঠকে গরহাজির থাকায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির তীব্র সমালোচনা করেছে কংগ্রেস। আর সেই সমালোচনায় ক্ষুব্ধ বিজেপি দেশের প্রধান বিরোধী দলের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের সুরে কথা বলার পালটা অভিযোগ তুলেছে। হাত শিবিরকে 'লস্কর-ই-পাকিস্তান কংগ্রেস' বলে পালটা তোপও দেগেছে গেরুয়া শিবির।

সোমবার দেশের প্রধান শাসক ও বিরোধী দলের তর্জার সূচনা হয় এক্স হ্যান্ডেলে কংগ্রেসের পোস্ট করা একটি ছবি নিয়ে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মতো দেখতে ওই ছবিতে কোনও মুণ্ডু ছিল না। ছিল না হাত ও পায়ের খানিকটা অংশও। ছবিটিতে থাকা ব্যক্তির পরনে ছিল হলুদ কুর্তা, সাদা পায়জামা এবং কালো জুতো। ওই ছবির সঙ্গে লেখা ছিল, 'দায়িত্ব পালনের সময়ে নিখোঁজ।' পাকিস্তানের প্রাক্তন মন্ত্রী ফাওয়াদ আহমেদ হুসেন চৌধুরী কংগ্রেসের পোস্টটি শেয়ার করেন। তিনি লেখেন, 'গাধার মাথায় শিং গজায় না বলে শুনেছিলাম। আর এখন মোদিরই খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না।' গোটা ঘটনায় কংগ্রেসকে তীক্ষ্ণ ভাষায় আক্রমণ করেছে বিজেপি। দলের মুখপাত্র গৌরব ভাটিয়া এক সাংবাদিক বৈঠকে এদিন বলেন, 'পাকিস্তানের সমর্থক হল কংগ্রেস। আমাদের মধ্যে একটি সর্বভারতীয় দল আছে। কিন্তু আমরা ওদের লস্কর-ই-পাকিস্তান কংগ্রেস বললে কোনও ভুল হবে না। সমাজমাধ্যমে কংগ্রেসের তরফে যে ছবি পোস্ট করা হয়েছে তাতে পাকিস্তানকে বার্তা দিয়ে বলা হয়েছে, 'এখানে মীরজাফরের সমর্থকরা রয়েছে। ধড় থেকে মুণ্ডু আলাদা করাটা এখন লস্কর-ই-পাকিস্তান কংগ্রেসের আদর্শে পরিণত হয়েছে।' তিনি বলেন, 'রাহুল গান্ধির নির্দেশেই এই কাজটি করা হয়েছে। এই সংবেদনশীল সময়ে কংগ্রেস ভারতকে দুর্বল করতে চাইছে।' প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুরের তোপ, 'কংগ্রেস ও অন্য বিরোধীরা কীসের বাধ্যবাধকতায় পাকিস্তানের ভাষায় কথা বলছে এবং তাদের সমর্থন করছে সেটা আমি বুঝতে পারছি না। ওদের কি রক্ত ফুটছে না? প্রতিশোধ নিতে ইচ্ছা করছে না?' সম্প্রতি লন্ডনে পাকিস্তান দূতাবাসের এক আধিকারিক ভারতীয় প্রতিবাদীদের বিক্ষোভের সময় গলা কাটার ইশারা করেছিলেন। সেই ছবি দিয়ে পালটা প্রচার শুরু করেছে বিজেপি।

কংগ্রেস সাংসদ জয়রাম রমেশ বলেন, 'সংকট সত্ত্বেও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি কোনও পদক্ষেপ করছেন না। সর্বদলীয় বৈঠকেও প্রধানমন্ত্রী ছিলেন না। আমরা সর্বদলীয় বৈঠকে সেই দাবি তুলেও ছিলাম। সংসদে আলোচনায় যোগ দেওয়া উচিত ছিল প্রধানমন্ত্রীর।' এই তর্জার মধ্যেই বিরোধীদের সুরে সুর মিলিয়ে পহলগাম ইস্যুতে সংসদের বিশেষ অধিবেশন ডাকার আর্জি জানিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি ও কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে।

পাকিস্তান 'দুর্বৃত্ত দেশ': ভারত

নিউ ইয়র্ক, ২৯ এপ্রিল : পাক প্রতিরক্ষামন্ত্রীর কথা দিয়েই আন্তর্জাতিক মঞ্চে পাকিস্তানকে বিঁধল ভারত। শাহবাজ শরিফ সরকারের মন্ত্রী খাওয়াজা আসিফ সাম্প্রতিক টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে স্বীকার করেছেন যে, পাকিস্তানের ইতিহাসই বলে তাঁর দেশ সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলিকে অর্থ, প্রশিক্ষণ, সমর্থন দিয়ে সাহায্য করেছে। মন্ত্রীর সেই বক্তব্যের সূত্র ধরেই রাষ্ট্রসংঘে নিযুক্ত ভারতের স্থায়ী উপ-প্রতিনিধি যোজনা প্যাটেল পাকিস্তানকে 'দুর্বৃত্ত রাষ্ট্র'-এর আখ্যা দিলেন। পাকিস্তান সন্ত্রাসের মদতদাতা, বহুদিন থেকে তা শোনা গিয়েছে। কিন্তু কোনও পাক মন্ত্রীকে প্রকাশ্যে এভাবে সরাসরি বলতে কখনও দেখা যায় না। যোজনা বলেন, 'সন্ত্রাসবাদ যেভাবেই হোক না কেন তা নিন্দনীয়।'

নিউ ইয়র্কে রাষ্ট্রসংঘের সন্ত্রাস-বিরোধী কার্যালয়ে সোমবার সন্ত্রাসবাদের শিকার অ্যাসোসিয়েশন নেটওয়ার্কের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন যোজনা প্যাটেল। অনুষ্ঠানে পাকপ্রতিনিধি জম্মু ও কাশ্মীরের পহলগামে সন্ত্রাসী হানার কথা উল্লেখ করে ভারতের দিকে অভিযোগের তির ছোড়েন। তারই পালটা জবাবে যোজনা বলেন, 'এটা দুর্ভাগ্যজনক যে, এক প্রতিনিধি এই ফোরামের অপব্যবহার করে ভারতের বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন অভিযোগ তুলেছে। আসলে সন্ত্রাসের ইন্ধনদাতা পাকিস্তান সংশ্লিষ্ট অঞ্চলকে অস্থিতিশীল করে তুলেছে। গোটা বিশ্ব পাক প্রতিরক্ষামন্ত্রীর সাক্ষাৎকারে সন্ত্রাস ও পাক ইতিহাস নিয়ে মন্ত্রীর বক্তব্য জেনেছে।'

যোজনা জোরের সঙ্গে বলেছেন, 'পাক প্রতিরক্ষামন্ত্রীর প্রকাশ্য স্বীকারোক্তিতে কেউ বিস্মিত হননি। বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাসে ইন্ধন জোগানো পাকিস্তান এক দুর্বৃত্ত রাষ্ট্র। বিশ্ব আর চোখ বুজে থাকতে পারছে না। আমার আর কিছু বলার নেই।' খাওয়াজ আসিফ এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, 'জানেন, আমরা তিন দশক ধরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ও পশ্চিমী বিশ্বের জন্য এই নোংরা কাজ করে এসেছি। জঙ্গি সংগঠনগুলিকে আর্থিক মদত, প্রশিক্ষণ ও সমর্থনের দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে পাকিস্তানের।'

বিস্ময়বালকে মুগ্ধ শচীনরাও

দ্রাবিড়কে বৈভবের কথা বলেন লক্ষ্মণ

নয়াদিল্লি, ২৯ এপ্রিল : বেবিস ডে আউট।

সোমবার সোয়াই মানসিং স্টেডিয়ামে কার্যত তারই প্রতিফলন। অপার বিস্ময়ে দর্শকরাও যার সাক্ষী হয়ে থাকলেন। সবচেয়ে কম বয়সে টি২০ ফরম্যাটে শতরানের বিশ্বরেকর্ড। আইপিএলে ভারতীয় হিসেবে দ্রুততম সেঞ্চুরি থেকে এক ইনিংসে সর্বাধিক ছক্কা-বৈভব তেজে লন্ডভণ্ড একঝাঁক নজির।

বিস্ময়বালকের যে আইপিএল উত্থানে নাকি জড়িয়ে ভিভিএস লক্ষ্মণও। রাহুল দ্রাবিড়কে বৈভবের প্রতিভার কথা জানান ভিভিএস। যে মতামতকে গুরুত্ব দিয়েই নিলামে দ্রাবিড়ের দল রাজস্থান রয়্যালস ১.১ কোটিতে কেনে বৈভবকে। মেগা লিগের আগে দ্রাবিড়ও জানিয়েছিলেন, দুর্দান্ত প্রতিভা। তবে আরও কিছুটা সময় ঘষেমেজে তবেই আইপিএলের 'যুদ্ধক্ষেত্রে' নামাবেন তাঁর খুদে অস্ত্রকে।

অপেক্ষার শেষ লখনউ সুপার জায়েন্টসের বিরুদ্ধে ১৯ এপ্রিল। অভিষেক ম্যাচে ভালো শুরু করেও ৩৪-এ আটকে যান। ভেজা চোখে ফিরেছিলেন। সোমবার কাঁদিয়েছেন গুজরাট টাইটান্সের নামীদামি বোলারদের। ৩৫ বলে শতরানের মাইলস্টোনে পৌঁছোনোর পর পায়ের সমস্যা ভুলে হুইলচেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে ওঠেন 'হেডস্যর' দ্রাবিড়ও।

লক্ষ্মণের কোচিংয়ে ভারতীয় যুব দলের হয়ে একটা ম্যাচে ৩৬-এ আউট হয়ে ফেরার পর সাজঘরে কান্নায় ভেঙে পড়েন সূর্যবংশী। তখন পাশে দাঁড়িয়ে লক্ষ্মণ জানিয়েছিলেন, রান নয়, টেকনিক, দক্ষতা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। বৈভবের মধ্যে যা ভীষণভাবে রয়েছে। বিহারে ক্রিকেট পরিকাঠামো উন্নত নয়। ছোটবেলার কোচ মণীশ ওঝা, পরিবার চাইছিলেন, এমন কোথাও যাক, যেখানে শিখতে পারবে। লক্ষ্মণের সুপারিশ, দ্রাবিড়ের প্রচেষ্টায় রাজস্থান রয়্যালস শিবিরে সুযোগ।

বাকিটা আপাতত সবার সামনে। শচীন তেন্ডুলকার থেকে ব্রায়ান লারার মতো মহাতারকার প্রশংসা প্রাপ্তি।

শচীন তেন্ডুলকার দুরন্ত ইনিংসের নেপথ্যে বৈভবের ভয়ডরহীন মানসিকতা, ব্যাট স্পিড, দ্রুত বলের লেংথ বুঝে নেওয়া। যার ফল ৩৮ বলে ১০১। সাবাস।

ব্রায়ান লারা যদি প্রশ্ন করো, আমি কি আনন্দ পেয়েছি? বলব, নিশ্চিতভাবে তুমি আমাকে আনন্দ দিয়েছ।

ইউসুফ পাঠান অভিনন্দন ইয়ং বৈভব ভারতীয় হিসেবে আইপিএলে দ্রুততম শতরানের রেকর্ড ভাঙার জন্য। ভালো লাগছে, তুমিও আমার মতো রাজস্থান রয়্যালসের। তরুণদের জন্য দুর্দান্ত ফ্র্যাঞ্চাইজি। আরও অনেক পথ বাকি চ্যাম্প।

মহম্মদ সামি দুর্দান্ত প্রতিভা। মাত্র ১৪ বছর বয়সে শতরান। আরও এগিয়ে যাও ব্রাদার।

সংখ্যায় সূর্যবংশী

১৪ বছর ৩২ দিন বৈভব সূর্যবংশী কনিষ্ঠতম হিসেবে টি২০ ক্রিকেটে শতরান করলেন।

৩৫ শতরান করতে বৈভব ৩৫ বল নিলেন। যা আইপিএলে ভারতীয়দের মধ্যে দ্রুততম শতরান। রানতাড়ায় নেমেও যা দ্রুততম সেঞ্চুরি।

১৭ বৈভব ১৭ বলে পঞ্চাশের গণ্ডি টপকান। আইপিএলে আনক্যাপড ভারতীয় হিসেবে যা দ্রুততম অর্ধশতরান।

১১ বৈভবের ইনিংসে ছক্কার সংখ্যা। আইপিএলে এক ইনিংসে যা যুগ্মভাবে সর্বাধিক।

১৪ বছর ৩২ দিন কনিষ্ঠতম হিসেবে আইপিএলে ম্যাচের সেরা হলেন বৈভব।

১০.২ ওভার আইপিএলে প্রথম ভারতীয় হিসেবে ১১ ওভারের মধ্যে বৈভব শতরান করলেন।

৩ আইপিএলে প্রথম শতরান করতে বৈভবের তিনটি ইনিংস লাগল। যা ভারতীয়দের মধ্যে সর্বনিম্ন।

৯৩.০৬ বৈভবের ইনিংসে চার-ছক্কার শতাংশ। পুরুষদের টি২০-তে শতরানের ক্ষেত্রে যা সর্বাধিক।

৫২ পাওয়ার প্লে-তে বৈভবের রানসংখ্যা। আইপিএলে টিনএজার হিসেবে যা সর্বাধিক।

১৬৬ ওপেনিং জুটিতে বৈভব-যশস্বী জয়সওয়াল ১৬৬ রান তোলেন। রাজস্থান রয়্যালসের ক্ষেত্রে যা সর্বাধিক।

বৈভব সূর্যবংশী শতরান করতেই হুইলচেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠলেন রাহুল দ্রাবিড়।

যুবরাজ সিং বৈভব সূর্যবংশী। নামটা মনে রাখবেন। ভয়ডরহীন ক্রিকেট। আগামী প্রজন্মকে দেখে গর্ববোধ করছি। চোদ্দোতেই কামাল। বিশ্বের সেরা বোলারদের অনায়াসে উড়িয়ে দিল!

রোহিত শর্মা ক্লাস।

আরপি সিং ১৪ এবং ভয়ডরহীন। এটাই নতুন ভারত। দুরন্ত ইনিংস বৈভব।

দশ বছরেই ৯০ মিটার ছক্কা মারত সূর্যবংশী

ছেলের জন্য চাকরি ছেড়েছিলেন বাবা

নয়াদিল্লি, ২৯ এপ্রিল : আত্মত্যাগ, পরিশ্রম, স্বপ্নপূরণের তাগিদ।

ছেলেকে ক্রিকেটার তৈরির জন্য বাবা চাকরি ছেড়েছিলেন। মা রাতে মাত্র তিন ঘণ্টা ঘুমোতেন। ভোরে ছেলেকে ঘুম থেকে তুলে প্র্যাকটিসের জন্য প্রস্তুত করা। বাবার কাজ ছিল ছেলের ক্রিকেটার হয়ে ওঠার স্বপ্নপূরণে সর্বক্ষণের সঙ্গী। সোমবার যার ফল দেখল ক্রিকেটবিশ্ব। ৩৫ বলে শতরান। কাদের বিরুদ্ধে? মহম্মদ সিরাজ, রশিদ খান, ইশান্ত শর্মা, ওয়াশিংটন সুন্দর, প্রসিধ কৃষ্ণা!

২০১৭ সালে বাবার সঙ্গে রাইজিং পুনে সুপারজায়েন্টের খেলা দেখতে গিয়েছিলেন ৬ বছরের বৈভব সূর্যবংশী।

সবে চোদ্দোয় পা রাখা সূর্যবংশীর যে আগুনে ব্যাটিং আপাতত আপাদমস্তক বিস্ময়। বল দেখে খেলি, বোলারের নাম দেখে নয়। অনূর্ধ্ব-১৯ পর্যায়ে ভারতীয় দলের হয়ে বেশ কিছু বিস্ফোরক ইনিংস খেলেছেন। ১১ ছক্কায় সাজানো গতকালের ইনিংসে 'নয়া তারকার' উত্থানের সম্ভাবনা উসকে দিয়েছে। স্বপ্নপূরণ বৈভবের। স্বপ্নপূরণ তাঁর পরিবারের।

ইশান্ত, রশিদদের বলকে যেভাবে গ্যালারিতে ফেলেছে, অবাক ক্রিকেটমহল। এই বয়সে এতটা পাওয়ার? ছোটবেলার কোচ মণীশ ওঝা আরও অবাক করা কথা শোনালেন। জানান, দশ বছর বয়সেই ৯০ মিটার ছক্কা মারতে পারত বৈভব! ২০২২ সালে অ্যাকাডেমিতে অনূর্ধ্ব-১৯ পর্যায়ের এক প্রস্তুতি ম্যাচে ১১৮ করে। বৈভবের ছক্কা মারা দেখে সবাই অবাক। এক একটা ছক্কা তো ৬০-৬৫ মিটার লম্বা বাউন্ডারি পার করে আরও ৩০-৩৫ মিটার দূরে গিয়ে পড়ে!

সহজে অবশ্য এই জায়গায় পৌঁছোয়নি সূর্যবংশী। বাবা ছেড়েছিলেন চাকরি। লক্ষ্যপূরণে প্রিয় মাটন ও পিৎজা খাওয়া ছাড়ে ছোট্ট বৈভব। কোচ মণীশ ওঝা সেই গল্প শোনালেন। বলেছেন, 'বাচ্চা ছেলে। চিকেন-মাটন খেতে খুব ভালোবাসে। যতই দাও ঠিক শেষ করে দেবে। আর পিৎজা। কিন্তু ওর খাবারের তালিকা থেকে কবে মাটন, পিৎজা সরিয়ে দিয়েছিলাম আমি। আজও অক্ষরে অক্ষরে তা মেনে চলে। অনুমতি ছাড়া ছুঁয়ে দেখে না।'

মণীশের মতে, বৈভবের মূল সম্পদ ওর ভয়ডরহীন মানসিকতা। ব্রায়ান লারার ভক্ত। তবে যুবরাজ সিং, লারার মিশেল রয়েছে ব্যাটিংয়ে। বিশেষত, আগ্রাসন একেবারে যুবরাজের মতো। রশিদকে মারা ছক্কায় শতরান হোক বা ইশান্ত শর্মার ওভারে ২৮ নেওয়া- তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে সর্বকনিষ্ঠ হিসেবে টি২০ ফরম্যাটে সেঞ্চুরির বিশ্বরেকর্ডের ইনিংসে।

বৈভবের বাবার কথায়, এই দিনটা দেখার জন্য আশায় ছিলেন। সঞ্জীব সূর্যবংশী বলেছেন, 'আইপিএলে ৩৫ বলে শতরান! নিজের দল রাজস্থান রয়্যালসকে জয় উপহার দেওয়া। সবকিছু স্বপ্নের মতো। আমাদের মতো গোটা বিহার, দেশ ওর এই সাফল্যে গর্বিত, খুশি। বৈভবের পাশে থাকা, ওকে সুযোগ দেওয়ার জন্য রাজস্থান ম্যানেজমেন্টের কাছে আমরা আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।' রাজ্যের নয়া ক্রিকেট নক্ষত্রের যে কীর্তিকে স্বীকৃতি জানিয়ে বিহার সরকার ১০ লক্ষ টাকার পুরস্কার ঘোষণা করেছে।

ছেলের মধ্যে ক্রিকেট প্রতিভার সন্ধান নিজেই পেয়েছিলেন। ঠিক করেন চাকরি ছেড়ে বৈভবের সঙ্গে পড়ে থাকবেন। পাশে পেয়েছেন বিহার ক্রিকেট সংস্থাকে। তবে সঞ্জীব সূর্যবংশী মানছেন, গত ৩-৪ মাসে রাজস্থান রয়্যালস ওকে ঘষেমেজে নিয়েছে। বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন হেডকোচ রাহুল দ্রাবিড়ের প্রতি। কৃতিত্ব দিচ্ছেন বাকি কোচদের। বৈভবের বাবার কথায়, দ্রাবিড় স্যরদের হাতে পড়ে তাঁর ছেলের টেকনিক আরও ধারালো, উন্নত হয়েছে।

আর পরিশ্রম করতে সবসময় প্রস্তুত বৈভব। প্রতিদিন ৩৫০-৪০০ বল খেলে প্রস্তুতিতে। যতক্ষণ না খেলবে, পড়ে থাকবে। তেরো বছরে রনজি ট্রফি খেলে নজির গড়েন। বিহারের হয়ে সাফল্যও মেলে। তারপর একেবারে অনূর্ধ্ব-১৯ ভারতীয় দলে ঢুকে পড়া এবং সাফল্য। পুরস্কারস্বরূপ ১.১ কোটিতে নিলামে রাজস্থানের হাত ধরে আইপিএল পরিবারে ঢুকে পড়া। পা মাটিতে থাকলে ভারতীয় দলও খুব বেশি দূর নয়।

আজ হারলেই প্লে-অফের আশা শেষ চেন্নাইয়ের

দ্বৈরথের আগে চাহালকে ব্যাট উপহার ধোনির

চেন্নাই, ২৯ এপ্রিল : চিপক দ্বৈরথে অন্যতম ফ্যাক্টর ধরা হচ্ছে যুযবেন্দ্র চাহালকে।

বল হাতে বেশ ভালো ফর্মে রয়েছেন। চেন্নাই সুপার কিংসের বিরুদ্ধে বুধবার চাহালের লেগস্পিন গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্র পাঞ্জাব কিংসের। সেই চাহালকে কি না ব্যাট উপহার প্রতিপক্ষ অধিনায়ক মহেন্দ্র সিং ধোনির! মাহির থেকে উপহার পেয়ে সোজা দৌড় নিজের ডাগআউটে।

কিংস সতীর্থদের উপহার দেখান চাহাল। কিন্তু প্রশ্ন ব্যাট নিয়ে চাহাল কী করবেন? চাহালকে নিয়ে মজা করার যে সুযোগ হাতছাড়া করেননি গ্লেন ম্যাক্সওয়েল, প্রিয়াংশ আর্য। ব্যাট নিয়ে চাহাল কতটুকু দাগ কাটতে পারবেন, তা ভবিষ্যৎ বলবে। তবে আগামীকাল চিপকের পাঞ্জাব-চেন্নাই ম্যাচে প্রীতি জিন্টা দলের অন্যতম ভরসা প্রিয়াংশ।

মুল্লানপুরে হওয়া প্রথম সাক্ষাৎকারে প্রিয়াংশের ৪৩ বলে ১০৩ রানের ঝোড়ো ইনিংস ব্যবধান গড়ে দেয়। আগামীকাল চিপকে কি তেমন কোনও ঝড় উঠতে চলেছে? ২৬ এপ্রিল ইডেন গার্ডেন্সে কলকাতা নাইট রাইডার্স ম্যাচে বিস্ফোরক শুরু করেছিলেন প্রিয়াংশ। সঙ্গী ওপেনার প্রভসিমরান সিংয়ের সঙ্গে লম্বা পার্টনারশিপে নাইট বোলারদের সমস্ত স্ট্র্যাটেজি গুঁড়িয়ে দেন।

চেন্নাই সুপার কিংস ম্যাচের জন্য অনুশীলনে চলেছেন প্রিয়াংশ আর্য।

আগামীকাল রবীন্দ্র জাদেজা, রবিচন্দ্রন অশ্বীন, নুর আহমদদের বিরুদ্ধে ভালো শুরুর চ্যালেঞ্জ প্রিয়াংশ-প্রভসিমরান সিংয়ের ওপর। বৃষ্টির কারণে কেকেআর ম্যাচে পুরো পয়েন্ট আসেনি। ৯ ম্যাচে ১১ পয়েন্ট নিয়ে পঞ্চম স্থানে থাকলেও প্লে-অফের দৌড় যেভাবে জমে উঠেছে, উনিশ-বিশে সমস্ত প্রচেষ্টায় জল পড়ে যেতে পারে।

নড়বড়ে চেন্নাইয়ের বিরুদ্ধে তাই পুরো ২ পয়েন্টেই চোখ শ্রেয়স আইয়ারদের। বর্তমান ফর্মের বিচারে অনেকটাই এগিয়ে প্রীতি জিন্টার দল। ব্যাটিংয়ে শ্রেয়সরা যেমন রয়েছেন, তেমনই প্রিয়াংশের মতো তরুণরাও ভরসা জোগাচ্ছেন। বোলিংয়ে অর্শদীপ সিং, চাহালরা কড়া চ্যালেঞ্জ হতে চলেছে চাপে থাকা চেন্নাইয়ের ব্যাটারদের জন্য।

৯ ম্যাচে মাত্র দুইটিতে জিতে লিগ টেবিলের লাস্টবয় চেন্নাই। বিদায় কার্যত নিশ্চিত। অঙ্কের হিসেবে ক্ষীণ আশাটুকু বাঁচিয়ে রাখতে প্রতিটি ম্যাচই জিততে হবে। সবমিলিয়ে রক্তচাপ বাড়ছে ধোনিদের। আর একটা হার মানে, প্রথম দল হিসেবে ছিটকে যাওয়া। পাঁচবারের চ্যাম্পিয়নদের জন্য যা মোটেই মানানসই নয়। কোচ স্টিফেন ফ্লেমিং মানছেন, নিলামের ভুলভ্রান্তি হয়েছে।

আইপিএলে আজ

চেন্নাই সুপার কিংস বনাম পাঞ্জাব কিংস

সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
স্থান : চেন্নাই

সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক, জিওহটস্টার

এই মুহূর্তে যা মেরামত করার সুযোগ নেই। যাঁরা আছেন, তাঁদের নিয়েই ঘুরে দাঁড়ানোর ছক। কিন্তু রবীন্দ্র জাদেজা থেকে রাচিন রবীন্দ্র-হতাশার তালিকা বেশ লম্বা। মেজাজ হারাচ্ছেন 'ক্যাপ্টেন কুল' মহেন্দ্র সিং ধোনিও। মাঠের মধ্যেই সতীর্থদের ওপর ক্ষোভ উগরে দিচ্ছেন। যদিও বাস্তব হল, দলের চলতি ব্যর্থতার জন্য দায়ী মাহি নিজেও। পাঞ্জাব শিবির তখন অধিনায়ক শ্রেয়সে মজে। মালকিন প্রীতি জিন্টার কথায়, দলের সৌভাগ্য শ্রেয়সের মতো নেতা পেয়েছে। মাহিকে নিয়ে নিন্দুকদের অভিযোগ, অযথা আইপিএল কেরিয়ারকে দীর্ঘ করতে গিয়ে দলকে বিপদে ফেলছেন। কাঠগড়ায় 'টেস্ট সুলভ' ব্যাটিং মানসিকতা। যা পালটানো সহজ নয় মাইক হাসিদের পক্ষে। তবে ব্যাটিংয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার তরুণ তুর্কি ডেওয়াল্ড ব্রেভিসের আগ্রাসী মনোভাব কিছুটা স্বস্তি দিতে পারে। এদিন আবার ব্রেভিসের জন্মদিন ঘিরে কিছুটা টাটকা বাতাস চেন্নাইয়ের গুমোট সাজঘরে।

আগামীকাল পাঞ্জাব-দ্বৈরথে যে অক্সিজেন কতটা কাজে আসবে সেটাই দেখার।

বাগানে ফুল ফোটাতে চান সুহেল-আশিকরা

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৯ এপ্রিল : প্রথম ম্যাচে দুর্দান্ত জয়ের পরেও ভাবনার বদল হচ্ছে না সবুজ-মেরুন শিবিরে। সেমিফাইনালে এফসি গোয়ার বিপক্ষে ম্যাচটাকে শুধুই 'আরও একটা ম্যাচ' হিসেবেই দেখছেন কোচ বাস্তব রায়।

কেরালা ব্লাস্টার্সকে যে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের এই রিজার্ভ দল হারিয়ে দেবে, এমনটা সম্ভবত দলের অতি বড় সমর্থকও ভাবেননি। বিশেষ করে প্রথম ম্যাচে তাদের আগুনে পারফরমেন্সের জেরে যেভাবে শুরুতেই গতবারের চ্যাম্পিয়ন ইস্টবেঙ্গলকে বিদায় নিতে হয়। কিন্তু সেই অসাধ্য সাধনের কাজটা করে ফেলায় এবার সেমিফাইনালে এফসি গোয়াকে হারানোও সম্ভব, এমন চিন্তাভাবনা করার লোক বাড়ছে। আর এসব থেকেই এখন ছেলেদের আড়াল করার বাড়তি দায়িত্ব পালন করে চলেছেন বাস্তব। সাংবাদিক সম্মেলনে এসে তাঁর প্রায় কাতর আবেদন, 'একটা জয়ের পর বাড়াবাড়ি না করাই ভালো। তাতে ফুটবলারদের ফোকাস নড়তে পারে, চাপ বাড়তে পারে। আমার একটাই আবেদন, ওদের বেশিরভাগই বাচ্চা ছেলে। ওদের খেলতে

চাপমুক্ত রাখার চেষ্টা বাস্তবের

সুপার কাপে আজ (সেমিফাইনাল)

মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট বনাম এফসি গোয়া

সময় : বিকাল ৪.৩০ মিনিট, স্থান : ভুবনেশ্বর

মুম্বই সিটি এফসি বনাম জামশেদপুর এফসি

সময় : রাত ৮টা, স্থান : ভুবনেশ্বর

সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস ৩ চ্যানেল ও জিওহটস্টার।

দিন।' ফুটবলাররা অবশ্য এক জয়ের পর বাড়তি উদ্বুদ্ধ। 'আব তো লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান'-এর মতো মনোভাব নিয়ে গোয়াকেও আর বাড়তি খাতির করতে রাজি নন। বরং আশিক কুরুনিয়ান পরিষ্কার বলে দিলেন, 'জানি গোয়া দারুণ দল। ওদের সত্যিই খুব ভালো ভালো ফুটবলার আছে। তবে আমরাও লড়াই জারি রাখছি। আশা করি একটা দারুণ ম্যাচ হবে। আমরা নিজেদের সেরাটা মেলে ধরব, এটুকু কথা দিতে পারি।'

আইএসএলে লিগ-শিল্ড জয়ের দৌড়ে দুই দলের মধ্যে ছিল যাকে বলে কাঁটে কা টক্কর। কিন্তু সুপার কাপে ধারে ও ভারে অনেক এগিয়ে তারকাখচিত ও পূর্ণ শক্তির এফসি গোয়া। তাই বাস্তবও তাঁর নিজের পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করতে ছেলেদের হালকা মেজাজে রাখতে চাইছেন। তিনিও জানেন, এই ম্যাচ হেরে গেলে তাঁর দলের বাড়তি কোনও সমালোচনা হবে না। বরং সেমিফাইনাল অবধি পৌঁছোনোর জন্য প্রশংসাই পাবেন সুহেল আহমেদ বাট-সালাউদ্দিন আদনানরা। সুপার কাপে বাগানের দায়িত্বপ্রাপ্ত কোচের ছেলেদের জন্য নির্দেশ, 'এটা সবাই জানে যে গোয়া আগের ম্যাচে খেলা কেরালার থেকে অনেক বেশি শক্তিশালী দল। তাই আমাদের ভাবনা বদলাচ্ছে না। আমাদের কাজ হল, ছেলেদের মোটিভেট করে ফোকাস ধরে রাখা। ওরাও তৈরি। আমি শুধু বলব, মাঠে নেমে খেলাটা উপভোগ করো। আর নতুন কিছু নয়।' আগেরদিনের মতোই এই ম্যাচও মোহনবাগানকে খেলতে হবে বিকেল সাড়ে চারটে থেকে। যদিও এসব নিয়ে বাড়তি ভেবে নিজেদের ফোকাস নষ্ট করতে রাজি নয় সবুজ-মেরুন শিবির। বরং বাস্তব বলেছেন, 'এই সময়ে খেলতে হবে এটা জেনেই তো আমরা এখানে এসেছি।' দলের সঙ্গে আসা ২৫ জন ফুটবলারই ফিট বলে জানান বাস্তব।

গোয়ার কাছে অবশ্য বাড়তি চ্যালেঞ্জ থাকছেই আইএসএল শিল্ড হারানোর পরে। শিল্ড হারানোর বেদনা যে এখনও আছে একথা বোঝা যায় যখন মোহনবাগান প্রায়

সেমিফাইনালের প্রস্তুতিতে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের সুহেল আহমেদ বাট। ভুবনেশ্বরে।

পুরো ভারতীয় দল বা জুনিয়ার দল এনেছে, এমন প্রশ্নের উত্তরে মানোলো মার্কুয়েজ বলেছেন, 'ওদের মতো অন্য অনেক দলই এক বা দুই বিদেশি নিয়ে এসেছে। তাছাড়া মোহনবাগানের হয়ে যারা খেলছে তাদের অনেকেই বেশিরভাগই আইএসএল স্কোয়াডে ছিল। মোটেই সহজ ম্যাচ হবে না আমাদের কাছে।' মোহনবাগান যেখানে খোলা মনে বুধবার বিকেলে নামবে কলিঙ্গ স্টেডিয়ামে তখন গোয়ার সামনে থাকবে ট্রফি জয়ের পাহাড়প্রমাণ চাপ। এখন দেখার সুহেলরা আবারও বাগানে ফুল ফোটান নাকি ট্রফির আরও কাছাকাছি পৌঁছে যায় মানোলোর দল।

অন্য সেমিফাইনালে মুম্বই সিটি এফসি-র মুখোমুখি হবে জামশেদপুর এফসি।

জুনেই হয়তো ব্রাজিলের দায়িত্বে আন্সেলোত্তি

মাদ্রিদ, ২৯ এপ্রিল : লা লিগায় আর পাঁচ ম্যাচ বাকি রিয়াল মাদ্রিদের। এই পর্বে মাদ্রিদ জায়েন্টদের কোচ হিসাবেও আর হয়তো ওই পাঁচটা ম্যাচই ডাগআউটে থাকবেন কার্লো আন্সেলোত্তি। ব্রাজিলের কোচ হওয়ার ব্যাপারে মৌখিক সম্মতি দিয়ে দিয়েছেন তিনি।

দ্বিতীয় দফায় রিয়াল কোচ হিসাবে জোড়া লা লিগা, জোড়া চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জিতেছেন আন্সেলোত্তি। তবে এই মরশুমে এখনও পর্যন্ত লস ব্লাঙ্কোস শিবিরের সঙ্গী কেবলই হতাশা। লা লিগা জয়ের আশাও ক্রমশ ফিকে হচ্ছে। তাই আরও এক বছরের চুক্তি থাকলেও রিয়াল ছাড়তেই হচ্ছে আন্সেলোত্তিকে। স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম সূত্রের খবর, ২৫ মে লা লিগায় শেষ ম্যাচের পরই মাদ্রিদ ছাড়বেন তিনি। সেক্ষেত্রে নতুন কোচের অধীনেই ক্লাব বিশ্বকাপ খেলবে রিয়াল মাদ্রিদ।

সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে ব্রাজিল কোচের হটসিটেই বসছেন আন্সেলোত্তি। ব্রাজিল ফুটবল কনফেডারেশনের সঙ্গে চূড়ান্ত কথাবার্তা হয়ে গিয়েছে। জুনের প্রথম সপ্তাহেই তাঁর রিও ডি জেনেইরো যাওয়ার কথা। সেখানেই হয়তো চূড়ান্ত চুক্তিতে সই করবেন। ব্রাজিল ফুটবলের ইতিহাসে এতদিন যাঁরা দায়িত্ব সামলেছেন তাঁরা প্রত্যেকে সেদেশেরই নাগরিক। আন্সেলোত্তির হাত ধরে সেই ধারা ভাঙতে চলেছে। দায়িত্ব নিয়ে ইতালিয়ান কোচ সাম্বার দেশের ফুটবলের গরিমা ফেরাতে পারেন কি না, তাই এখন দেখার।

স্নেহ জালে বন্দি প্রোটিয়ারা

কলম্বো, ২৯ এপ্রিল : চলতি বছর মহিলাদের ওডিআই বিশ্বকাপ রয়েছে। তার আগে ভালো ছন্দে ভারতীয় মহিলা দল। ত্রিদেশীয় সিরিজের প্রথম ম্যাচে হরমনপ্রীত কাউর ব্রিগেড শ্রীলঙ্কাকে উড়িয়ে দেওয়ার পর মঙ্গলবার ভারতীয় স্পিনার স্নেহ রানার (৪৩/৫) জালে বন্দি হল দক্ষিণ আফ্রিকা।

হরমনপ্রীত টসে জিতে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর গত ম্যাচের ফর্ম এদিনও বজায় রাখেন প্রতীকা রাওয়াল (৭৮)। শেফালি ভার্মার জায়গায় সুযোগ পাওয়ার পর থেকে ধারাবাহিকভাবে ভালো পারফর্ম করে চলেছেন ২৪ বছরের এই ওপেনার। এই নিয়ে টানা পাঁচটি ওডিআইয়ে অর্ধশতরান করলেন প্রতীকা। সেইসঙ্গে ৮ ইনিংসে ৫০০ রানের মাইলস্টোনে পৌঁছে গেলেন তিনি। যা মহিলাদের ওডিআইয়ে দ্রুততম। পিছনে ফেলে দেন ইংল্যান্ডের শার্লট এডওয়ার্ডসের ২৮ বছরের পুরোনো রেকর্ডকে।

স্মৃতি মান্ধানা (৩৬)-প্রতীকার ৮৩ রানের ওপেনিং পার্টনারশিপ ভারতের বড় রানের মঞ্চ গড়ে দেয়। স্মৃতি আউট হওয়ায় জুটি ভাঙলেও একটা দিক ধরে রেখেছিলেন প্রতীকা। কিন্তু ৭১ রানে জীবন পাওয়ার পর ইনিংস লম্বা করতে পারেননি তিনি। তবে মিডল অর্ডারে উপযোগী ব্যাটিং করেন অধিনায়ক হরমনপ্রীত (৪১), জেমিমা রডরিগেজ (৪১)। চলতি বছরে ওডিআইয়ে প্রথমবার ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেলেন হরমনপ্রীত। শেষদিকে শিলিগুড়ি উইকেটকিপার-ব্যাটার রিচা ঘোষ (১৪ বলে ২৪) আক্রমণাত্মক ব্যাটিংয়ে দলের স্কোর বাড়িয়ে দেন। ভারত থামে ২৭৬/৬ স্কোরে।

রানতাড়ায় নেমে প্রোটিয়ারাও শুরুটা ভালো করেছিল। তাদের ১৪০ রানের ওপেনিং জুটি ভাঙেন দীপ্তি শর্মা (৪০/১)। এরপরই আসরে নামেন স্নেহ। গত ম্যাচে ৩ উইকেট নিয়ে শ্রীলঙ্কাকে ভেঙেছিলেন। এদিন ফিরলেন ওডিআই কেরিয়ারের সেরা বোলিং ফিগার নিয়ে। চোট পেয়ে মাঠ ছাড়া তানজিম ব্রিৎজ (১০৯) শেষদিকে নামলেও তিনিও স্নেহর শিকার হন। স্নেহর স্পিন বুঝতে না পেরে ৮০ রানে শেষ ৮ উইকেট হারায় দক্ষিণ আফ্রিকা। ২৬১ রানে তারা অল আউট হয়।

৫ উইকেট নিয়ে স্নেহ রানা।

শুভ অক্ষয় তৃতীয়া
অফার চলবে
২৭-৩০ এপ্রিল পর্যন্ত
৫০% ছাড়
মজুরিতে
কোনও শর্তাবলী নেই
প্রতি কেনাকাটায়
Lucky Draw-তে
জিতে নিন
অক্ষয়ডালা
গোল্ড কালেকশন
Gifty
উপহার দেওয়ার
সেরা ও সহজ মাধ্যম
অঞ্জলি জুয়েলার্স
সবার জন্য
আমাদের সব শোরুমই নিজস্ব।
কোনও ফ্রাঞ্চাইজি আউটলেট নেই!
GET IT ON Google Play
Download on the App Store
অঞ্জলি জুয়েলার্স অ্যাপ ইনস্টল করুন ও সহজেই অনলাইনে কেনাকাটা করুন
QR কোড স্ক্যান করে Website থেকে গয়না কিনুন
UP TO ₹2,500 EXTRA CASHBACK*
SBI card
#Min. Trxn.: ₹30,000; Max. Cashback: ₹2,500 per card account; Validity: 24 Apr - 30 Apr 2025. T&C Apply.
আমাদের নতুন শোরুম (৩০তম নিজস্ব শাখা):
তমলুক - পদুমবসান, ওয়ার্ড ০১১, মেচেদা-হলদিয়া হাইওয়ে, পূর্ব মেদিনীপুর - ৭২১৬৩৬, ফোন: ৬২৯২৩ ৩৪২৭২
গোলপার্ক - ০৩৩ ২৪৬০ ০৫৮১/২৪৪০ ৮৬৩৬ শোভাবাজার - ৮৩৩৭০ ৩৭৬৭৭, ৭৮৯০০ ১৭৭৬৫ সল্টলেক বি ই - ০৩৩ ২৩২১ ২৭৮৬/২০৫৭ সল্টলেক এইচ এ - ০৩৩ ২৩২১ ৮৩১০/১১ বেহালা - ০৩৩ ২৪৪৫ ৫৭৮৪/৮৫ হাওড়া পঞ্চাননতলা - ০৩৩ ২৬৪২ ৪৬৪০/৪১ বারাসাত ডাকবাংলো মোড় - ০৩৩ ২৫৮৪ ৭১৩৯/৪২ শিলিগুড়ি আশ্রম পাড়া - ৯৮৩৬০ ০১০১৮, ৯৮৩৬৪ ৩৫৩৫৪ বৌবাজার - ০৩৩ ২২৬৪ ১১৯৫ বহরমপুর - ৭৫৯৬০ ৩২৩১৫ গড়িয়া - ০৩৩ ২৪৩০ ০৪৩৮ হালিশহর কাঁচরাপাড়া বাগ মোড় - ৬২৯২২ ৬৪৮০৫ চুঁচুড়া খড়্যা বাজার ঘড়ির মোড় - ০৩৩ ২৬৮০ ০৬০৪ বড়িশা (শীলপাড়া) - ০৩৩ ২৪৯৬ ১০২৯/৩৩ বর্ধমান - ০৩৪২ ২৬৬৫৫৫৬, ৯০৮৩৪ ৭২৮৪২ হাবড়া - ০৩২১৬ ২৩৮ ৬২৪/২৬ সোদপুর - ০৩৩ ২৫৬৫ ৫৩৫৩/৫৪, ৭৫৯৬০ ৩২৩২০ শ্রীরামপুর - ০৩৩ ২৬৫২ ০৩৬০, ৯৮৩০৩ ৫৭৪৫০ মালদা - ০৩৫১২ ২২১১০৮, ৬২৯২২ ৬৮৬৫৫ দুর্গাপুর - ৮০১৭০ ১২২৮৬/৮৭ তেঘরিয়া (বাগুইআটি) - ৬২৯২২ ১০২০৮ মেদিনীপুর (পশ্চিম) - ০৩২২২ ২৬৫৩৩৪/২৬৪৭৩৪ কৃষ্ণনগর - ৮৬৯৫২৯৩৯৯৭, ৯০৭৩৯ ৩৪৩৬৪ কাঁথি - ০৩২২০ ২৫৮০০১, ০৩২২০ ২৫৮০০২ আসানসোল - ৬২৯২২ ৯৭৫১১ আরামবাগ - ৬২৯২২ ৬৪৮৪৪ কাটোয়া - ৬২৯২৩ ৩৪২৭৩ শিয়ালদহ স্টেশন - ৬২৯২২ ৬৮৬৫৪ নয়াদিল্লি - ০১১ ২৬২১ ০৩০১, ৯৩১১২ ৩০৬৭১ এছাড়া আমাদের আর কোনও শাখা নেই।
গয়না কিনুন অনলাইনে, www.anjalijewellers.in - এ | anjalijewellerskolkata anjalijewellersbharat anjalijewellers@anjalijewellers | আমাদের ফলো করুন:
Page29/AJ/0424

নাইট শোয়ে হ্যাঁচকা টান স্টার্কের

কলকাতা নাইট রাইডার্স-২০৪/৯
দিল্লি ক্যাপিটালস-৪৩/২
(৪.৩ ওভার পর্যন্ত)

৪৪ রানের ইনিংসে কলকাতা নাইট রাইডার্সকে ভরসা জোগালেন অঙ্গকৃশ রঘুবংশী (বাঁয়ে)। ৩ উইকেট নেওয়া মিচেল স্টার্ককে অভিনন্দন অভিষেক পোড়েলের।

নয়াদিল্লি, ২৯ এপ্রিল : নাগাড়ে থ্রো ডাউন নিচ্ছিলেন। শরীরিভাষায় ছিল বিশেষ কিছু করে দেখানোর তাগিদ।

সময়ের সঙ্গে সাফল্যের তাগিদ বাড়ছে তাঁর। আর আজ তো জীবনের বিশেষ দিন। আন্দ্রে রাসেল (৯ বলে ১৭) আজ ৩৭-এ পা দিলেন।

হতে পারে জীবনের সেরা সময়টা তিনি পিছনে ফেলে এসেছেন। কিন্তু তাতে কী? দ্রে রাসের ব্যাট যেদিন চলবে, ঘুচে যাবে কলকাতা নাইট রাইডার্সের যাবতীয় কালিমা। কিন্তু কেকেআর টিম টিম ম্যানেজমেন্ট বুঝলে তো! নিটফল, অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে অষ্টাদশ আইপিএলের সব ম্যাচ জিততে হবে, এমন পরিস্থিতিতে টসে হেরে ব্যাট করতে নেমে দুর্দান্ত শুরুর পর আচমকাই থমকে গেল নাইটদের রানের গতি। দুই ওপেনার রহমানুল্লাহ গুরবাজ (১২ বলে ২৬) ও সুনীল নারায়ণ (১৬ বলে ২৭) পাওয়ার প্লে-কে কাজে লাগিয়ে মরশুমে প্রথমবার দারুণ শুরু করেছিলেন। তিন ওভারে হয়ে গিয়েছিল ৪৮। বাকি ব্যাটিংয়ে হ-য-ব-র-ল। কেন? ভালো ব্যাটিং উইকেটে তার জবাব একমাত্র নাইটরাই দিতে পারবেন।

মিচেল স্টার্কের (৪৩/৩) ওয়াইড ইয়র্কারে ঠকে গিয়ে গুরবাজ ফেরার পরও নারায়ণ, অধিনায়ক আজিঙ্কা রাহানে (১৪ বলে ২৬), অঙ্গকৃশ রঘুবংশীরা (৩২ বলে ৪৪) চেষ্টা করেছিলেন শুরুর ঝড়কে রাতের কালবৈশাখীতে পরিণত করার। দিল্লির অধিনায়ক অক্ষর প্যাটেল (২৭/২), কুলদীপ যাদব (২৭/০), ভিপরাজ নিগমদের (৪১/২) ঘূর্ণির মায়াজালের সুবাদে দুর্দান্ত শুরু কাজে লাগেনি নাইটদের। যে স্কোরটা অন্তত ২৩০ হওয়া উচিত ছিল, সেটাই থমকে গেল ২০৪/৯ স্কোরে। পঞ্চম গিয়ারে শুরুর পর আচমকাই ইনিংসের শেষে এসে নাইটদের ব্যাটিং প্রথম গিয়ারে। যার প্রমাণ, শেষ চার ওভারে মাত্র ৩৬ রান। অভিজ্ঞ স্টার্ক আজ তিন উইকেট নেওয়ার পাশে কেকেআর ইনিংসের শেষ ওভারে ঘটনার ঘনঘটা তৈরি করে প্রমাণ করেছেন, তাঁকে ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত চরম ভুল ছিল। জবাবে রান তাড়া করতে নেমে প্রথম ওভারেই বাংলার রনজি ট্রফি দলের সদস্য অভিষেক পোড়েলকে (৪) ফিরিয়ে দিল্লিকে ধাক্কা দিয়েছেন অনুকূল রায়। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত দিল্লির স্কোর ৪.৩ ওভারে ৪৩/২। ক্রিজে ফাফ ডুপ্লেসি (২৩) ও লোকেশ রাহুল (০)। করুণ নায়ার ফিরে যান ১৫ রানে।

পিঠ ঠেকে গিয়েছে দেওয়ালে। বাকি পাঁচ ম্যাচের সবকয়টিতেই জিততে হবে, এমন কঠিন চ্যালেঞ্জের সামনে গতবারের আইপিএল জয়ী কেকেআর। এমন অবস্থা থেকে ঘুরে দাঁড়াতে গেলে ধারাবাহিকতার পাশে প্রয়োজন হয় আগ্রাসী ক্রিকেটের। এমন এক ভয়ডরহীন ক্রিকেট, যা দলকে তাতিয়ে দেবে। ঠিক যেভাবে গতরাতে রাজস্থান রয়্যালসকে অক্সিজেন দিয়েছেন ১৪ বছরের বৈভব সূর্যবংশী। নাইটদের অন্দরে এমন কেউ আছেন নাকি? যে বা যাঁরা রয়েছেন, তাঁদের বেশিরভাগই কুড়ির ক্রিকেটের সেরা সময়টা পিছনে ফেলে এসেছেন। সঙ্গে রয়েছে নাইট টিম ম্যানেজমেন্টের অদ্ভুতুড়ে স্ট্র্যাটেজিও।

২৩.৭৫ কোটির ভেঙ্কটেশ আইয়ারের ফ্লপ শো আজও অব্যাহত ছিল। ৫ বলে ৭ রান করে একরাশ হতাশা উপহার দিয়ে ভেঙ্কি ফেরার পরও কেন রাসেল ডাগআউটকে ব্যাট হাতে বসে রইলেন, কে জানে। রোভমান পাওয়েলের (৫) কথাও ভাবা হল না। বদলে রিঙ্কু সিংয়ের (২৫ বলে ৩৬) উপর আস্থা রাখলেন কোচ চন্দ্রকান্ত পণ্ডিত। নয়াদিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামের বাইশ গজ একটু মন্থর হলেও ব্যাটিংয়ের জন্য আদর্শ। এমন পিচে বার্থ ডে বয় রাসেলের কথা একটু আগে ভাবা যেতেই পারত। কিন্তু ভাবা হয়নি। পরিস্থিতির ডাকে সাড়া দিয়ে এমন কিছু সিদ্ধান্ত কুড়ির ক্রিকেটে অনেক সময় খেলার মোড় ঘুরিয়ে দেয়। টস জয়ের পর দিল্লির অধিনায়ক অক্ষর জানিয়েছিলেন, এই বাইশ গজে অন্তত ১৯০ রান হবেই। হয়তো তাঁর কথা শুনেই নাইট ওপেনাররা এমন শুরু করেছিলেন, মনে হচ্ছিল ৩০০ হয়ে যেতে পারে। কিন্তু ওই যে, মহান অনিশ্চয়তার খেলা ক্রিকেটে আগাম পূর্বাভাস কঠিন। সঙ্গে নাইট টিম ম্যানেজমেন্টের ভুলে ভরা স্ট্র্যাটেজির কথা নতুনভাবে আর কিছুই বলার নেই। দিল্লির জঘন্য ফিল্ডিংয়ের পাশে স্টার্ক বাদে বাকি জোরে বোলারদের দিশাহীন বোলিংয়ের জন্যই কেকেআর ব্যাটারদের কাজটা সহজ হয়েছিল কিছুটা।

কিন্তু তারপরও স্বস্তি ফিরল কই?

আইপিএলের পয়েন্ট তালিকা

দল	ম্যাচ	জয়	হার	নো রেজাল্ট	নেট রান রেট	পয়েন্ট
রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু	১০	৭	৩	০	০.৫২১	১৪
মুম্বই ইন্ডিয়ান্স	১০	৬	৪	০	০.৮৮৯	১২
গুজরাট টাইটান্স	৯	৬	৩	০	০.৭৪৮	১২
দিল্লি ক্যাপিটালস	৯	৬	৩	০	০.৪৮২	১২
পাঞ্জাব কিংস	৯	৫	৩	১	০.১৭৭	১১
লখনউ সুপার জায়েন্টস	১০	৫	৫	০	-০.৩২৫	১০
কলকাতা নাইট রাইডার্স	৯	৩	৫	১	০.২১২	৭
রাজস্থান রয়্যালস	১০	৩	৭	০	-০.৩৪৯	৬
সানরাইজার্স হায়দরাবাদ	৯	৩	৬	০	-১.১০৩	৬
চেন্নাই সুপার কিংস	৯	২	৭	০	-১.৩০২	৪

** দিল্লি ক্যাপিটালস ও কলকাতা নাইট রাইডার্স ম্যাচের আগে পর্যন্ত*

টিটি-তে চ্যাম্পিয়ন বোধিসত্ত্ব, সোহম

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৯ এপ্রিল : বৃহত্তর শিলিগুড়ি জেলা টেবিল টেনিস সংস্থার রাজ্য র‍্যাংকিং শিলিগুড়ি টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপে পুরুষদের সিঙ্গলসে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন উত্তর ২৪ পরগনার বোধিসত্ত্ব চৌধুরী। তুফানি সংঘের রেইনবো অ্যাকাডেমিতে ফাইনালে তিনি হারিয়ে দেন উত্তর ২৪ পরগনার প্রিয়াংশু কর্মকারকে। অনূর্ধ্ব-১৭ ছেলেদের চ্যাম্পিয়ন উত্তর কলকাতার সোহম মুখোপাধ্যায়। রানার্স হুগলির রূপম সর্দার।

ট্রফি নিয়ে বোধিসত্ত্ব চৌধুরী ও প্রিয়াংশু কর্মকার।

প্রয়াত গোপাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৯ এপ্রিল : চলে গেলেন ময়দানের খুব পরিচিত মুখ গোপাল বাউরি। মোহনবাগান-সিএফসি মাঠে গেলেই সদা হাস্যময় এই কর্মীর দেখা মিলত। ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাবের (সিএফসি) সর্বক্ষণের এই কর্মীর বয়স হয়েছিল ৫৬ বছর। সোমবার রাতে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথেই মৃত্যু হয় তাঁর। ফুটবল অন্তপ্রাণ অকৃতদার গোপাল বাউরির মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেছেন আইএফএ সচিব অনির্বাণ দত্তসহ অনেকেই।

দ্বৈরথের আগে চাহালকে ব্যাট উপহার ধোনির
-খবর বারোর পাতায়

উত্তরের খেলা

জয়ী রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ইংরেজি ও কম্পিউটার সায়েন্স

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৯ এপ্রিল : উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর স্তরের আন্তঃ বিভাগীয় ক্রিকেটে মঙ্গলবার কম্পিউটার সায়েন্স ও টেকনোলজি ৬২ রানে হারিয়েছে মাইক্রোবায়োলজি ও জিওলজি বিভাগকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে প্রথমে কম্পিউটার সায়েন্স ১০ ওভারে ৫ উইকেটে ১০১ রান তোলে। সুমিত ২৪ রান করেন। সমীরণ ২৮ রানে পেয়েছেন ২ উইকেট। জবাবে মাইক্রোবায়োলজি ৯.৪ ওভারে গুটিয়ে যায় ৩৯ রানে। সৌম্যজিতের শিকার ২ রানে ৩ উইকেট। পরে রাষ্ট্রবিজ্ঞান ১০ উইকেটে হারিয়েছে দর্শনকে। প্রথমে দর্শন ১০ ওভারে ৯ উইকেটে ৩৩ রান করে। বিট্টুর অবদান ১৪ রান। রাহুল বর্মনের শিকার ১২ রানে ৬ উইকেট। জবাবে রাষ্ট্রবিজ্ঞান ৩.১ ওভারে বিনা উইকেটে লক্ষ্যে পৌঁছে যায়। প্রতীক ১৯ ও প্রসেনজিৎ ১৬ রানে অপরাজিত থাকেন। তৃতীয় ম্যাচে ইংরেজি বিভাগ ৩৭ রানে জয় পায় হিমালয়ান স্টাডিজের বিরুদ্ধে। প্রথমে ইংরেজি ১০ ওভারে ৪ উইকেটে ১০২ রান করে। জবাবে হিমালয়ান ১০ ওভারে ৯ উইকেটে আটকে যায় ৬৫ রানে। সঞ্জীবের শিকার ৮ রানে ৩ উইকেট।

প্রথম পিঙ্কু

জলপাইগুড়ি, ২৯ এপ্রিল : বোলপুরের ভারত সেবাশ্রমে ২৫-২৭ এপ্রিল স্বামী বিবেকানন্দ রাজ্যস্তরের ওপেন যোগাসনে জলপাইগুড়ির ২৫ জন অংশ নিয়েছিলেন। যার মধ্যে পুরুষদের ৪৫-৫৫ বছর বিভাগে প্রথম হয়েছেন পিঙ্কু সাহা। চতুর্থ প্রশান্ত কর্মকার। পঞ্চম দেবশংকর দাস। মহিলাদের ৩৫-৪৫ বছর বিভাগে তৃতীয় পিঙ্কি বাড়ুই।

পথ হারানো ইন্টারকেও সমীহ বার্সেলোনার

সেমিফাইনালের প্রস্তুতিতে ইন্টারের লওটারো মার্টিনেজ (বাঁয়ে)। অনুশীলনের মাঝে গল্পে বার্সার লামিনে ইয়ামাল।

বার্সেলোনা, ২৯ এপ্রিল : কোপা ডেল রে জেতার পর আত্মবিশ্বাসী বার্সেলোনা। চ্যাম্পিয়ন্স লিগের সেমিফাইনালে সেই আত্মবিশ্বাস কাজে লাগবে। বার্সা কোচ হ্যান্সি ফ্লিকও তা মানছেন। তবে প্রতিপক্ষ ইন্টার মিলান যতোই শেষ তিন ম্যাচ হেরে বসে থাকুক, ফ্লিক তাদের বিন্দুমাত্র কম গুরুত্ব দিচ্ছেন না।

সিরি আ-তে পরপর দুই ম্যাচে যথাক্রমে বোলোগনা ও রোমার কাছে হার। তারমাঝে কোপা ইতালিয়ার দ্বিতীয় লেগ সেমিফাইনালে এসি মিলানের কাছে তিন গোল হজম। অতঃপর বিদায়। নিঃসন্দেহে ইন্টারের আত্মবিশ্বাসে বড় ধাক্কা দিয়েছে। মরশুমের শেষবেলায় পথ হারানোয় তাদের ত্রিমুকুট জয়ের স্বপ্ন দুঃস্বপ্নে পরিণত হয়েছে। এহেন পরিস্থিতি থেকে দলকে বের করার পথ খুঁজছেন কোচ সিমোনে ইনজাঘি। সেমিফাইনালের প্রথম লেগে নামার আগে যদিও তিনি স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন, 'বার্সেলোনার প্রতি আমাদের সম্মান রয়েছে। তার মানে এই নয় ভয় পাচ্ছি।'

বার্সেলোনা কোচ ফ্লিকের কাছেও অবশ্য পরিসংখ্যানের তেমন গুরুত্ব নেই। বলেছেন, 'ফাইনাল থেকে মাত্র দুই ম্যাচ দূরে রয়েছি আমরা। ক্লান্ত হলে চলবে না। সেমিফাইনালের গুরুত্ব নতুন করে বোঝানোর নেই। ইন্টার ইউরোপের অন্যতম সেরা দলগুলোর একটা। কঠিন প্রতিপক্ষ।' ইনজাঘির দলের রক্ষণ নিয়ে যেমন তিনি আলাদা করে ভাবছেন, তেমন তাদের প্রতিআক্রমণের ব্যাপারে সতর্ক। বলেছেন, 'ওরা যে শুধু ভালো রক্ষণ সামলায় তা কিন্তু নয়। ইন্টারের প্রতিআক্রমণ যথেষ্ট ভয়ংকর। তার জন্যও তৈরি থাকতে হবে আমাদের।' সেই একই কথা তাঁর অন্যতম সেরা অস্ত্র লামিনে ইয়ামালের মুখেও। স্প্যানিশ তরুণ বলেছেন, 'ওরা রক্ষণ,আক্রমণ দুই বিভাগেই সমান শক্তিশালী।' দলের বেশ কিছু জায়গায় খামতি চোখে পড়েছে ফ্লিকের। সেগুলো নিয়ে সতর্ক করে দিয়েছেন ছেলেদের। বলেছেন, 'চূড়ান্ত প্রস্তুতির আগে বলে দিয়েছি ইন্টার ম্যাচে কোন কোন জায়গায় আমাদের শুধরোতে হবে। মাঝমাঠে অনেক ফাঁকা জায়গা তৈরি হচ্ছে। সেদিকে নজর দেওয়া দরকার।'

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে আজ
বার্সেলোনা বনাম ইন্টার মিলন
সময় : রাত ১২.৩০ মিনিট
স্থান : সোনি টেন নেটওয়ার্কে

কাঠমান্ডুতে চার সোনা জয় প্রতীতির

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৯ এপ্রিল : কাঠমান্ডুতে সাউথ এশিয়ান ইয়ুথ টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপে চারটি সোনা জিতে মঙ্গলবার বাড়ি ফিরল প্রতীতি পাল। প্রতীতি টুর্নামেন্টে রাজ্যের একমাত্র প্রতিযোগী ছিল। অনূর্ধ্ব-১৫ বিভাগে টিম ইভেন্ট, সিঙ্গলস, ডাবলস ও মিক্সড ডাবলস থেকে তার পদক এসেছে। প্রতীতি বলেছে, 'আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় এই প্রথম সোনা পেলাম আমি। এটা সম্ভব হয়েছে শিলিগুড়ি টেবিল টেনিস অ্যাকাডেমিতে আমার দুই কোচ অমিত দাম ও সৌমেন মালাকারের জন্য। আমার স্বপ্ন একদিন অলিম্পিক থেকে দেশের জন্য পদক আনব। এজন্য যত পরিশ্রমই করতে হোক না কেন আমি পিছিয়ে আসব না।' শিলিগুড়ি টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপ পাবলিক স্কুলের নবম শ্রেণির ছাত্রী যখন নিজের স্বপ্নের কথা জানাচ্ছে, তখন প্রতিবেশী-বন্ধুরা তাকে শুভেচ্ছা জানাতে বাড়িতে ভিড় জমিয়ে ফেলেছে।

এশিয়ান ইয়ুথ টেবিল টেনিসের টিম ইভেন্টের ফাইনালে প্রতীতিদের ভারতীয় দল হারিয়ে দেয় শ্রীলঙ্কাকে। ডাবলসে আরুশি নন্দী ও মিক্সড ডাবলসে অথর্ব নবরঙ্গিকে সঙ্গী করে সোনা জিতেছে। ডাবলসে নেপাল ও মিক্সড ডাবলসে পাকিস্তানকে ৩-০ গেমে উড়িয়ে দেয় তারা। প্রতীতির সিঙ্গলসের সোনাটি এসেছে ফাইনালে আরুশিকে ৩-১ গেমে হারিয়ে।

বাড়ি ফিরল শিলিগুড়ির মেয়ে

পদক জয়ের পর প্রতীতি পাল।

পশ্চিমবঙ্গ, জয়নগর - এর একজন বাসিন্দা সঞ্জয় হালদার - কে 16.02.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 92G 18540 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি সিকিম রাজ্য লটারিতে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "আমার পরিবারের প্রত্যেকের জন্য এটি একটি সুখবর হয়ে উঠেছে যে আমি ডিয়ার লটারির টিকিট কিনেছি তাতে আমি এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার পেয়েছি। আমার আনন্দ সীমাহীন হয়ে গেছে কারণ আমি জীবনে কখনও এক কোটি টাকা পাওয়ার কথা ভাবিনি। আমি ডিয়ার লটারি ও সিকিম রাজ্য লটারিকে আমার ও আমার পরিবারের পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই আমাকে এই বহু পরিমাণ পুরস্কার দেওয়ার জন্য।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তার এর সততা প্রমানিত।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

ম্যাচের সেরার পুরস্কার নিচ্ছেন দীপেশ বর্মন। ছবি : তুষার দেব

জয়ী জিরানপুর ব্রাদার্স

দেওয়ানহাট, ২৯ এপ্রিল : জিরানপুর কাপ ক্রিকেটে মঙ্গলবার উত্তর জিরানপুর ব্রাদার্স ২৯ রানে পানিমারা কমান্ডো ইলেভেনকে হারিয়েছে। প্রথমে উত্তর জিরানপুর ১০ ওভারে ৯ উইকেটে ১০৯ রান তোলে। মনোতোষ বর্মন ২৭ ও রাহুল মিয়াঁ ২৬ রান করেন। জবাবে পানিমারা ৮০ রানে আটকে যায়। ম্যাচের সেরা দীপেশ বর্মন ২১ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট।

ফাইনালে স্যাফায়ার্স

জলপাইগুড়ি, ২৯ এপ্রিল : জলপাইগুড়ি ক্রিকেট লাভার্স অ্যাসোসিয়েশনের জলপাইগুড়ি প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেটে ফাইনালে উঠল মেটেলি ব্লু স্যাফায়ার্স। মঙ্গলবার প্রথম কোয়ালিফায়ারে তারা ৫ উইকেটে বিএসকে বলরামকে হারিয়েছে। জেওয়াইএমএ মাঠে প্রথমে বলরাম ১৮ ওভারে ৮ উইকেটে ১০৩ রান তোলে। গৌরব প্রধান ৩২ রান করেন। আদিত্য শর্মা ২১ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। জবাবে স্যাফায়ার্স ১৫ ওভারে ৫ উইকেটে ১০৪ রান তুলে নেয়। সাত্যকি দত্ত ৫৪ রানে অপরাজিত থাকেন।

পরে এলিমিনেটরে জন্নত রয়্যালস ২ উইকেটে আরএস গ্ল্যাডিয়েটরের বিরুদ্ধে জয় পায়। প্রথমে গ্ল্যাডিয়েটর ১৮ ওভারে ৮ উইকেটে ১১৩ রান তোলে। প্রসেনজিৎ সরকারের অবদান ৩৫ রান। রাজবীর সিং ১৮ রানে নেন ২ উইকেট। জবাবে রয়্যালস ৮ উইকেটে ১১৪ রানে পৌঁছে যায়। অভিষেক মজুমদার ৪৬ রান করেন। বাবু দে-র শিকার ২১ রানে ৩ উইকেট।

করণের দাপট

রায়গঞ্জ, ২৯ এপ্রিল : টাউন ক্লাবের রায়গঞ্জ সুপার লিগ ফুটবলে মঙ্গলবার রায়গঞ্জ স্টার বয়েজ ইয়ুথ ক্লাব ২-১ গোলে বেণুভারতী ফুটবল ক্লাবকে হারিয়েছে। টাউনের মাঠে স্টার বয়েজের করণ হরিজন জোড়া গোল করেন। বেণুভারতীর গোলটি আকাশ মাহাতোর। বুধবার খেলবে রায়গঞ্জ টাউন ক্লাব ও বিন্দোল সকার অ্যাকাডেমি।

জয়ী মালবাজার

জলপাইগুড়ি, ২৯ এপ্রিল : জেওয়াইসিসি-র অলোক মুখোপাধ্যায় ও দীপক মুখোপাধ্যায় ট্রফি আন্তঃ ক্লাব ফুটবলে মঙ্গলবার মালবাজার এটিও টাইব্রেকারে ৩-১ গোলে পাণ্ডাপাড়া বয়েজকে হারিয়েছে। নির্ধারিত সময়ে ম্যাচ গোলশূন্য ছিল। ম্যাচের সেরা মালবাজারের অশোক পরজি।